এরশাদে মাবুদীয়া।

আহাম্মদ জান মোজাদ্দাদী।

[illegible]

বা

([illegible])

[illegible]

[illegible] সাহেবের

[illegible]

[illegible] প্রণীত

প্রথম সংস্করণ

[illegible] এবং [illegible] হইতে [illegible] সাহেব

কর্তৃক মুদ্রিত

Copy Right Reserved মূল্য ।৶০ আনা মাত্র

বিজ্ঞাপন ।

এই কোরান শরিফ ভাষাতে মোসলমানদিগের উপকারের জন্য ছাপা করিলাম। ইহার মধ্যে ভুল, ভ্রান্তি, দোষ, অনেক রহিয়া গেল, যেহেতু জোনাব হজরত পীর দস্তগীর সাহেব যেরূপ ভাবে কথা প্রকাশ করিয়াছেন অবিকল সেই ভাবে রাখিয়া লেখা হইল ভাষার দিক বা শব্দ শুদ্ধির দিক লক্ষ্য রাখিতে পারি নাই শুধু ভাবের দিক লক্ষ্য রাখা হইল সুতরাং সহৃদয় পাঠক পাঠিকাগণের নিকট বিনীত অনুরোধ তাঁহারা নিজে নিজে সংশোধন করিয়া পাঠ করেন এবং অনুবাদকের ভুল ও ভ্রান্তির দিক লক্ষ্য না করিয়া ভাবের দিক লক্ষ্য করেন। বান্দাকে নিজ নিজ দোয়ায় স্মরণ করিয়া চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিবেন। যেখানে যেখানে অনেক স্থানে শব্দ ও বর্ণ ভুল রহিয়াছে দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা সংশোধন হইবে।

আর প্রকাশ থাকে যে, অনুবাদক সাহেবের বিনানুমতিতে অন্য কোন ব্যক্তি ছাপিতে পারিবেন না ইতি

বিনীত খাদেম—

আহম্মদ জান মোজাদ্দেদী।

সূচিপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
উৎসর্গ পত্র	১
[illegible]	৫
উপদেশাবলী	১৭
ছলুক ও মোকামাদি ;—	৮
ছলুক শুক প্রতিকার বিবরণাবলী	৬৬
নসিয়েতনামা [illegible]	৭০
সর্নি [illegible] বীর	৭৩
জোলজালাল [illegible]	৭৫
[illegible]	৭৭
দায়েরা এসকাং	
আলমে খালক	৭২
আলমে আমর	৮৪
দায়েরা জেলাল	৮৭
দায়েরা বেলায়েতে সোগরা—	৯১
দায়েরা বেলায়েতে উলিয়া	৯৫
দায়েরা কামালাতে নবুয়তে	১০০
দায়েরা কামালাতে রেছালাত—	১০১
দায়েরা কামালাতে উলুল আজম—	
আজম মেনার [illegible]	১০২
দায়েরা হাকিকতে মিয়াত	১০৩
দায়েরা খোল্লত—	১০৭
দায়েরা [illegible] ফেলা	১৪৫

দায়েরা মাহবুবিয়াতে মখতাজেম্মা	১০৬
দায়েরা মাহবুবিয়াতে খালেছ	১০৯
দায়েরা লা তাইয়েন—	১১০
দায়েরা হকিকতে কাবা	১১০
দায়েরা হকিকতে কোরান—	১১১
দায়েরা হকিকতে ছালাত—	১১২
দায়েরা মাবুদিয়াতে ছরফ —	১১৩
দায়েরা হকিকতে ছওম —	১১৬
দায়েরা হকিকতে ইছবী	১১৭
সতর্কত	১২১
সেজরা	১২২
মোনাজাত	১২৪

এই কেতাব পাইবার ঠিকানা।

বিনীত খাদেম -

আহাম্মদজান মোজাদ্দাদী।

সাকিন নাগডেমড়া।

পোষ্ট ডেমড়া।

জেলা পাবনা।

[illegible]

[illegible]

পীরেক [illegible] [illegible]

[illegible]

"[illegible]

[illegible]

[illegible] হয়।

[illegible]

"[illegible]"

[illegible]

[illegible]

উৎসর্গ করা হইল।

ইহাদের যে কোন মুসলমান [illegible] উপকার হইলেও নিজকে কৃতার্থ মনে করিব। আমিন।

"ইয়া রব্বেল আলামিন"।

সন ১৩২৮
নাগডেমরা—পাবনা

খাদেম
মোঃ মোহাম্মদজান।

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم

بسم الله الرحمن الرحیم

পীরে-কামেলে মোরসেদে মোকাম্মেল, খাজায়েনে রহমত খোদাওন্দ এলাহী(?)

কাশিফে আসরার, জেনাব হজরত শাহ সুফী সৈয়দ ওয়াজেদ আলী পীর

দস্তগীর কেবলা সাহেব রহমতুল্লাহ আলায়হের

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী পবিত্র গোদা নামক স্থানে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি শাহ সৈয়দ এছহাক বোগদাদী সাহেবের … হজরত সাহেবের বংশধর। শাহ সৈয়দ এছহাক, শাহ সৈয়দ … ও শাহ সৈয়দ হোসেন তেগবোরহান রাঃ … প্রভৃতি একশত … লোক … এক সময় বোগদাদ শরিফ হইতে শত্রুদিগের … অত্যাচার … হইয়া হেজরত করতঃ ভারতবর্ষে শুভাগমন করিয়া ফরিদপুর ও মুর্শিদাবাদ এই দুই জেলায় বসতি নির্দেশ করিয়াছিলেন। ফরিদপুরের যে অঞ্চলে তাঁহারা বাস করিতেন তাহার নাম "ফতেহাবাদ", এবং মুর্শিদাবাদের যে অঞ্চলে তাঁহারা বাস করিতেন তাহার নাম "ফতেহদিন"। উপরোক্ত পীর … গোদায় বাস করিতেন। তাঁহাদের পবিত্র মাজার শরীফ তথায় আছে। তাঁহাদের গায়ের পবিত্র জামা ও হজরত রছুলের (দঃ) পবিত্র মুয় (চুল) উক্ত মাজার শরিফ এবং মসজেদের হেফাজতে আছে। প্রত্যেক বৎসর দুই ঈদোৎসবে মহা সমারোহের সহিত সসম্মানে সর্ব্ব সাধারণের সম্মুখে উহা বাহির করা হয়। লোকে ভক্তি

সংস্কারে ঐ পবিত্র [illegible] যায়, তাহাতে খোদার [illegible] হইতে অব্যাহত [illegible] [illegible] আর্থিবো [illegible] [illegible]

[illegible] বঙ্গদেশ [illegible] বাদশাগণের শাসনাধীনে ছিল। তাঁহার উপরোক্ত [illegible] [illegible] ছিলেন [illegible] বাড়ীতে জেনাব পীর [illegible] কনিষ্ঠ [illegible] তাঁর বংশধরগণ বাস করিতেছেন। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তাঁহাদের [illegible]।

[illegible] বিপিনের [illegible] তিনি [illegible] কলিকাতাতে [illegible] [illegible] সি, আই, ই, [illegible] ছিলেন।

[illegible] ছিল [illegible] কলিকাতাস্থ ৫১ নং [illegible] বাড়ী [illegible] তিনি [illegible] করিয়াছিলেন [illegible] অসংখ্য [illegible] তিনি [illegible] নিকট

ছৈয়দ সাহেব বলিয়া সুপরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন। [illegible] সময়ের বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত [illegible] দরবেশ [illegible] কে তবে [illegible] এবং [illegible], খোবসিদে [illegible] বারিকাদ [illegible] হাজারেতে [illegible] ছৈয়দ [illegible] সাহেব [illegible] তাঁহার বাসায় [illegible] কারোপিতে [illegible] করিতেন [illegible] দাদাস্য [illegible] গোলাপো [illegible] ও আবেগের আরো আলোম, [illegible] এবং [illegible] সাহেব অনেক ছিলেন যে, কলিকাতার [illegible] ভূমিতেও তিনি সকল সাধারণের নিকট 'ছুফী সাহেব" আখ্যায় সুপরিচিত ছিলেন ছুফী সাহেব [illegible] সাহেবকে [illegible] করিতেন [illegible] [illegible] জীবন

[illegible] জোনাব [illegible] সাহেব [illegible] কোনও [illegible] "ছৈয়দ" সাহেব [illegible] বাসায় [illegible] [illegible] দস্তগীর সাহেব [illegible] তিনি [illegible] সাহেব [illegible] "[illegible]" [illegible] ছৈয়দ সাহেবকে [illegible] বলিলেন, "তবে! আপনার [illegible] [illegible]" [illegible] বাহাদুরছিলেন [illegible] আপনারই [illegible] আমার [illegible]" সেই [illegible] ছুফী সাহেব [illegible] থাকতেন [illegible] সাহেব [illegible] [illegible] দস্তগীর [illegible] গবর্ণমেণ্টের পেন্সন আফিসের [illegible] ছিলেন [illegible] মাসিক [illegible] টাকা করিয়া [illegible] [illegible] মসজিদ [illegible] [illegible] বঙ্গের বর্দ্ধমান [illegible] [illegible] পীর ও গোলাপ [illegible]

সংক্ষিপ্ত জীবনী।

খেলাফতেন ও খিলাফতেন জোনাব হজরত মৌলানা শাহ ছুফী আবুবকর ছিদ্দিকী চাচা পীর সাহেব কেবলা এবং ঐ পবিত্র খান্দানের নিবাসী জোনাব হজরত শাহ ছুফী গোলাম, শাহ ছুফী মৌলানা গোলাম ছোলেমানি চাচা পীর সাহেব কেবলা বড় আশা সাহেব কেবলা প্রমুখ অসংখ্য আলেমু ও ফাজেল তাঁহার মুরিদ ছিলেন। দিবসে তিনি আফিসে কাজ করিতেন এবং রাত্রিতে মুরিদানকে লইয়া বিবি ছালেটের মসজিদের মধ্যে নামাজ পড়িতেন ও তরিকার কাজ শিক্ষা প্রদান করিতেন। তিনি পূর্ব পুরী জোরত ও রিয়াজতে লোকদিগকে তরিকার কাজ শিক্ষা দিয়া, বহু সংখ্যক লোককে তরিকার কাজে কামেলে মোকাম্মেল করতঃ নিজে সর্ব্বদা আল্লা ও রসুল পাকের এশক ও মহব্বতে মশগুল থাকিয়া হিজরি সন ১৩০৪ সালের রবিয়ল আউয়ল চাঁদের ৮ই তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা সন ১২৯৩ সন ৩রা অগ্রহায়ণ রবিবারে খাতেমা বেলখায়েরের সহিত বেছাল প্রাপ্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ আল্লা পাকের আসেক আল্লা পাকের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলায়হে রাজেউন। তিনি যে কেমন উচ্চদরের একজন আশেক ছিলেন তাহা তাঁহার নিজ রচিত "দিওয়ানে ওয়াজি" নামক কেতাবই জ্বলন্ত প্রমান। অন্য প্রমানের কোন প্রয়োজন নাই। ঐ কেতাব তিনি এতই এশক ও মহব্বতের সহিত রচনা করিয়া, উহাতে এশ্কের ঢেউ লাগাইয়া দিয়াগিয়াছেন যে, এখনও ঐ কেতাবের যে কোন স্থানে পাঠ করা হউক না কেন, সেই এশকের ঢেউ আসিয়া পাঠকগণের হৃদয় আলোড়িত করিয়া মাতোয়ারা করিয়া তোলে। ইনি এই জামানার বেহতরীন এরশাদ ছিলেন। দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত ইঁহার জামান। এই পদ ইহাদের দ্বারা শেষ হইল। হজরত এমাম মেহেদি আঃ ছাঃ এর জহুর পর্য্যন্ত ইঁহার ফয়েজের জের থাকিবে। কলিকাতাস্থ মাণিকতলায় দিল্লিওয়ালাদের গোরস্থানে তাঁহার পবিত্র দেহ সমাহিত করা হইয়াছে। ঐ পবিত্র মাজার শরিফ জেয়ারত

করিবে, [illegible] করিবার জন্য [illegible] [illegible]
যাতায়াত করিবা থাকেন। [illegible] তাহাদের [illegible] [illegible]
মজার [illegible] বসিয়া [illegible] [illegible] [illegible] করিতে [illegible]
[illegible] [illegible] পাইয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইতে
[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] — [illegible] সাহেব [illegible] [illegible] [illegible] হইত।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
হইবে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উপরোক্ত
দুই [illegible] [illegible] এই দুই [illegible] [illegible] হজরত [illegible]
অংশ [illegible] জন্য পর্যন্ত এই দুই নেছবতের [illegible] থাকিবে
সমুদয় জগতে ফয়েজ যাহের বাতেন পৌঁছিতে থাকিবে [illegible] [illegible]
ওয়াছিয়ত করেন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হজরত দাদা
পীর দস্তগীর রঃ আঃ [illegible] [illegible], [illegible] সাহেবজাদার [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] কেহই ছিলেন না। তিনি [illegible]
জেলার অন্তর্গত [illegible] গ্রামে বাস করেন। তিনির একমাত্র
পুত্রের সহিত আমাদের হজরত [illegible] [illegible] [illegible] আছে
আছেন [illegible] [illegible] [illegible] সম্পর্ক হইয়াছে
হজরত দাদা পীর দস্তগীর রঃ আঃ সাহেব যখন নেছবতে জামেয়ার
ফয়েজে বসিতেন তখন আপন সাহেবজাদা এবং আমাদের [illegible]
হজরত [illegible] আত্মা [illegible] হাজির করিয়া বসিতেন। সুতরাং
ইহা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে কেমন
[illegible] মরতবা ও রোতবা দান করিয়াছেন। আমার হজরত [illegible] সাহেব

কেবলা’র মুখে শুনিয়াছি “যখন ওভার ভণ্ডেদ সাহেব এজেন্টগণ ফরমুলা তখন নগদ ... টাকা ও ওয়ান, ইলিয়ট রোডের বাড়ী, আরও একখানা বড়া ও বহু টাকার অলঙ্কারাদি ওজকে দেন। গোরদ বাবু বাড়ী ও সম্পত্তি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দিয়া ... হইতে ছত্রপুর সাহেব কেবল ... এবং তাহার ... ভ্রাতা গোবদর বাস করিতে থাকেন। তিনি পিতৃদত্ত বাটী সম্পত্তি এবং ... টাকার নবাব সাহেবাদিগের এজেন্টগিরি ... কলিকাতা সহরে মহাধুমধামের সহিত, আয়াপেক্ষা ব্যয় অধিক ... বাড়াইয়া দিয়া কালাতিপাত করিতে পারেন। যদিও ঐ নগদ টাকা দ্বারা ... দোকান, কাপড়ের দোকান ... দিলেও কি হয় কর্তা ... খুলিয়াছিলেন কিন্তু ... অল্প সময়ের সমস্ত ব্যবসাতেই লোকসান হওয়ায় নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। সেই সময় সাংসারিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হওয়ায় ... কষ্ট হইত ... আমাকে চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। সময়ে সময়ে নির্জনে বসিয়া ও গোপনে ... কাঁদিতাম হায়! আমি কি করিলাম, কেমন করিয়া ভদ্রতা রক্ষা করিয়া মান সম্ভ্রম বজায় রাখিয়া, আমার সংসার চালাইবে? কেমন করিয়া আমার পুত্র কন্যাগণকে ভরণ ও পোষণ করিব? ... কেমন করিয়াই বা তাহাদিগকে সুশিক্ষা প্রদান করিব? সময়ে সময়ে নির্জনে গালে হাত দিয়া বসিয়া এইরূপ কতই চিন্তা করিতাম। সে চিন্তার ... ছিল না ... ছিল না’ “ধন্য হে দেব”. বাস্তবিক তুমি মঙ্গলময় যাহা তুমি করিয়া থাক তাহা জীবের মঙ্গলের জন্যই করিয়া থাক। এক্ষণে আমি বেশ বুঝিতেছি তুমি আমার ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্যই আমাকে এত অভাবগ্রস্ত করিয়াছিলে। যদি আমি সেই সময় অভাবগ্রস্থ না হইতাম তবে কখনই তোমার পথে শীঘ্র উন্নত হইতে পারিতাম না। নিশ্চয়ই অভাবই ইহলৌকিক ও পার

লৌকিক উন্নতির মূল এতদিন পর্যন্ত কষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিত, এক্ষণে সুনিশ্চিত বুঝিলাম, তুমি যাহাকে উন্নত করিতে ইচ্ছা কর, তাহাকেই নানা প্রকার বিপদ, আপদ ও মছিবতে ফেলিয়া দুনিয়ার মহব্বতেরদিগ হইতে ফিরাইয়া তোমার মহব্বতের দিকে টানিয়া লও' তিনি আরও বলিয়াছেন "সেই সময় আমার পীর ভাই ও মছলা ও[illegible] মৌলানা গোলাম জোবেদানি সাহেব আমার বাটীতে থাকিয়া কলিকাতা মাদ্রাসায় কাজ করিতেন। তিনি একদিন আমাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া, বলিলেন, "ভাই আমার একটা কথা শুনেন। এখনো যদিও হজরত পীর দস্তগীর রঃ আঃ কেবলা সাহেব হায়াতে নাই কিন্তু তাঁহার মাজার শরিফ বর্তমান আছে। আল্লার আওলিয়াগণ মরণও করেন না বরং জীবিত। অতএব আপনি মাজার শরিফের নিকট গমন করিয়া আদব ও মহব্বতের সহিত তাঁহাকে ওছিলা করিয়া আল্লা তায়ালার নিকট বিনয় ও নম্রতার সহিত প্রার্থনা করিতে থাকুন নিশ্চয় খোদাতায়ালা হজরত পীর সাহেব কেবলার ওছিলায় আপনার দিন ও দুনিয়ার সমুদয় বাসনা পূর্ণ করিবেন। মাজার শরিফে বসিয়া আপনার যখন যে অবস্থা হয় তাহা ছাজ্জাদানাশিন হজরত পীর বদিল সাহেবকে জানাইবেন। ইনশাআল্লা তিনি আপনাকে যতদূর সম্ভব উপদেশ ও শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, উপদেশ ও শিক্ষা প্রদান করিবেন।"

[illegible] হজরত পীর সাহেব কেবলা রঃ আঃ, বলিয়াছেন, ছুফী সাহেবের উপরোক্ত উপদেশাবলী আমার বড়ই মনঃপুত ও পছন্দ হইল, সেই অনুযায়ী কাজ করিতে লাগিলাম। খোদাওন্দ তায়ালার ফজল ও করমে, অল্প সময়ের মধ্যেই, হজরত জোনাব পীর সাহেব কেবলা রঃ আঃ হের ওছিলায় বাতেনিতে রুহানী ফয়েজ প্রাপ্ত হইয়া বাসনা অনুযায়ী ফল লাভ করিতে লাগিলাম অর্থাৎ আল্লা পাক ও হজরত রছুল

সংখ্যা মের মহাব্বতের লজ্জত পাইতে লাগিলাম। মাজার শরিফে বসিয়া যে সমস্ত বুঝা শুনা পাইতাম তাহা আমার হজরত পীর বক্তিন সাহেবের হুজুরে পৌঁছিয়া সমস্ত্যানে জানাইতাম, তিনিও সদয় হইয়া ঠিক হইয়াছে বলিয়া উৎসাহ দিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এমনই জোশের সহিত জিকিরের কাজে খাটিতে লাগিলাম যে অতি সত্বরই খোদাতায়ালার ফজলে তাঁহার নিকট হইতে ছবক আরম্ভ করিয়া তাঁহার শিক্ষার ফলে ও হজরত পীর দস্তগীর সাঃ ভাঃ ছের, আছির নেছবতে মজাদ্দেদীয়াতে চাবিবশ দরবার, হজরতের (সাঃ) আঃ হক মোকামে উকুফ ও জাবের করিয়া নেছবতে নকশবন্দিয়া, চিশ্তিয়া কাদেরিয়া নেছবতে জাত রবরবিয়া কাবকওয়া মাঅবাদ, নক্সবন্দিয়া, নেছবতে মোজাদ্দেদিয়াও নেছবতে হজরত (সাঃ) আঃ মোবতালে ও বাতেন কাজা ওয়াজ মতাহাবাতের নেছবত সংক্রান্ত সবক, কোতবদা তথা সাহেবের খছনেছবতে আসেয়তে বসিব ভরবিত হইয়, আর আর নেছবত এপর্য্যন্ত শিক্ষার জন্য ওস্তাদের খতম এবং আমার পীর জাহ সমচল ওলামা সাহেব আমাকে নিজ্জনে পাইয়া বলিলেন, "উত্তম, যদিও আল্লাতায়ালাই সকল কাজ করাইয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগকে আকেল দিয়াছেন ভাল ও মন্দ বিচার করিবার শক্তি দিয়াছেন সুতরাং আমাদিগকে ঐ আকেল খাটাইয়া প্রত্যেক কাজ করিতে হইবে। ইহাই খোদাতাআলার আদেশ ও অভিপ্রেত। কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছি কাজ করিতে হইবে। ফলাফল খোদাতাআলার ইচ্ছাধীন। অতএব আপনি বর্ত্তমানে যেরূপ অভাব গ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছেন তাহাতে আর বসিয়া থাকিলে চলিবে না। হজরত পীর বক্তিন সাহেবের নিকট হইতে আদেশ লইয়া সহর ত্যাগ করতঃ মফস্বলে যাইয়া মুরিদ করিতে থাকুন। আপনি যেমন আল্লা ও রছুল পাকের এশকে মহাব্বত পাইয়াছেন সুদূরস্থ পল্লীবাসী নিরীহ লোকদিগকে ঐ প্রকার আল্লা ও রছুল পাকের এশক ও মহাব্বত প্রদান করিতে থাকুন।

কাজ আপনার উপর এখন ফরজ হইয়া পড়িয়াছে। যেহেতু দাদাপীর এখন বেহেশতের মকামে উপস্থিত আছেন। যে সময় ক্ষেপ করিয়া বসিয়া থাকিলে খোদাতাআলার নিকট দায়ী হইতে হইবে। বিশেষতঃ আপনি ছৈয়দ বংশজ সুতরাং এ কাজের নিমিত্ত আপনি যথেষ্ট এবং সর্ব্বতঃ একান্ত বাধ্য। নতুবা হজরত রসুলের (দঃ) নিকট পরকালে কি জওয়াব দিবেন? তাঁহার এই সুন্দর উপদেশ শুনিয়া তাঁহার মর্ম্মানুযায়ী চলিতেই স্থির সংকল্প করিয়া আমার হজরত পীর বদন সাহেবের হুজুরে পৌঁছিলাম এবং তিনিও সদয় হইয়া মুরিদ করিবার জন্য আমাকে আদেশ প্রদান করিলেন। তাহার কিছুদিন পর আমি শিয়ালদহ ষ্টেশনে আসিয়া রেলে বগুড়া জেলাস্থ হিলি ষ্টেশনের একখানা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইলাম। সঙ্গে পরিধানের কাপড় অতিরিক্ত একখানা কম্বল ও একটী তাম বদনা ব্যতীত অন্য কোন আসবাবাদী ছিল না। খোদাতাআলার নাম স্মরণ করিতে করিতে গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী ধবধব করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল।

... জেলার গাইবান্ধা মহকুমা আদালতের জনৈক উকীল মীর দস্তগীর রঃ সাহেবের খলিফা শাহ জহর আলী সাহেবের নিকট শুনিয়াছি, "ঠিক ঐ রাত্রিতে যে রাত্রিতে হজরত পীর সাহেব কেবলা হিলি অভিমুখে আসিতেছিলেন, সেই রাত্রিতে আমি আমার হিলি বাজারস্থ আমাদের দোকানে এশার নামাজ পড়িয়া কেবল বসিয়া শয়ন করিয়াছিলাম। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখিতেছি যেন এক প্রশান্ত ও সৌম্যমূর্ত্তি সাধু মহাপুরুষ আমার শিয়রে দণ্ডায়মান আছেন। আমি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহার কদম বোছা করিলাম এবং তিনিও আমাকে স্নেহে আশীর্ব্বাদ করিয়া নিকটে উপবেশন করতঃ আমাকে তরিকার কাজ অর্থাৎ তওয়াজ্জো দিয়া মুরীদ বানাইলেন। আমিও তাহার নিকট ভক্তিসহকারে মুরীদ হইলাম। যখন নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন অনুভব করিতে পারিলাম যে আমার দেলে টক্টক

করিয় [illegible] উকেক হইয়াছে। তখন অপের বং সমস্তই এক একে মনে পড়িতে লাগিল [illegible] হইল না। গত করিয়া তাহা [illegible] নাম ও পড়িলাম। ঐ অদ্ভুত [illegible] প্রত্যাহে সজনের নাম ও পড়িয়া তৎপর [illegible] করিয়া আমার দোকান সংলগ্ন [illegible] নিকট পায়চারি করিতে লাগিলাম। [illegible] যে সেকেল এ জুর ও দেখিয়াছিলাম [illegible] শুনিয়াছিলাম তখনও সেই সব [illegible] দেখি [illegible] আমার কাছে [illegible] ছিলাম।

[illegible] হজরত পীর সাহেব কেবল [illegible] তিনি স্টেশনে [illegible] কম্বলটা বগলে দাবিয়া এবং [illegible] বদনাটা হাতে করিয়া উপরোক্ত ঐ দোকানের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। [illegible] পীর ভাই সাহেব [illegible] হজরত পীর সাহেব কেবল কে দেখিয়া [illegible] পীর সাহেব [illegible] চিনিয়া লইলেন। তাঁহার নিকট আসিয়া অভিবাদন পূর্বক [illegible] বলিলেন, "হুজুর আমার নিকট বদনা দিউন আমি পানি উঠাইয়া দিতেছি।" তিনিও সাহেবকে বদনা হাতে দিলে পর [illegible] সাহেব পানি উঠাইয়া দিলেন। হজরত পীর সাহেব [illegible] হুজুর [illegible] সমাধা করিলেন। তখন [illegible] সাহেব তাঁহার সবিনয়ে বলিলেন "হুজুর আমার ঘরে আসিয়া নামাজ পড়ুন।" তিনিও দিরুক্তি না করিয়া তাঁহার ঘরে [illegible] নামাজ পড়িলেন। নামাজ সমাপন হইলে [illegible] সাহেব বলিলেন "হুজুর দয়া করিয়া আমাকে মুরীদ করুন।" [illegible] তাঁহাকে [illegible] ভাবে তওয়াজ্জহ দিয়া মুরীদ করিলেন। পূর্বোক্ত [illegible] মুরীদ হইয়াছিলেন এক্ষণে [illegible] মুরীদ হইয়া, দোকান পসার পরিত্যাগ পূর্বক জেনাব হজরত পীর সাহেব কেবলার খেদমতে থাকিয়া তরিকার কাজ শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এন্দাজ তিন বৎসর কাল খেদমতে হাজির থাকিয়া হজরত

পীর সাহেব কেবলার অভিপ্রায় খোদাতালার দরগায় পর বান্ধা হইয়া কালে করিয়াছেন। একণে উক্ত সাহ সাহেব নিজের অভিজ্ঞ লোকদিগকে শিক্ষা দিতেছেন এবং লোকেরাও বেশ ফল পাইতেছে।

উক্ত সাহ সাহেব কেবল নিরক্ষর লোক ছিলেন কিন্তু খোদা তাআলার মর্জিতে উপযুক্ত কামেল মোকাম্মেল পীরের অছিলায় ও দোয়ায় এক্ষণে কত বিজ্ঞ লোক তাঁহার শিষ্য, আলেম ও ফাজেল মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মুরীদ শ্রেণীতে ভুক্ত হইয়াছেন। [illegible] কেতাবে লিখিত আছে

ছহবতে ছালে তোরা ছালে কুনাদ
ছহবতে তালে তোরা তালে কুনাদ

অর্থাৎ— লোকে সৎ সংসর্গে সাধু হয় এবং অসৎ সংসর্গে অসৎ হয়।

জেয়ারত— হজরত পীর কেবলা [illegible] সনের চৈত্র মাসে আমাদের পাবনা জেলার অন্তর্গত সাহাজাদপুর থানার অধীন চিনাখকরিয়া গ্রাম নিবাসী পীর দস্তগীর কেবলা হজরত [illegible] ছুফী সৈয়দ আবু মহম্মদ [illegible] সাহেবের বাড়ীতে প্রথম শুভাগমন করিয়াছিলেন। উক্ত সময়েই উক্ত জেলার ঐ থানার অন্তর্গত চিথুলিয়া গ্রাম নিবাসী জনাব পীর সাহ এনায়েত উল্লা মরহুম সাহেবের বাড়ীতে তিনি পদার্পণ করিয়াছিলেন। এই দেশের সৌভাগ্য বশতঃ সেই স্থানে রহিয়া, হুজুরের মোবারক জেয়ারত দর্শনকরতঃ চির অভিলাষিত বাসনানুযায়ী তাঁহার নিকট তরিকা লাভ করিয়া বয়াত হইয়া চির কৃতার্থ লাভ করিয়াছিলাম। সেই হইতে এ অধম আজ পর্য্যন্ত হুজুরের কদম মোবারক ধরিয়া আছে। খোদা তাআলার নিকট প্রার্থনা করি যেন শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ মোবারক কদমের নীচে থাকিতে পারি।

[illegible] সনের ২১শে বৈশাখ বেলা আন্দাজ [illegible] ঘটিকার সময় জনাব হজরত পীর দস্তগীর কেবলা সাহেব বহু [illegible]

তাঁহার সুযোগ্য জ্যেষ্ঠ সাহেবজাদা জনাব হজরত মৌলবী ছৈয়দ আহাম্মদ উল্লা সাহেবকে তাঁহার প্রতিনিধি করিবার মানসে পবিত্র গদিতে বসান এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য বহু জেলার উপযুক্ত অনেক পীরভাই সাহেবানদিগকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক আল্লা ও রছুল পাকের মর্জ্জি মোতাবেক খেলাফত দিয়া, খেলাফতি পবিত্র দেস্তার এনায়েত করেন তৎসঙ্গে এ আজেজ খাদেমকেও খেলাফতের দেস্তার এনায়েত করেন। ইহার পূর্ব্বে ১৩২০ সনের মাঘ মাসের শেষভাগে জোনাব হজরত পীর সাহেব কেবলা রঃ আঃ এখাদেমের গরিব খানায় তশরিফ আনিয়া, দয়া করিয়া এ খাদেমকে তাঁহার মোবারক গায়ের যে তাবারোক জামা বখ্সেস করিয়াছিলেন উক্ত খেলাফতী দেস্তার ও মোতাবারাক জামা এ খাদেমের হেফাজতে আছে।

আমাদের হজরত পীর দস্তগীর কেবলা সাহেব রঃআঃ এর তিন সাহেব জাদা। জৈষ্ঠ জোনাব হজরত মৌঃ ছৈয়দ আহাম্মদ উল্লা সাহেব মধ্যম, ডাক্তার হাজী ও গাজী জোনাব হজরত মৌলবী ছৈয়দ মাহমুদ উল্লা সাহেব এবং কনিষ্ঠ জোনাব হজরত মৌলানা ছৈয়দ হামিদ উল্লা সাহেব। ইঁহারা সকলেই বোজর্গ ইঁহারা ব্যক্তিত হুজুরের চারি সাহেবজাদী বর্ত্তমান আছেন ইঁহারা সকলেই আমাদের মাননীয় ও ছেবেত্তাজ

জোনাব হজরত পীর দস্তগীর কেবলা রঃ আঃ সাহেব সুদীর্ঘ কাল কঠোর পরিশ্রম পূর্ব্বক পাবনা, বগুরা, রাজসাহী, দিনাজপুর, রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ, নদীয়া, ফরিদপুর ও যশোহর প্রভৃতি জেলায় ভ্রমন করিয়া অসংখ্য লোককে আল্লা ও রছুল পাকের এশক ও মহাব্বত প্রদান করিয়া ১৩২৬ সালের ১৭ই ছফর মোতাবেক বাঙ্গলা ২৫শে কার্ত্তিক মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রি ৭ সারে সাতটার সময় উপরোক্ত মাননীয় তিন সাহেবজাদা ও মাননীয়া চারি সাহেবজাদী ও অসংখ্য মুরীদানকে অকুল শোক সাগরে ভাসাইয়া, খোদা তায়ালার শক্তির

হস্তে সকলকে সমর্পন করতঃ আল্লা ও রছুল পাকের এশ্‌ক্‌ ও মহব্বতের সঙ্গে খাতেমা বেলখায়েরের সহিত চিরবাঞ্ছিত বেছাল প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ আল্লা পাকের আসেক আল্লা পাকের সহিত মিলিত হইয়াছেন ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলায়হেরাজেউন তিনি হায়াতে থাকিতেই কলিকাতার গোবরাস্থ নূতন গোরস্থানের উত্তর ধারে পোষ্টাফিস ইটালীর অন্তর্গত ৯নং রামমোহন বেড়ালে লেন বাগানবাড়ী পনর হাজার টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছিলেন তিনি জীবিত থাকিতেই ঐ বাগানবাড়ীতে বাস করিতেন এবং ঐ বাগানবাড়ীতেই তিনি এন্তেকাল ফরমাইয়াছেন ঐ বাগানবাড়ীর নাম "খানকায়ে মোজাদ্দেদীয়"—রাখিয়া খানকা শরিফের সদর গেটের উপর প্রস্তর খোদিত করিয়া "খানকায়ে মজদ্দা দীয়া" বলিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন।

বিগত ১৩৪৬ সনের ১৯শে আষাঢ় ৪ঠা শাওয়াল বাৎসরিক ওরছশরিফ ঐ বাগান বাড়ীতে হুজুর স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া মহাধুমধামের সহিত সমাধা করিয়াছিলেন ঐখানকা শরিফেই তাঁহার মাজার শরিফ সুন্দররূপে বাঁধিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। এন্‌শা আল্লা প্রত্যেক বৎসর ঐ মাজার সংলগ্ন উপরোক্ত খানকা শরিফেই বাৎসরিক ওরছ শরিফ ধুমধামের সহিত সুসম্পন্ন হইবে এইরূপ স্থিরিকৃত হইয়াছে

হুজুর হায়াতে থাকিতেই পবিত্র ফুরফুরা নিবাসী জোনাব হজরত মৌলানা সাহ ছুফী আবুবকর ছিদ্দিকি চাচা পীর সাহেব কেবলার নিকট একবার বলিয়াছিলেন যে, 'ভাই! আমি যদি আপনার পূর্বে এন্তেকাল করি তবে আপনি আমার জানাজা স্বয়ং পড়িবেন" তিনিও তাহাতেই স্বীকৃত হইয়াছিলেন এন্‌শাআল্লা সেই অনুযায়ী হুজুরের এন্তেকালের পর জোনাব হজরত চাচা পীর সাহেব কেবলা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, জানাজা নামাজ পড়িয়া একবার পূর্ণ করিয়াছেন ইহা দ্বারাই জানা যাইতেছে, তাঁহাদের মধ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে পরস্পরে

কেমন স্বাভাবিক মিল ও মহব্বত ছিল। আশা করি আমাদের মধ্যে ও হজরত ৮ ৮ পীর সাহেবদিগের মুরিদানদিগের মধ্যেও এরূপ মিল ও মহাব্বত খোদাতাআলা এনায়েত করুন আমিন। আমিন আমিন

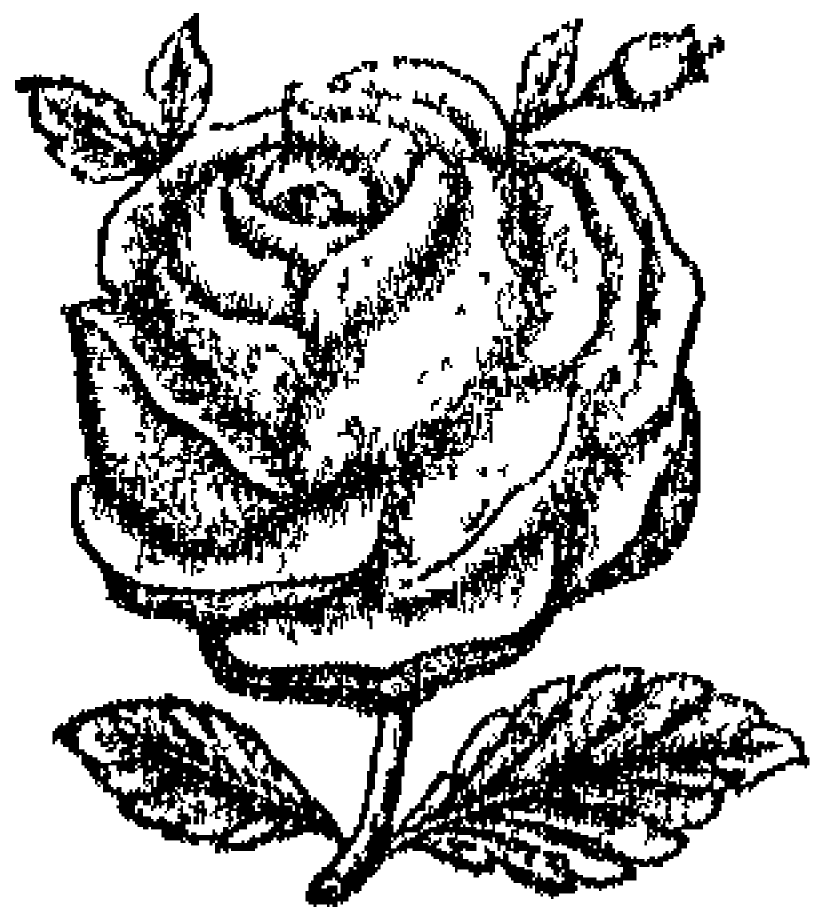

এরশাদে মাবুদিয়া।

উপদেশ বলা

بسم الله الرحمن الرحيم

কোরান শরিফে ছুরা জারিয়াতে খোদা পাক ফরমাইয়াছেন :

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ۝

অর্থাৎ ; মনুষ্যকে ও জেনকে এবাদতের জন্য পয়দা করিয়াছি। জেন ও এনছের মধ্যে দুই জিনিষ, কালেব ও কলেব। এই দুই যতদিন একত্র আছে, এই দুইয়ের উপর একত্র এবাদত ফরজ। মরিলে অলগ অলগ হইয়া যাইবে শরীর আলাহিদ ও রুহ আলাহিদ, এক হইতে এক ভিন্ন হইবে একের উপর এবাদত নাই এবাদত ঐ দুই একত্র জাবত করে যতদিন এক জীবনের মধ্যেই এবাদত এই এবাদতের ফল, কালেবও কলেব দুই জনেই পাইবে। রুহ আজাব থেকে বাঁচিবে শরীরও আজাব থেকে বাঁচিবে। তবে এমন এবাদতে দোনজনকে দুই জনার হক খাটুনী খাটিতে হইবে এখন কাহার কি খাটুনী তাহা সকলকে জানা ফরজ। শরীরকে শরিয়তের খাটুনী অর্থাৎ শরিয়ত জানা কালবকে কলবের হুজুরী অর্থাৎ দেলকে আল্লার ভয়ে আল্লার হুজুরে হাজির রাখা শিখা এই দুই এলেম সমস্ত

আওরত ও মরদকে শিখা আল্লা ফরজ করিয়াছেন যাহার বিষয় হজরত রছুল মকবুল (সঃ) হাদিছ শরিফে ফরমাইয়াছেন,

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة ۞

তাহার্থে— প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষের পক্ষে এলেম শিক্ষা করা ফরজ। সকলেই সহজে শিখিতে পারে এই দুই এলেম সকলকে সমস্ত শেষ অবধি শিখিতে হইবে না যে যে অবস্থার লোক তাহার অবস্থা মত এই দুই এলেম শিখিতে হইবেক

এলেম শিখিবার ফিকির ও আল্লা কোরাণ শরিফে বলিয়াছেন ছুরা আল এমরানের ১১ রুকুতে

تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر ۞

তাহার মানে এই, আমরে মারুফ ও নাহি মোনকের অর্থাৎ উচিত যে তোমরা এক জামাতকে দ্বীন এলেম শিক্ষা দাও যে তাহারা শিখিয়া সকলকে বেহেস্তে হইবার কাজে হাউস দেওয়াই ও জাহান্নামের কাজের ভয় দেখাই তোমাদেরকে ফিরাবে একে জন্য দিনি এলেম সকলকে শিখিবার ও শিখাইবার জন্য ভাল আলেম ও মাদ্রাসা কায়েম করিতে হয় যে লোক গোণা থেকে বাঁচে আলেম ও এলেম না থাকিলে গোণা চিনিতে পারিবেক না ও গোণা থেকে বাঁচিতে পারিবেক না হজরত আবুবকর ছিদ্দিক রাজি আল্লাহু আনহু হজরত রছুলে মকবুল ছল্লুল্লা আলাহে ছাল্লামের কাছে শুনিয়া রওয়ায়েত করিয়াছেন যে কওমেতে গোণা আরম্ভ হয়, ও মানা করিবার ও গোণা হইতে বাজ রাখাইবার চেষ্টার লোক না থাকে, সেই কওমের উপর জলদি আল্লাতাআলা আজাব পাঠায়, আর সেই আজাবে সবলোক মবতেলা হয়, অর্থাৎ সকলেই আজাবে পড়িয়া যায় কালেব অর্থাৎ দেহের এবাদত, দেহের পাকি দেহের খাটুনি দেহের

সাধব এই বিদ্যার জন্য, কেহ মৌলবী হয় কেহ সবে বেকায়া পর্যন্ত পড়ে ও আম লোক ছোট একটী পেস্তান, যেমন হেদায়েতোল এছলাম মাত্র শিখিতে ও মনে করিয়া রাখিতে দেখেন এলেম আদায় হইবে বেশী শিখিতে চায় যেন তাহে না জানিতে দেখেক ও সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইতে চায় একছিরে হেদায়েত হরুবত এমন ১ ১ জর্দী রঃ আঃ এছিরা উল উলুমের তরজমা রাখিয়া পড়িলে, ও শুনিলে ও সেই রকম আমল করিলে সমস্ত বিষয়েই ফায়দা পাইবা

জোলেকল্ল পৃথিবীতে যতই হউক জাহান্নামের আজাব হ কিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিবে এত দুই এলেম শিখিবার অনেক সময় পাইবে দেখ তোমাদের বৃথা দিবা রাত কত সময় নষ্ট হয় কুস্তা, হাসি, খেল, গান, বাজনা মানুষের গিবত ও গি (এই সমস্ত পাপ কর্ম মহা পাপ) এই সমস্ত সময়ে কোন লাভ নাই বিদ্যা বুদ্ধির লোক সকলেই বলিয়াছেন, যে মনুষ্যের জীবনের এক এক নিশ্বাসের সময় সহ মূল্য ন মূল্যবান বাকে এই সময় লও না চ ই বৃথা নষ্ট করিতে নাই অ া পাক ও বলিয়াছেন, 'একদম গাফেল হইওনা" কালেব অর্থাৎ শরীরের এবাদতের এলেম শিখা বুঝিতে পারিবা।

কালেবল অর্থাৎ দেহের এবাদত যে এলেম দেল অর্থাৎ দিকে হাজির রাখিবার জন্য হজরত রছুল মকবুল (দঃ) ফরমাইয়াছেন ঐ এলেম সমস্ত আওরত ও মর্দের উপর ফরজ হালাল রুজি তলব করা এই ফরজ বয়তল মোকাদ্দছে এক ফেরেস্তা ডেকে ক বাবে খবর দেয়, যে ব্যক্তি হারাম খায় তাহার ফরজ ও ছোন্নত কোনও এবাদত কবুল হয় না যে হালাল খায় তাহার সমস্ত শরীর এবাদতে থাকে কোন শরীরেই এবাদত করিতে কষ্ট হয় না। ও হামেশা তাহার উপর খোদার ও বরকত নাজেল হইতে থাকে আর যে হারাম খায় তাহার সমস্ত শরীর গোনাতে আপনিই পড়িয়া যায় সে

গোণা করিতে ইচ্ছে করুক বা না করুক, নাচার গোণাতে পড়িয়াই যাইবেক

হালাল হারাম সকলেই বুঝিতে পারে হারাম খানেওয়ালা ও বেশী পাইবেনা ও হালাল খানেওয়ালাও কম পাইবেনা। যাঁ যাহার মকছুমে আছে তাহাই পাইবে হালাল রুজিতেও বড়লোক হয় ও হারাম রুজিতেও বড়লোক হয় আবার হালাল ও হারাম দুয়েতেই গরীব আছে এখন জ্ঞানি লোকের কর্ত্তব্য এই যে হারামকে এক কালিন ত্যাগ করিয়া, হালাল রুজির জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করে আমাদের এমাম হজরত আবু হানিফা রঃ আঃ ছাহেব ফরমাইয়াছেন মোমেনদিগের দেলে এক নূর আছে, সে নূর সূর্য্যের ন্যায় ভাল, মন্দ, হালাল ও হারাম তাহা দ্বারা বুঝিতে পারে

সে দেল, যাকে রূহ বলে, জান বলে প্রাণ বলে, মন বলে, সে আল্লাকে চিনিবার সামগ্রী জানওয়ারের মধ্যে নাই তাহার কোন শরীর ও রঙ্গ ও চেহারা নাই ফেরেস্তাদিগের গওহরের মধ্যে থেকে এক জওহর ইহার হাকিকত কাহারও বলিবার শক্তি নাই যে পর্য্যন্ত ভাল পীর ধরিয়া, তাঁহার হুকুম অনুসারে আল্লার মরজি মত পুরা মেহনত না করিবে সে পর্য্যন্ত চিনিবেনা করিলেই আপনি চিনিতে পারিবে।

ছুরা আন কবুত ৭ রকুতে আল্লা পাক ফরমাইয়াছেন,

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

অর্থাৎ যাহারা ভালরূপ খুব মেহনত করিয়াছে আমার জন্য, আমি বুঝা দিব তাহাদেরকে আমার রাস্তায় এ রাস্তায় অনেক কোখা-লেপ ও দুষমন আছে অর্থাৎ দুষমনের পলটন ও লস্কর ভরা পীরের অছিলায় সে দুষমনের লস্করের হাত হইতে বাচিয়া আল্লার পথে চলিতে পারিবা ছুরায়ে মোদাচ্ছের ১লা রুকুতে আল্লাপাক ফরমাইয়াছেন—

IMPERIAL

وما يعلم جنود ربك لا هو ۝

অর্থাৎ কেহই জানেনা তোমার পরওয়ার দেগারের লস্করের খবর কিন্তু ঐ আল্লা জানেন অতএব যাহারা পীরের আছিওয়া অথবা পাকের মরজি মত পুরা মেহনত করিতে থাকিবে তাহাদিগকে দশমনের পল্টন ও লস্কর কিছুই অনিষ্ট করিতে পারিবে না আল্লার লস্কর ও পল্টন অর্থাৎ ফেরেস্তাগণ তাহাদিগের হেফাজতের জন্য থাকিবে।

দেখান কৈফিয়ত বুঝিবা দেলের কাজ ছায়াদাৎ অর্থাৎ নেকি তালাস করা আর ছায়াদাৎ যে তাহার মায়ারেফাত অর্থাৎ আল্লাকে চেনা আবার মায়ারেফাত আল্লার আসেকদের দেলের সেকার

জানেন আফযাল ও হেদায়েতের বেশী কর জেকের ও ফেকেরের জন্য, ঐ জেকের ও ফেকেরের তারিফ হজরত রছুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলায়হে অছাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আর যার জন্য এক পলক অর্থাৎ এক ছায়ত ফেকের করা ৬০ বৎসরের এবাদত হইতে বেহতের ও জেকেরের তারিফ আয়েন্দা বয়ানে আসিবে

জানা উচিত বর্জিত করিবার ফিকিরে আল্লার জেকের কর। অর্থাৎ আল্লার নাম মনে কর মন খাতের জমা করিয়া আল্লা ছাড়া যত নফস ও যত মহব্বত মনকে চঞ্চল করে, মন ব্যারামের ন্যায় বেকারার থাকে। ছুরা নেছা ১৫ রুকুতে আল্লাপাক ফরমাইয়াছেন,

فاذا طانتم فاقيمو الصلوة ۝

অর্থাৎ যখন মনে করার পাও তখন নামাজ কায়েম কর
ছুরা রাদে ৪ রুকুতে আল্লাপাক শিক্ষা দিতেছেন ঃ

الا بذكر الله تطمئن القلوب ۝

অর্থাৎ আল্লার জেকেরে দেল কারার পায় তবে যার দেলে আল্লার নাম জেকের হইতেছেনা তাহার ঐ খাসের জম নাই। দেখাতের জন্য মনের নামাজ কিছুই না। আবার ছুরা তাহা ১ম রুকুতে আল্লা ফরমাইতেছেন

اقم الصلوة لذكري

অর্থাৎ নামাজ আল্লাকে মনে করিবার জন্য। তবে জানা গেল, যে দেল আল্লাকে ভুলিয়া অন্য কথা মনে করিয়া নামাজ পড়ে সে দুই আজাবে গেরেপ্তার হইবে সেরেকে খফি করিল ও নামাজ যে আল্লার দরবার সে দরবারকে বেয়াদবির সহিত তুচ্ছ করিল দেখ দুনিয়ার কোন হাকিমের দরবারে কোন আসামী কি কোন ব্যক্তি বেয়াদবি কি তুচ্ছ প্রকাশ করে, হাকিমের কেমন গজবে সে পড়ে এ জ্ঞান সকলেরই আছে তবে আহকামোল হাকিমের দরবারের নিয়ম বেশী আদবের সহিত করা উচিৎ ছুরা আলেএমরাণের ২০ রুকুতে আল্লা পাক ফরমাইতেছেন,

ويتفكرون في خلق السموات والارض ۚ

অর্থাৎ ফেকের হয় সমস্ত আছমান ও জমিনের পয়দায়েসে এ দায়রা ওয়ালাদের হাল। হকিকতে নামাজের মোকামে দেল উরুজ হইয়া যায় দায়রার নিচেকার মোকামের লোক বুঝিবেক না। ও কেহই বুঝাইয়া দিতে পারিবেক না। ছুরা মরিয়মের আখির রুকুর আখিরে আল্লা পাক ফরমাইতেছেন, —

ان الذين امنوا وعملوا الصلحت سيجعل لهم الرحمن ودا ۝

অর্থাৎ যাহারা আল্লার উপর একিন আনিয়াছে, আর নেক কাজ সকল করিতেছে তাহাদিগকে আল্লা মহাব্বত দিবে

এ তাহার বড়ই রহমত, অর্থাৎ ৩ ৷ তাহাকে ২হবৎ কবিবেক ও আল্লা তাহার দেলে নিজের মহাব্বত দিবে ও তাল লে কাদিরের মনেতে আপন পেয়ারার মহব্বত চাহিবে ছুরা আ ৷ আলাতে আল্লা পাক ফরমাইয়াছেন,

وذكر اسم ربه فصلى ۞

অর্থাৎ প্রথমে মনে ৩ ৷ র নাম লও ও পরে নামাজ পড় তরিকাওয়ালা সব নামাজের পূর্বে এক্রমে আল্লার নফিএছবাতের জেকের করিয়া দেলকে ময়লা হইতে ছাফ করেন ও আল্লার বরকাতে দেলকে বাঁধেন, তখন আল্লা ব্যতিত মনে কিছুই থাকে না তখন নামাজ পড়েন হজরত রছুল মকবুল ছল্লাল্লাহু আলায়হে ছাল্লাম ফরমাইয়াছেন "যে ব্যক্তি আল্লাকে মনে করে আল্লা তাহাকে মাফ দেন আর আল্লাকে ইয়াদ করনেওয়ালা ব্যক্তির সামনে আল্লা হাজের থাকেন" ছুরা মরিয়মের পাঁচ রুকুতে আল্লা পাক ফরমাইতেছেন;

ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ۞

অর্থাৎ যে আল্লাকে চিনিবার বুযরুগী করে ও চাহে আল্লা তাহার বুযরুগী বাড়াইয়া দেয়।

ছুরে বাকার ১ম রুকু

في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون ۞

অর্থাৎ মনুষ্যের দেলে ব্যারাম ভরা তাহার উপর আরও আল্লার আল্লা দিয়াছেন তাহার উপরও দুঃখের মার তাহারা তাহার উপরও মিথ্যা বলে আবার ছুরা নূরেতে ৫ ও ৬ রুকুর দরমিয়ানে ছোলছেব বাদে আল্লা পাক ফরমাইয়াছেন।

أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝

অর্থাৎ— লোকের দেলে ব্যারাম ও ধোঁকা সকল সন্দেহ ও অবিশ্বাসিতে পড়িয়া, আর তাহারা ডরায় যে আল্লা ও রছুল তাহাদের উপর বেএনছাফি করিবে। এই সন্দেহে পড়িয়াছে কেহ শুনিয়াছ যে, আল্লা ও রছুল বে এনছাফী করে? আল্লা ও রছুলের উপর তোহমোত দেওয়া ইহাকে বলে। কোরানশরিফে ইহার ফায়দা লিখিয়াছে। দেলের ভিতরের রোগ এই যে আল্লা ও রছুলকে সত্য মানে কিন্তু দুনিয়ার হেরেছ তাহাকে ছাড়ে না। সে আল্লা ও রছুলের হুকুম অনুসারে চলে কেমন, যেমন ব্যারামি লোক চলিতে চায় কিন্তু পা উঠে না।

একদিন (হজরত মুছা) বনি এস্রাইলের এক ব্যক্তির তৌবা কবুলের জন্য আল্লার নিকট ছোপারেশ করিলেন, অহি নাজেল হইল, আল্লা পাক ফরমাইতেছেন "আপন ইজ্জতের কছম যদি সমুদ্র আছমানের ফেরেস্তা সাফায়াত করে আর গোনাগার ব্যক্তির দেলে গোনার লজ্জত যে পর্য্যন্ত জমিয়া আছে হরগেজ তৌবা কবুল করিব না" বুদ্ধিমান লোক বুঝিতে পারেন কি? তরিকার খজ কি উত্তম জিনিষ যে গৃহস্থের ধানের ক্ষেতের ভিতর হইতে ঘাসের জঙ্গলের জড়, শীকড়, মোথা, পাচন দিয়া খুদিয়া বাহির করিয়া ফেলাইয়া দেয়, তবে ধানের গাছ জোড়ওয়ার হইয়া ফসল ভাল হয়। এই রকম পাপের লজ্জতের জড় দেলের ভিতর জড়াইয়া চক্ষু, মুখ, হাত ও পাওকে পাপে লিপ্ত করায় ও ইমানের গাছ, ফল ও জড় সুদ্ধা নষ্ট করিয়া দেয়। দুনিয়ার চাষবাস দেখিয়া, ইমানের চাষবাস বুঝিতে হয়। হজরত রছুল মকবুল (সঃ) ফরমাইয়াছেন

(حديث) الدنيا مزرعة الآخرة

অর্থাৎ— দুনিয়া আখেরাতের খেতী সেই ইমানের খেত এই দুনিয়াতে যে যাহা উপার্জ্জন করিবে; পরকালে ঠিক তাহাকে বদলা পাইবে এক রতিও কম বেশ হইবে না।

আল্লাতায়ালা ফরমাইয়াছেন ;

و الله يحب التوابين و يحب المتطهرين ⊙

অর্থাৎ, আল্লাপাক দোস্ত রাখেন তৌবা কারনেওয়ালা দিগকে, আর দোস্ত রাখেন পাকি সাফ থাকে যাহারা তাহাদিগকে সে পাকি কি ? প্রথমতঃ শরীর নাপাক হইলে শরিয়তের হুকুম মতে গোছল ও অজু দ্বারা শরীর পাক করিতে হইবে এবং দ্বিতিয়তঃ দেল নাপাক হইলে অর্থাৎ দেলে গায়ের আল্লা ও গায়ের মহাব্বত জমিলে যদি আল্লা ও রছুলের মহাব্বত মনের ভিতর না হইতে দেয় তবে তৌবাদ্বারা দেলের গোছল ও অজু দেওয়া হইতে হইবে। সে তৌবা কি ? অর্থাৎ দেলের ভিতর হইতে পাপের ইচ্ছা ও খাহেশ ও লজ্জত জড় সুদ্ধা বাহির করিয়া দেওয়া। দেল এইরকম পরিষ্কার না করিলে, দেল শক্ত ও পাথর হইয়া যায় ছুরা বকর আয়াতে আল্লা পাক ফরমাইয়াছেন ;

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة

و ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار ط و ان منها لما يشقق

فيخرج منه الماء و ان منها لما يهبط من خشية الله ط

অর্থাৎ— মানুষের দেল পাথর হইতেও শক্ত। পাথর হইতেও পানি বাহির হয় যখন আল্লার খওফ শুনে, কিন্তু মানুষের দেল দুনিয়ার

মহাব্বতে এমত শক্ত যে, আহার খওফের তাছির প্রবেশ হয় না। হজরত রছুল (ছ) ফরমাইছেন যে, "আল্লার জেকের ছাড়া কথা বার্ত্তায় দেল শক্ত হইয়া যায়, সে দেল আল্লার রহমত হইতে দূরে থাকে। নেক ব্যক্তিগণের উচিত যে, নেক কথা বার্ত্তাই করে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে আল্লার নাম ও নিজের মওত মনে করিতে হয়। তাহা হইলে দেলে আল্লার ডর থাকিবে, দেল নরম থাকিবে ও দেলে রহমতের দরওয়াজা খোলা থাকিবে। যে জামাতের মধ্যে মওতের কথাবার্ত্তা না হয় সে জামাতের লোককে হজরত ভাল বাসেন নাই।"

ছুরা আল এনয়াম ১০ রুকুতে আল্লা ফরমাইয়াছেন, হজরতকে বান্দার উপর হুকুম করিতে বলিয়াছেন।

قل الله ثم ذرهم

অর্থাৎ— আল্লার উপর ছাড় তুমি সমস্ত অর্থাৎ সমস্ত তাহাতে সঁপিয়া দাও।

ছুরায়ে রহমান,

كل من عليها فان و يبقى وجه ربك ذو الجلال و الاكرام ۞

অর্থাৎ— দুনিয়ার সমস্ত জিনিষ ফানা হইয়া যাইবে, কায়েম থাকিবে এক জাত পাক বড় বখসেস করনেওয়ালা।

হদিছ শরিফ;

من عرف نفسه فقد عرف ربه ۞

অর্থাৎ— যে নিজকে চিনিল সে আল্লাকে চিনিল। নিজকে চেনার অর্থ কি? কোরান শরিফে আল্লা ফরমাইয়াছেন।

وفي انفسكم افلا تبصرون ۞

অর্থাৎ তোমাদের দেলের ভিতরে আছে তোমরা বুঝিতে পারনা। দেলের ভিতর প্রবেশ হইলে ও পরিশ্রম করিলে আল্লা তায়ালা বুঝ দিবেন

দলিল বাকার ১৮ রুকু আল্লা তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন

فاذكروني اذكركم

অর্থাৎ আমাকে মনে কর আমি তোমাকে মনে করিব

দলিল মায়েদা ৮ রুকু আল্লা পাক ফরমাইয়াছেন —

يحبهم ويحبونه

অর্থাৎ আল্লা পাক মহাব্বত করে বান্দাকে বান্দা তাহার মহাব্বত রাখে

দলিল জমর ৩ রুকু

ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ۞

অর্থাৎ জাকেরদের সমস্ত শরীর ও চামড়া ও দেল আল্লার জেকের করে ও গলে ও নরম হইয়া যায় তার এবাদতে সন্তুষ্ট হয়

দলিল আল এমরান ৪র্থ রুকু আল্লা ফরমাইয়াছেন।

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني

অর্থাৎ যদি তুমি আল্লার মহাব্বত রাখ তবে হজরতের মহাব্বত কর ও হজরতের রাস্তায় চল যে যাহার মহাব্বত রাখে সেই তাহার তরিকে চলিতে পারে।

দলিল ফোরকান ১লা রুকু আল্লা ফরমাইয়াছেন।

وقالوا مال هذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق ط

অর্থাৎ— কাফেরগণ বলিত যে কেমন রছুল যে খানা খান ও বাজারে ফেরেন

ছুরা আল আহজাব ৫ রুকু

يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة و اصيلا ۝

هو الذى يصلى عليكم و ملئكته ليخرجكم من الظلمات الى النور ط

وكان بالمؤمنين رحيما

অর্থাৎ— আয় ইমানদার সকল ইয়াদকর আল্লাকে বহুত। আর পাকি বয়ান কর তার প্রত্যেক সকালে আর সাঁজে সেই যে তোমার উপর রহমত নাজেল করে ও তাঁহার ফেরেস্তা সকল তোমাকে আঁধারি থেকে উজলে আনে তার সে ইমান ও য়ালাদের উপর মেহেরবান

ছুরা জমর আখেরীতে,

وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون

অর্থাৎ— যদি তজারতের উদ্দেশ রাখ, তবে কাছারতের সঙ্গে আল্লার জেকের তকরার করিবে অনেক অনেক জেকের করিবা অল্প নহে বেশী সময় করিব কখন কখন নহে

ছুরা আলাম নাশ রাহ

فاذا فرغت فانصب و الى ربك فارغب ۝

অর্থাৎ— যখন তুমি কাজ কর্ম্ম হইতে ফোরছত পাও, তখনই আল্লার জেকেরে মশগুল হও

কোরআনশরিফে আঃ বলিয়াছেন ;— ইমানদারের ইমান কায়েম রাখিবার জন্য

خيره و شره من الله تعالى

অর্থাৎ নাফা ও লোকসান আল্লা ব্যতিত কেহ দিতে পারে না। আল্লার তরফ হইতে আইসে এই বিশ্বাস

হাদিছশরিফে হজরত ফরমাইয়াছেন।—আপন জবান হামেশা আল্লার জেকেরে তাজা রাখ। কে আল্লার জেকেরের সহিত মউত হয় এই হাল আল্লার নিকট সবচেয়ে পছন্দিদ ও মাহবুব আমোল অনেক উত্তম

হাদিছশরিফে হজরত ফরমাইয়াছেন,—মানুষের দেলে দুই ঘড় একঘড় ফেরেস্তার ও এক ঘড় সয়তানের। এনছান যখন আল্লার জেকের করে সয়তান তখন ভাগিয়া যায়। ও যখন জেকের করেন না সয়তান দেলে আসিয়া ওছওছা দিতে থাকে।

হজরত ফরমাইয়াছেন ; যাহাদের দেলে আল্লার নাম জারী থাকে তাহাদের জবান অহিয়াত বেহুদা কথা হইতে বন্দ থাকে। ভাল কাজে সব খোলা, মন্দ কাজে সব বন্ধ তরিকার ছরদার হজরত নক্সবন্দ রঃ আঃ ফরমাইয়াছেন ;—চক্ষু বন্ধ, মুখ বন্ধ, কান বন্ধ, তবে আল্লার রাস্তায় দেলের দরওয়াজা খোলে সে রাস্তা পীরের মেহের বাণী ব্যতিত পাওয়া যায় না ছচ্চা কাউসের দরকার

ছুরা মায়েদা ৫ রুকু

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة و جاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ⑬

অর্থাৎ আয় ইমান ওয়ালে ডর আল্লাকে, আর চেষ্টা করিয়া খোঁজ তাঁহার পর্য্যন্ত পঁহুছিবা আর দৃঢ় চেষ্টা কর তাঁহার রাস্তায় যে তোমার ভাল হউক

হজরত বলিয়াছেন

حب الفقراء

مفتاح الجنة

অর্থাৎ আল্লার রাস্তায় তাঁহার দিদারের ফিকিরে যাহারা আছে, তাহাদের মহাব্বত বেহেস্তের কুঞ্জি।

২৪ রুকু ছুরায়ে এরাফ

واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من

القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ۞

অর্থাৎ,—ইয়াদ কর পরওয়ার দেগারকে। দেলে কান্দা-কাটির সঙ্গে চুপ চাপ চিল্লাইয়াও প্রত্যেক সকালে ও সাঁজে গাফেল হইওনা।

ছুরায়ে ফোরকান ৩ রুকু।

لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان

للإنسان خذولا ۞

অর্থাৎ সয়তানই মানুষের মনে আল্লার জেকের হইতে গোমরাহ করিয়া দেয় অর্থাৎ আল্লার জেকের ভুলাইয়া দিয়া, সেই সয়তান এনছানকে বালা ও মছিবতেতে ডালিয়া দেয়

ও কোরআন ছুরায়ে ও জোখরাফ

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ◎

অর্থাৎ— যে ব্যক্তি আল্লার জেকের করিতে গাফলাত করে, তাহার উপর এক সয়তান মকরর হয় সে সয়তান তাহার সমস্ত কাজে সাথি থাকে

হজরত ফরমাইয়াছেন,—বালা ও আজাব থেকে নাজাত দিনেওয়ালা আল্লার জেকের ব্যতিত আর কোন আমোল নাই আবার হজরত ফরমাইয়াছেন, আল্লার রাস্তায় জেহাদ করা হইতে আল্লার জেকেরের দরজা বেশী

হজরত ফরমাইয়াছেন, মোফারেদা ভুলের বড়ই দরজা। সকলের আগে হইবে অল্লার বহুত জেকের যাহারা করে আওরত হউক কি মরদ হউক, তাহাদেরকে মোফারেদুন বলে মোছলেম সরিফের রওয়ায়েত

হজরত ফরমাইয়াছেন;—জাকেরদের মজলিসে, ফেরেস্তা সমস্ত জাকেরের মাথার উপর হইতে পহেলা আছমান পর্যন্ত আপন পরে ভরিয়া দেয় জাকেরদের মজলেছে, ফাছেক বদকারও যদি বসিয়া থাকে, জাকেরদের বরকতে তাহাদেরকেও বখসিয়াদেয়। ইহাও মছলেম সরিফের রওয়ায়েত

হাদিছ-শরিফ;—সাধ্যমত আল্লাকে ডরান ওয়াজেব জান। আর হরযায়গায ও হর সময় আল্লার জেকের খুব কর যখন কোন গোনা হয় জলদি তওবা কর জাহের গোনার জাহের তওবা ও পুসিদা গোনার পুসিদা তওবা যখন বান্দা গোনা করে গোনা লিখিবার ফেরেস্তার উপর হুকুম আছে যে, বান্দা গোনা করিলে তাহার গোনা লিখিওনা বান্দা তওবা করেন নাচান গোনা লেখ

হুজুরছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ; আল্লার সমস্ত জিনিষ আল্লার জাকেরদের উপর মহাফেজাত করে দিন, রাত, আফতাব, মহতাব, তারাও ছায়া সকলেই হেফাজোত করে কেয়ামতের দিন জাকেরদের বড়ই নেদামত অর্থাৎ সরমানদিগি ও আফছোছ ঐ সমস্ত ওয়াক্তের জন্য হইবে ; যে সমস্ত সময় আল্লার জেকের হইতে গাফেল ছিল, আল্লার জেকের এত বক্তত কর যে, লোকে তোমাকে মজনু অর্থাৎ পাগল বলে ।

ছুরাকেল্লাম আলকালাম ২য় রুকুতে আল্লা ফরমাইয়াছেন ;

وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ

وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۝ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ۝

অর্থাৎ নকের তোমাকে আপন নজর হইতে ফেলাইয়া দিবে অর্থাৎ এনকার করিবে আর তুমি বুঝের কথা বলিবা তোমাকে পাগল বলিবে । বেদিনকে ইমানের কাজ কষ্ট বোধ হয় । তাহারা দুনিয়ার মহাব্বতে দিনের কাজ ড়বিয়া করিতে পারেনা ৩

আরো হুজুরছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ; মোফার্‌রেদুনের তারিফ, যে সমস্ত আওরত ও মরদ আল্লার জেকেরে ড়বিয় যায়, আল্লা ব্যতিত আর কেন জান থাকেন আল্লার জেকের তাহার বোঝা কমাইয়া দেয় আর কেয়ামতের দিন হালক ফালকা বিনাকষ্টে উঠিবে

এহইয়াউলওলুম জেকারিয় অঃ ছাঃ সকলকে আল্লার জেকের করিতে হুকুম করিতেছেন । আল্লার জেকের এমন মজবুত কেল্লা যে মনুষ্যকে চতুর্দ্দিকে ভারি দুশমন ঘেরে, আর এক কেল্লার হেফাজতে পানা পায় এই রকম বিনা জেকের, জানকে সয়তানের হাত হইতে বাঁচান কঠিন

কোরানশরিফে,—আল্লা পাক ফরমাইয়াছেন; তাহার মানে এই, অর্থাৎ "সয়তান তোমার জাবি দুশমন। তাহার দুস্তি এক কালে জাহান্নামের আভাবে লইয়া পৌছায় তাহার কুশলান থেকে বাঁচ শিয়ানকে ছেলে ফুশলানের মত ফুশলাইয়া লয়"।

কোরানশরিফে ছুর নাছ,

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس

অর্থাৎ,—তোমার বুকের মধ্যে থাকিয়া বসিয়া সয়াবতির কাজে ফুঁশলাইয়া লইতেছে

ছুরা রাদে ৩য় রুকু

والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم

অর্থাৎ;—লোক সকল যাহারা কষ্টের উপর ছবর করিতেছে আপন পরওয়ার দেগারের তাওয় তেজা পাবার জন্য অজহে মানী, চেহেরা, জাত ও তাওয়াজ্জে এই তিন মানী

কোরানশরিফে ছুর একরা রেকছের তরজমা দেখিলে, তোয়াজ্জে কাহাকে বলে বুঝিবা। বহেতে বহেতে দুধে চিনির ন্যায় মিশিয়া যায়। যেমন দুধে চিনির মিষ্ট আইসে এই রকম ফায়দা হয়। আল্লা জানায় বান্দাকে যে সব জিনিষ বান্দা জানিবার কোনও ক্ষমতা রাখেনা হজরতকে অহি ও এলহামের দ্বারায় ও হাতেফ ও কাশফে দ্বারায়ও অলিকে হজরতের অছিলায় ও তালেব ও মশতাককে আপন পীরের দ্বারায় ইহার উপরে ইমান রাখা চাই

৭ সাত রুকু ছুরা ইউনুছ।

ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

অর্থাৎ,—বান্দা সকল খবর দার থাক, বেসক আল্লার অলিদের উপর কোনই ডর নাই ও কোনই গম নাই। হজরত গওছে পাক রঃ আঃ ফরমাইয়াছেন যে, আল্লার অলির উপর আল্লার রহমতের দাওয়াজা খোলা থাকে।

হাদিস কুদছি, আল্লার মহব্বতের টানের একটান দরজায় ছারে জাহানের জেন ও এনছানের আমলের বরাবর অর্থাৎ মহব্বতের টানের এত বড দরজা

জেকরে কেয়ামান কাউদান

وذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم

অর্থাৎ, আল্লার জেকের কর খাড়া অবস্থায় বোসা অবস্থায় এবং শয়নে

হাদিছ শরিফ

لا صلوة الا بحضور القلب

অর্থাৎ—বিনা হুজুরি দেলে নামাজ হবেনা

হাদিস সরিফ যে নামাজির নামাজে আল্লার খবর ও খেয়াল নাই আল্লা ফেরেস্তাকে হুকুম করে যে তাহার নামাজ ওহাদাত কাড়িয়া লও যখন রাস্তা কাটিয়া লওয়া যায় তখন সে বান্দার মন হাটে, ক্ষেতে মাঠে গোমরাহের মত বেড়াইতে থাকে হাট ঘাট তার মনে রহিল সেই তাহার মাবুদ হইল

হাদিস সরিফ হজরত ফরমাইয়াছেন, মানো জেহেম ও দেল দুই আদারের ওজনে হাজির রাখা তান কেবল জেহ ও দেল পরওয়ায দেগারের কাছে রাখে অর্থাৎ ছামনা ছামনী

হাদিছ। শরীফ সমস্ত আওরত মরদের উপরে এলেম ফরজ সে কি এলেম তাহা প্রথমে লেখা হইয়াছে মওলানা হইতে হইবেকনা। যাহার যতটুকু আবশ্যক সেই টুকু শিক্ষা করিলেই হয় পড়িয়াও শিখিতে পারে ও শুনিয়া দেখিয়াও শিখিতে পারে আমাদের ছরদার(হজরত রছুল ছঃ আঃ ছাহাবাগণ ও ছহাবা রাঃ আঃ দেখিয়া শুনিয়া এলেম হাছেল করিয়া এত বড় আল্লার মকবুল পেয়ার ও এলেমের ওস্তাদ হইয়াছেন তাঁহাদের খেলাফ রাস্তায় যে চলিবেক তাহাদেরকে জাহেল বলিয়া হেকারত করিবেক তাহারা বেহেস্তে হেকারত করিয়া জাহান্নাম কবুল করিবেক। সে ফরজ এলেম দুই ভাগের এক শরীরের ভাগ এক দেলের ভাগ শরীরকে পাক করা নাজেছ হইতে আর দেলকে পাক করা গয়ের আল্লা হইতে

উল্লা ওয়াল্লা এলাইয়া বোরো

[illegible]

আয়াতে হাসি ঠাট্টা কম কর নিদ্রা ভাবনাও আরো বেশী কর, যে আল্লার রহমতের নজর হয়। দেল সহজে আল্লার দিকে রজু থাকে আল্লা রাজি হইয়া তোমার দেলকে তাঁর হুজুরে রাখিতে দেয় এই সমস্ত জাহেরী শরীর ও বাতেনী দেলে আল্লার দরবারের আদব শিখা ইহাকে বলে এলেম যাহাতে শরীয়ত ও তরিকত দুই আবশ্যক যাহার যতটুকু দরকার তাহার বেশী আবশ্যক না শরিয়ত তরিকত কেমন, তুষ ও চাউল একত্র যেমন বিছন হয়। আর ফল হয় একটি লোকসান হইলে গাছও নাই ও ফলও নাই ইহাকে আল্লার হুজুরের হাজিরের আদবের এলেম বলে সকলেই শুনিয়াছ কোনই বেয়াদব আল্লাতক পৌছেনাই বেয়াদবের উপরে আল্লার ফজল হয়না ওস্তাদে তরিকত ও পীরে তরিকতের নিকট এসব কাছে খুলিবে পীরের দরবারের আদব মনদিয়া রাখেন

করিলে আল্লার দরবার তাহার সহজ হইয়া যায়। হজরত মজাদ্দাদ আলফেছানী রাঃ আঃ ফরমাইয়াছেন, "আল্লাতালার রেজামন্দি, পীরের রাজীর উপর বিশ্বাস রাখ আল্লার পেয়ারাদের হাল, ছুরা আল কাহাফ ৯ম রুকুতে।

ول هو دون بينى و بينك

অর্থাৎ।—ইহাই আমার ও তোমার মধ্যে প্রভেদ। হজরত খেজের ও মুছা আঃ ছাঃ মের কেচ্ছায় বুঝা খুলিয়া যায় খোদাওন্দ তায়ালার নিকট তোমার নেকী হইতে তাঁহার পেয়ারাদের কাজ, তোমার চক্ষে মন্দ দেখা যায়, তুমি বুঝিতে পার না বলিয়া মন্দ জান তাহাই আল্লার নিকট কবুল তাহাদের দুয়ারের খাক হও তবে তুমিও সোনা বানাইবার কিমিয়া হইবা। অর্থাৎ আল্লাকে চিনিবা ও লোককে চেনাইতে পারিবা। তাঁহাদের দ উন দেল দিয়া শক্ত করিয়া ধর, তাহা হইলে এই হাদিছ শরিফ বুঝিতে পারিবা

হাদিছ কুদ্‌ছি ;—

قلوب المومنين عرش الله

অর্থাৎ মোমেনের দেলকে আল্লার আরস বলিয়াছে, সেই সমস্ত দেল আল্লার এস্কের আয়না হইয়াছে আয়না মুখ দেলসকল সে এস্কের দেল হইতে আপনা দেলে রৌসনিলয় আরস কুরছি হপ্ত আকলিম ইহা দ্বারায় জাহের হয় দায়রায় ভাল মেহনত যাহারা করিয়াছে, তাহারা বুঝিতে পারে

হজরত বলিয়াছেন ;—

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ماله و ولده

والده و الناس اجمعين ●

অর্থাৎ ;– ধন জন, জান এ সমস্ত হইতে হজরতের মহাব্বত বেশী না হইলে মোমেন হইবে না।

হাদিছ শরিফ :—

موتوا قبل ان تموت

অর্থাৎ ;—মরার পূর্বে মরার মত ফানা হও ফানার মানে সব ভুলিয়া যাওয়া। মরিলে যেমন সব ভুলিয়া যায়। আসেক আপনা মাশুক ব্যতিত কিছু মনে রাখেনা। যদি আর কিছু মনে রাহিল, হাদিছ শরিফের মত ফানা হইল না। সে মিথ্যা আসেক। আল্লার নিকট তাহার কোনই মরতবা নাই।

হাদিছ কুদছি ; -আল্লা ফরমাইতেছেন যে, আমি বান্দার ভেদ বান্দা আমার ভেদ তবে আল্লার মহাব্বত কর

ছুরা আস্‌সোয়ারা ৪ রকুতে আল্লা ফরমাইতেছেন —

يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন মাল আর ফরজন্দ কোনই লাভ দিবে না কিন্তু ঐ ব্যক্তি, যে, আমার নিকট নরম দেলের সহিত আসিয়াছে, অর্থাৎ আজিজি, কাঁদাকাটি, তাজিম, আদব ভয় হুজুরী ও জেকেরের সঙ্গে

আবুহুরায়রা রাঃ আঃ রাঃ ও বোখারী শরিফ ও এমাম আহাম্মদ রাহেম আল্লা রওয়াযেত করিয়াছেন, আর হজরত মুছা আঃ ছাঃ বলিয়াছেন যে আল্লা তায়ালা ফরমাইতেছেন। আমার অলিকে যে খারাপ জানে কি তাহার গেলা করে, কি কোনরকম তাঁহার সহিত কিনা রাখে, কি মন্দ জানে, তাহার উপর আমি এই রকম গোস্বাহই যেমন বাঘ আপনার বাচ্চার দুশমনের উপর গোস্বা। আমি তাহার বদলা লই দুনিয়া ও আকেরাত দোন যায়গায় আর তাহার তাহদের জন্য আমি

নিজে যাই আর কাহারেও পাঠাই না আল্লার আসেক ও আল্লার জাকের দের বড় মরতব

হুকুম নম্বর ৫ রুকু;

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله و اقام الصلوة و ايتاء

الزكوة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و الابصار ۝

অর্থাৎ, আল্লার এমন এমন মরদ বান্দা আছে যে, বেচা কেনা সওদাগরী অর্থাৎ কোন কারবারে আল্লাকে ইয়াদ করিতে গাফেল হয় না আর নমাজ ও জাকাত ঠিক আদায় করে আর সেই দিনের ডর রাখে যেদিন গোনাগারদিগের দেলও চক্ষু উলটাইয়া দিবে

হুকুম্ তাহা এ কথাতে আল্লা বলিতেছেন;

و من اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا و نحشره يوم القيمة

اعمى ۝

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার ইয়াদ হইতে মুখ ফেরে তাহাকে দুনিয়াতে কষ্টে গোজরান হইবে আর কেয়ামতে তাকে আন্ধা উঠাইব।

হুকুম কাহাকে আল্লা বলিতেছেন,—যে আল্লাকে ডরায় না দেখিয়া, আর রুজু করে দেল আল্লার তরফে সেই দেল ভাবিয়া বুঝিবার। বুঝ, কি বলে ঐ দেলের ভিতরে কান লাগাইয়া ও

হুকুম আমল;—

আছাদেকর মনে বুঝা আছে, তাহার মনে আল্লার নিশান ও অনুসন্ধান আছে যাহারা মন দিয়া আল্লার ধিয়ান ও জেকের করে তাহা-দের মনের ভিতর আল্লার নিশান ও পাত্তা আছে দেখ জানওয়ারের

পেটে দুধ হইতে পারে তা হইলে সবার ভয় হেজুরে পাক বাজা মাছির পেটে মধু হইতে তাজ্জব করনা এই রকম তজরবাতের দেখে কাফেরদের আওলাদে বড় বড় বোজর্গ হইয়াছেন

এই রকম অনপড়া আল্লার নিকটে আল্লার এলেম এমন হাছেল করিয়াছেন যে তাহাদের দলের দরজার নিকটেও কেহ পৌঁছিতে পারেনা

হজরত মজদ্দদ আলফেছানী রাঃ আঃ র মকতুবাত শরিফেতে ৪৮ মকতুবাতে লিখিত আছে, যে আলেম তরিকতের পরওয়ার অর্থাৎ গাওর হে যা সে নিজেই পথহারা পরকে কি পথ বাতাইবে। আরে ছুফির অর্থাৎ আল্লার আলিম ফানা ও বাকা হাছেল করার পরে ছুরতের আলেমা ও ছিরতের বেগাক দোনো আলমের হুজুরী অর্থাৎ এলেমে জাহেরী ও এলেমে বাতেনীর হুজুরী ও আল্লার জাত ছেফাতের ছায়ের ও জাত পাকের সঙ্গে রাবেতা হাছেল করিয়া তাহার মুখলুকের হেদায়েতের দাওয়াত করিবার জন্য যেন। আর যে কাম নবুয়াতের নছিব ওয়ারেছ হন হজরতের বাদে আর নবি হইবেন না তাঁহারাই হজরতের খাছ উম্মত নবীর কাজ করিবেন হকর্ম শরিয়ত পৌঁছাইবে আর শরিয়তের হুকুম তাহাদের দ্বারা জারি হইবে

হজরত মজাদ্দদ আলফেছানী রাঃ আঃ ৪৯ মকতুবাতে লিখিয়াছেন, বোলন্দ নছিব ঐ সব ব্যক্তিগণ যাহাদের মধ্যে এই দুই কামালাত হাছেল আছে জাহের শরীর শরিয়তের হুকুমে সাজান। ও বাতেনে দেলকে মাছেওয়ায় আল্লা থেকে পাক করা। এই সব চেয়ে বড় এলেম ও বড় দরের পেয়ারা।

মোছলমানী তালাদিহা জিনিষ আর মোমেন তালাহিদা জিনিষ। রহুয়ে হেজ্জাত ১১ রুকুর মধ্যে,

قالت الاعراب امنا ط قل لم تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا و لما يدخل

الايمان في قلوبكم و ان تطيعوا الله و رسوله لا يلتكم من اعمالكم

شيئا ط ان الله غفور الرحيم ۝ انما المومنون الذين امنوا بالله و رسوله

ثم لم يرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم في سبيل الله ط اولئك

هم الصادقون ۝

অর্থাৎ, এক ব্যক্তি হজরতের নিকট আসিয়া বলিল যে আমি ইমান আনিয়াছি তৎক্ষনাতই আল্লাতাযালা হজরত জেব্রাইল আলায়হে চ্ছাল্লামকে পাঠাইয়া বলিতে বলিলেন, ও মাত্র মোছলমান হইয়াছে, ইমান এখনও দেলের ভিতর বৈসেনাই। হাঁ! আল্লা ও তাঁহার রছুলের হুকুম মত চলিলে আল্লাতায়ালা তোমার কোন কামাই কাটিবেক না। তাহারই ইমান ওয়ালা, যাহারা আল্লা ও তাঁহার রছুলের উপর একিন আনিয়াছে। আর তাহাদের উপরে কোন সন্দেহ রাখেনা আর জানও মালদিয়া আল্লার রাস্তায় লড়িয়াছে তাহারাই হাচ্ছে মোমেন

ছুরায়ে আল্‌কাহাফ ছোলছে হকতালা ফরমাইয়াছেন,—

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة و العشي

يريدون وجهه و لا تعد عينك عنهم تريد زينة الحيوة الدنيا ج و لا

تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوه و كان امره فرطا ۝

অর্থাৎ, যাহার কে ইহাদিগকে . . . . . লাগে আপন পরওয়ার দেগারকে ডাকে, তখন দাদাবের তাহারে তথাৎ মুখ দেখিতে পাইবার জন্য তার দেরাগে থাকিয়া থাক আর তোমার চক্ষু তাহাদেরকে ছাড়িয়া দুনিয়ার মজার তরাশে না যায় আর মানিওনা কথা ঐ সবব্যক্তির যাহাদের দেল আমার . . . . . কেল করিয়াছি । ও তাহারা আপন নফছের খাহেসের পায়রবিতে আছে আল্লার হুকুমের হদের উপরে নাহ . . . আর . . . ফরমাইয়াছেন,

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

كهف ع

অর্থাৎ আল্লার তরফ হইতে ছচ্চ কথা তোমাকে পৌঁছান যায়, যার ইচ্ছা হয় মান আর . . . না মানে এই রকম কোরান শরিফে অনেক বলিয়াছেন

এই সমস্ত আয়েত দ্বারা জানা গেল . . . দিদারের তালেব ও আল্লার আসেক, ও আল্লাকে হরদম মনে করনেওয়ালা হদের অছিলা ধরিয়া থাকিবার তরুপ ও তাহাদের অছিলা কখন না ছাড়ে আহলে দেলের সঙ্গে থাকিলে দেল তাজা থাকে ও বেদেল যাহাদের দেলে আল্লার জেকের নাই তাহাদের কথা মানিওনা কারণ মরা দেলের সঙ্গে বেদল মারিয়া যায় ও মঞ্জেলে মকছুদ থেকে দূরে পড়িয়া যায় যার অছিলা আল্লার আসেক নাই, তাঁহার অছিলা সয়তান পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে ছুং যে কোরকান ও ছুরায়ে জোখবাতে আর অছিলা ধরিবার বিষয় এখানে ছুরায়ে আল্ . . . কাহাফেতে ও পূর্ব্বে ছুরায়ে মায়দ তে উল্লেখ করা হইয়াছে ।

৭৮ ছফ মোকামাতে এলেম বাবরগ মোজদ্দাদ ও ছেলাহ্‌লা বাঃ স্থাঃ ফরমাইয়াছেন, প্রথমে তাজেজজব মোনছেব তাকে অর্থাৎ এসার এস্মের বন্দন কবং জজবার গবনীতে আলমেএন ছুরদীবে দূর করে মোসাক্কাতের হাড়সের গনগীরছে সম্পাদ করে, ও নফিকেছ ও ছলুক তয় করায় অর্থাৎ কোরব ও মত নবতে পৌছন তরিক এতে সহজে জন্য প্রথমে তাত থেকে শুরু দেওয়া হয় ছায়ের ও ছলুক ইহার অর্থ ইসানে নিচ মোকাম থেকে বলন্দ মোকামে পৌছান মবতানী এলেম থেকে আলম বেজ মন্দির মোকামে পৌছায় জ হাম্মাদের মোকাম থেকে বেহেস্তের মোকামে পৌছায় এই রকম উপরে, তাহারও উপরে ছায়েরে এলাহী ও ছায়েরে মোক নফছ বেলায়েতে হাছেল করায় ও ছায়েরে তিছরা ও ছায়েরে চৌথ মেকামে দায়েত হাছেল করায় ... ছয়ের আম্বিয় মোরছেলেনের জন্য হাত সেই মোকামে পৌছায়

১৫৪ মৎকুর, নিজ হইতে জুদা হয় নাই ছাই ও নিজের মধ্যে যাওয়া চাই অর্থাৎ আপনাকে নিজের মধ্যে মনে রাখা চাই একপলক আর কাহারও সঙ্গে মনকে না ছাড়ে যে কিছু বাকী আছে নিজের মধ্যে খবর গোরেস্তানিতে তুমি কি না নিজ থেকে খালাছ হও, তবে আর ছেওয় উপরের গোরস্তান থেকে খালাছ পাইবা নিজকে যদি ভুলিল তবে কে কাহার সঙ্গে থাকে যখন আপনা হইতে আপনি জুদা হইয়া গেলা, তবে হাকেশা আয়েস ও খুশী। যেমন নিজ হইতে জুদা হওয়া ফরজ তাহার পর নিজের মধ্যে প্রবেশ করা লাজেম পাওয় এই যাবত হইতে আরও ছবেরে অযাকী দূরের দূর, ছায়েরে আনফোছী নজদিগের নজদিক। মকছুদ মারেফত ও হযরাত সব নিজের মধ্যে এসব আল্লার বেহরের মোকাম সেরে। ও নিজের মধ্যে।

মোকামাতে এমাতে [illegible] ছাহেব [illegible] দিচ লিখিয়ে গাছিয়াছে যে কালেমার ফজিলত যে একবার কালেমা [illegible] পড়িতে পড়িতে পারিলে [illegible] কুদরতে [illegible] যায় যে [illegible] ছেরাতের নিহয় [illegible] ছেওয়াব নষ্ট করায় আর [illegible] বাকা একিন করায় হজরত ফরমাইয়াছেন, যে এক পাল্লায় একবারের কালেমা রাখা যায়, আর এক পাল্লায় সাত তবক আচমান ও সাত তবক জমিন রাখা যায় তবে কালেমার [illegible] ওজনই বেশী হইবে

১৪০ মকতুব [illegible] ও [illegible] আমাদের আসের দিগকে দরদগীম হবেই [illegible] আরাম বেআরামে গাব সাজনাজ জলন পোড়নে, ও কারবার বেকারবারে ও রাহাত জহমে অর্থাৎ এসের [illegible] যে এই [illegible] হইতে দূরে থাকে, যে নিজকে পরকালের [illegible] উচিত নিজকে সাহেবের নিকট একেবারে সুপির্দ্দ দেয় তাঁহার নিকট হইতে [illegible] কিছু [illegible] কবুল করিয়া লয়। যখন [illegible] এইরূপ [illegible] আর ইহার উপরেই কায়েম থাকে কায়েম না থাকিলে নিজকে লোকসানের মধ্যে ফেলাইল। এই কাজের উত্তম [illegible] যদি প্রথম কোন [illegible] না পাও ভাবনা নাই যদি এখলাসের সহিত একাজে কায়েম থাকিয়া বিশ্বাসের সহিত [illegible] আছে, যে [illegible] হাঁছেল হইবে এই তরিকার বোজর্গানের নিকট হইতে নেছবত একবারে হাতে আইসে, তাহাকে [illegible] জানিওনা [illegible] জানিবা। কারণ সমস্ত তরিক হইতে এই তরিকার নেছবত বড়ই জোড়ওয়ার পাঁচওয়াক্ত নামাজের সহিত [illegible] হুজুরী নামাজ ও হালালরুজী ও সরিয়তের তাবেদারী এই আখেরাতের নাজাতের অছিলা [illegible] দুনিয়ার [illegible] যাহা ফানা হইয়া যাইবে, ও দুনিয়ার [illegible] যাহা তোমাকে [illegible] দিবে এসব হইতে বাঁচিয়া [illegible]

ছুরায়ে আনকবুত ৫ রুকু,

[illegible]

অর্থাৎ, নামাজ ফোহশ ও মোনকার হইতে বাঁচাইয়া রাখে জখন কায়েম হইয়াছে অর্থাৎ নামাজ দ্বারা কোনই রকম বেহুদা, গোনাহ কবিরা, বেশরা বেহুদা কারবার, বেহুদা তর্ক, বেহুদা লোভ ইত্যাদি, আর ভিতর কোন কথা মনে থাকে না, ইহাও দেখে যে ফেহশ ও মোনকেরাত বলে বড় আদবের দরবার দেখে আমার হুজুরী থেকে, অন্য কোন দিকে না যায় হুজুরী কালবেতে আল্লার জেকের ও ফেকের হয় আনওয়ারে জেকেরের মধ্যে ছিনা খুলিয়া দেয় আল্লা তায়ালা ছুরা জোমরের ৩য় রুকুতে ফরমাইয়াছেন।

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل

للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين

অর্থাৎ, আল্লাতায়ালা ছিনা খুলিয়া দিয়াছেন এছলামের জন্য বেশক সে নুরে খোদার, সেই নুরে মারেফাতের বাস্তা জাকেরদের দেলেতে হেদায়েত হইয়াছে কিন্তু কাছিও জোলমাত, অর্থাৎ যে দেল আন্ধার ও শক্ত, সে দেল মাহরুম হেদায়েতের নুর হইতে, অর্থাৎ হেদায়েত হয় না। হুজুরী খসু ও আজিজি কিছুই হয় না। ঐ ছুরা জোমরের ২য় রুকুতে আল্লা তায়ালা ফরমাইয়াছেন, কাছিয়া বান্দাদের জন্য খরাবি আছে। কারণ আল্লার জেকের হইতে তাহাদের দেল গাফেল তাহাদের দেল খারাব তাহারা গোমরাহ অর্থাৎ তাহাদের দেল সোজা রাহার দিকে নাই একারণে তাহাদের দেল মোর্দা গোমরাহ ছাড়া হয় না।

ছুরা তাহা ১মা রুকুতে আল্লা তায়ালা দয়া করিয়া বান্দাকে বুঝাইতেছেন,

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى

অর্থাৎ আমি তোমাকে পছন্দ করিয়াছি তুমি শুন আমি যাহা হুকুম করি এবং ঐ ছুরার ১মা রুকুতে হুকুম করিতেছেন যে এই হুকুম

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

অর্থাৎ তুমি যে, আমিই তোমার আল্লা, আমার ছেওয়া অন্য কাহারও বন্দেগী নাই তবে আমার বন্দেগী কর, নামাজ পড় আমাকে মনে করিয়া অর্থাৎ অন্য কাহাকে মনে করিও না।

হজরত রছুল মকবুল ছঃ আঃ ফরমাইয়াছেন; অনেক লোকের অর্থাৎ বেশীরভাগ লোকের নামাজের ছটোয়াঁ হিস্যা কি দশোয়াঁ হিস্যা লেখা যায় যে টুকুতে আল্লার তরফেতে দেল আল্লার দিক হাজির থাকে নামাজে সেই অংশ টুকু লেখা যায় বাকি পাঁচ ভাগ কি নয় ভাগ বরবাদ হইয়া যায়।

ছুরা তাহার ১মা রুকুতে আল্লাতায়ালা সাবধান করিতেছেন,

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ‌•

অর্থাৎ, আমি ছাপাইয়া রাখিয়াছি কেয়ামত ও নেশান অর্থাৎ কেয়ামতের ওয়াক্ত ও নেশান বেহেস্ত ও দোজখ হইতে প্রত্যেকে বাদলা পাইবে যাহা উহারা দুনিয়ায় নষ্ট করিয়াছে, ও যাহারা যে চেষ্টা করিয়াছে

ছুরা বানি এস্রা ইল ১২ রুকু ছেজদার মোকামে

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۩

অর্থাৎ আল্লার পেয়ারা সকল ছেজদাতে পড়িয়া কাঁদে আর খুব আজিজি করে নামাজের ভিতর চুপ চাপ কাঁদা কাটি ও আজিজ আল্লার নিকটে খুব ভাল গুজুরীতে পৌছায়

নেক চরিত্র ছুরা আল্‌মোমেনুনের ১ম রুকু

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

অর্থাৎ,—নামাজে খুসু করা বান্দার যে নেক চরিত্র আল্লার হুজুরে বড়ই পছন্দ; অর্থাৎ যে মোছলমান নামাজে খুসু করে আল্লার দরবারে সে আজাব হইতে নাজাত পায় ঐ খুসুর বিষয় আল্লা আবার ফরমাইয়াছেন, তওবা করনে ওয়ালা ও এবাদত করেন ওয়ালা।

আল্লা পাক ফরমাইয়াছেন,

অর্থাৎ, আল্লার ভাল বান্দা যাহারা জমিনের উপরে আস্তে চলে আর মেজাজে আজেজী রেখ।

হজরত এমাম গাজ্জালী রঃ আঃ ফরমাইয়াছেন; যে মোছলমান এবাদত করে আর কাঁদে তার মোনাফেক গোনাহ যে আর হাসে

হজরত ফরমাইয়াছেন,—যে মোছলমানের মতলব নামাজ রোজা ও এবাদত আর মোনাফেকের খাহেস জানওয়ারের মত, খানা ও পিনা হইলেই হইল

মনুষ্যের সঙ্গে পাঁচ চিজ হামেসা আছে ঐ পাঁচ চিজের ছহবতের দোষ গুণ জানিয়া চলিলে নাজাত পাইবা আজাব থেকে বাঁচিবা। পহেলা আল্লা ২রা নফছ ৩য় সয়তান ৪র্থ দুনিয়া ৫ম খলাকুল্লা। অর্থাৎ মনুষ্য এই পাঁচের সঙ্গে কি করিলে বাঁচে? প্রথম আল্লার সঙ্গে মোয়ামেলাত অর্থাৎ সম্মিলিত অনেকে কাল্‌বি নেগা হদায়ে

হজাদদাস্ত আল্লার সঙ্গে নাই দ্বিতিয় নফছের খাহেসের উপর ক ও কর তৃতিয় সয়তানের সঙ্গে দুশমনি চৌথ দুনিয়ার সঙ্গে অর্থাৎ কুখাহেস হইতে হাত তোলা ও দুনিয়ার হারিব জন্ত মন ও চক্ষু হেকে বাহির করা যেমন পূর্ব্বে ভেবার বয়ানে লেখা হইয়াছে

পঞ্চম, খানাযেকের সাহত দিলের বিবং মেহেরবাণী ও দুনিয়ার যে সকল কাজে জাহান্নাম হয় সে সমস্ত কাজে মনুষ্যের সঙ্গে মহাব্বতের এলাকা কাটিয় দেওয় অর্থাৎ খালশ থাক বিশ্বাস রাখ যে পর্য্যন্ত মনুষ্যের সহিত দেলের লোব ছাড়িবে, আর সহিত মহাব্বতের ভরশা রাখিও না। অর্থাৎ যে পর্যন্ত আপন ছিনকে দুনিয়ার বেয়াছাত ও ভবদারীর তলব হইতে পাক করিবান দেলেতে হেকমতের দরওয়াজা খুলিবেক না

সয়তান লাইন বলে কি? সয়তান কে কি তুমি বিবেচনা করিয়াছ? সে কি প্রথমেই কাফেরিতে ভুছওয়াছাদেয় তাহা দেয় না প্রথম ভাল এক হালালী কাজের সহায়তের লোভ দেয়, ও সেই লালচে এমন হারিছ ও জেদ্দী বানাইয় দেয় যে, সে জেদে পাপী হইয় যায় যখন সে জেদ জোড বাঁধিয়া উঠে তখন কাফেরীতে ওছওয়াছ দেয়

তিন রকমের মানুষ, আমির, আলেম ও ফকির যখন আলেম তাব হয়, অর্থাৎ আলেম এলেমের বিরুদ্ধ আমোল করে হালেবে দিন তাব হইয়া যায় ও যখন আমির তাবা হয়, তখন গরিবদের রুজী তাবা হয় যখন অলি তাবা হয় শলকুর দেল তাব হয়।

নফছ জোডওয়ার হয়, সাহায়াতের নজাদিগি হইলে যখন বেদিন কাজের খাহেশ নফছে জোর বান্দিলে দেল কালো হইয়া যায় মানুষের সঙ্গে দুশমনী করিতে আরম্ভ করে মানুষও তাহার সঙ্গে দুশমনী করে জুলুম অত্যাচার, ফেতনা এবং ব্যবস্থা ধরে বোনই

ফছাদ হয় না কিন্তু হয় মেশকেহ। হাকিম মহাম্মদ তাবী তেরমুজী রঃ আল্লা বড় দরজার অলী। তজকেরেতল আউলিয়ায় তাঁহার তারিফ আছে। তিনি খবর দিয়াছেন, হারাম ও হালাল খানেওয়ালাকে চেনা যায়, যে বেহুদা কাজ করে, গিবত, ফছাদ, ও কিনা, কেবের, ও রেয়া হয়েছে, হারাম খানেওয়ালাদের চিহ্ন, আস্তাগফার, তছবি, ও জেকের এহছান এবাদতে খুসু, ও খুজু মানুষকে ভাল পরামর্শ দেওয়া, নিজকে ও পরকে আফত হেকে বাঁচান, এ সমস্ত হালাল খানারির ছিফ।

নছিহত, তোমাদের জন্য পরহেজগারী ঐ কে বলে যে কেয়ামতের দিন কেহ তোমার দাউন না ধরে; জোওয়াঁমর্দ্দি উহাকে বলে যে কেয়ামতের দিন তুমি কাহারও দাউন না ধর। আজিজ ঐ ব্যক্তি, যে কেহ তাহাকে জলিল করিতে না পারে। আজাদ ঐ ব্যক্তি যে লালচের গোলাম না হয়। রাজা ঐ ব্যক্তি যে শয়তানের পাঞ্জায় গেরেপ্তার না হয়। আকেল ঐ ব্যক্তি, যে পরহেজগারী করে আল্লার জন্য, মনুষের জন্য নহে। আর আপন নফছের হিসাব নিকাশ লইতে থাকে কি নিশ্বাসে, যে কেয়ামতের নিকাশ হইতে বাচে।

হজরা আল্লা শুর ১০ রুকুতে আল্লা ফরমাইয়াছেন,

ولو شاء الله لجعلهم امة واحدة ولكن يدخل من يشاء

في رحمته

অর্থাৎ,—আল্লা যাহাকে চায় তাহাকে আপন তরফে খেঁচিয়া লয়, আর যাহাকে আপন দিকে মতওয়াজ্জা করিয়া লয়, তাহাকে হেদায়েত দেয়। এলেমের তিন অক্ষর ع - ل - م - দিয়া এলমে খোদা আল্লাকে জানা। ل দিয়া লেল্লাহ আমোল অর্থাৎ আল্লাকে পাইবার আর রাজি করিবার কাজ করা, م তে মোখলেছ এলেমের দ্বারা আমোল করিয়া খাঁটি হওয়া, এমন হয়েছে যে লোকের নাম

ও নিশানা [illegible] কে সে পাক ও বাকার সে কম [illegible] হাসেল হইবে না, তাহার কেহ দিক মন চক্ষু [illegible] বাধিতে পারিবেক না।

হজরত ছাবেত [illegible] ফরমাইয়াছেন, তাহার [illegible] দেদার হয়, আর যে সব তাহার তাবেদার হয়।

হুজুরে [illegible] ফরমাইয়াছেন যে [illegible] বলিয়াছেন যে আমার বান্দা আমার নজদিকি হাছেল করে, হামেশা নফল এবাদতের দ্বারায় এ পর্যন্ত যে আমার মকবুল হইয়া যায় তখন আমি হই তাহার কান; যাহা দিয়া সে শুনে তাহার চক্ষু, যাহা দিয়া দেখে তাহার হাত, যাহা দিয়া ধরে তাহার পা, যাহা দিয়া চলে বোখারী শরিফে এ রওয়ায়েত আছে। অন্যান্য হাদিসের কেতাবেতে ইহার চেয়েও বেশী লেখা আছে আমি হইয়া যাই তাহার জেবান, যাহা দিয়া সে বলে ও তাহার দেল, যাহা দিয়া বুঝে [illegible] খোদাই [illegible]

ছুরা মজ্জম্মেলে [illegible] ফরমাইয়াছেন,

واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا

অর্থাৎ, তোমার রবের নাম [illegible] এবং তার দিক সব হইতে [illegible] সমস্ত দেলের [illegible] ও [illegible] কাটিয়া। নিজেকে খোদার তরফ একেবারে ছাড়িয়া দেওয়াকে [illegible] বলে ও নেক ব্যক্তি খাজনা বান হবার কিমিয়া, এ অবস্থায় বান্দার সব কাজ খোদা করিয়া দেয়। আরও ঐ ছুরায় ফরমাইয়াছেন;

رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا

[illegible]

[illegible]

[illegible] মৌঃ [illegible]

[illegible]

অর্থাৎ, তোমরা দেখে কিছুই বুঝিবে না, যেহেতু পীরের [illegible] ধরেন। [illegible] কুলবকে [illegible] করিয়া দেয় তাহার দামোন মজবুত করিয়া ধর

পীরের ফেল বড়দরের কবিরাজের চেয়েও উত্তম। কবিরাজ প্রথমতঃ জোলাপ দিয়া রোগের জড় বাহির করে পরে রোগের তাছির পরিষ্কার হইবার ঔষধ দিয়া, রক্ত পরিষ্কার ও খাঁটি করে। তাহার পরে বলের ঔষধের দ্বারা বল করিয়া দেয়। এই রকম পীরের দ্বারা চিকিৎসা। জাহান্নামের আজাবের রোগ হইতে মুক্তি পাওয়া ও বেহেস্তের সুখের জন্য [illegible] হওয়ার চিকিৎসা। এই

[illegible] ফিশমেথ, ফ [illegible] বক্তুর [illegible] ([illegible] ,
[illegible] কেহ [illegible] কবিতে [illegible] কাজ [illegible]
[illegible] মনুষ্যের উচিত আপন [illegible]
থাকে [illegible] রোগী [illegible] কবিরাজ রোগীর [illegible]।
[illegible] কবিরাজ [illegible]

আসেক মাশুকের [illegible] এক আসেক বলিতেছেন, "আমার [illegible] কিছু [illegible] তার [illegible] মনে আসে। [illegible] জান [illegible] পয়দা করিয়াছেন [illegible], [illegible] চলিবার বৌশুনির দরকার

আদিছ শরিফ ; তোমাকে দিয়া [illegible] পয়দা করিল তাহার উপরে [illegible] দিয়াছে [illegible] চলিবেক সে বৌশন ও বুন পাইবে [illegible] করিবে তাহার উল্টা [illegible] পাইবে

আল্লা তায়ালা ফরমাইয়াছেন যে আমার [illegible] ও [illegible] আমাদের [illegible] অর্থাৎ আমিকে পয়দা করিয়াছেন [illegible] আমার [illegible] দেশকে আমার নূর দিয়া পয়দা করিয়া আপন [illegible] রাখিয়া পরওয়ারেশ করিয়াছি আমার আশেকেরা আমাকে বলে, আয় পরওয়ার দেগার [illegible] দেন [illegible] আমার মধ্যে একথা আল্লার জাতের উপর ফেরেশ্তা হইয়া বসে

আল্লা ফরমাইয়াছেন ;—হে [illegible] তুমি [illegible], আমি তাহার দোস্ত [illegible] ফরমাইয়াছেন ; আমার সঙ্গে [illegible] যে [illegible]

আমি তাহার সঙ্গেই রহিয়া থাকি। খেলওয়াতের অর্থ; আল্লার এবাদতের জন্য পাক নেরল যায়গা।

আল্লা ফরমাইয়াছেন, যে আমাকে খুজিবেক সে অবশ্য আমাকে পাইবেক [illegible] দেওয়া হইলে জামাল ইউছোপ আঃ ছঃ মের চেহারা দেখিয়া কহাতের সময় মেছেরের ভুকা লোক সকলের, ভোগ ভুলিয়া যায় ও আওরত সকল লেবু কাটিতে, হাত কাটিয়া যদি কষ্ট অনুভব না করিয়া থাকে তবে আল্লার আশেকনা, আল্লার জামাল দেখিয়া দুনিয়ার দুঃখ ভুলিবেনা কেন।

আল্লার জমালে দেল বাঁধিবার জন্য, জেকের ও ফেকের কারার হইয়াছে যে যার মহাব্বত রাখে, সে তারে মনে করে ও তাহার ফেকেরে থাকে আল্লার জেকেরে এমন মশগুল হয়, যে শেষ দম পর্য্যন্ত না ছোটে [illegible] দিন রাতের [illegible] জন্য সতত ভাবনা ও চিন্তা [illegible] যদি ভুলো, তবে মোশরেক হইয়া যাইবে ও [illegible] জেকের ও [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] হয়, তবে [illegible] হয়।

[illegible] উক্ত [illegible] সমস্ত [illegible] জেকের ও তাহার [illegible] আল্লার বেজার তলবগার।

১৭৩ মকতুব কালেমা নফি এছবাত, তাহার অর্থ এই আল্লার এবাদতে [illegible] ভুলন, মন মনের ও [illegible] জ্ঞান হইতে দূর করা [illegible] যা কিছু মনে কি চক্ষে আইসে সব 'লা'র তলয়ারের নীচে কাটিয়া বাহির করা ও মকছুদ যাহার এবাদত, সেই আল্লা ব্যতিত মনে ও চক্ষে ও জ্ঞানে কিছুই না থাকে। এই রকম কালমার অমোল [illegible] আমোল করিলে বুঝিতে পারিবে

১৮২ মকতুব। হজরতের নিকট আছহাব সকল আপন মনের খাতরাত অর্থাৎ খারাবির সেকায়েত করিলেন হজরত ফরমাইলেন কামাল ইমানে কামাল একিন পয়দা হয় ও কামাল একিনে কামাল কেবর আরাব হাছেল হয় যত ইমান কামেল হবে তত কোরবের কামাল হইবে। ওছওয়াছার সাবগা থাকিবে না। যখন কোর্ব হাছেল, তখন ওছওয়াছা কিসের, এজামানায় আল্লার কোর্ব ও হুজুরীতে খতরা ও সন্দেহ অনেক আর না লায়েক ওছওয়াছা সমস্ত অনেক আইসে। এসব ইমানের ও একিনের দোষে হয় এই রকম খাতর বিষ। খবরদার ইমান কামেল হাছেল করিতে কছুর করিও না।

১৮৯ মকতুব। তরিক রাবেতা অর্থাৎ পীরের সঙ্গে মহাব্বতের আছিলা অথবা অন্যান্য সমস্ত তরিকা থেকে এই তরিকা জলদি কোরবে পৌঁছায় আহারে কেঃ কেঃ বলা না পারে মহাব্বতের রবেতায় বেশী ফয়দ রাবেতার হইবার ও কোন তরিকা নাই যে এরকম জলদি পৌঁছাইতে পারে।

হজরতে খাজা হাছিন ফাদুস ফরিয়েছেন, যে ব্যক্তি অনেক আল্লাহ ফকর করে তাহাকে, ইজ্জি থেকে কেশ দিগিতে পারে ও তার দোবেসামী থেকে খুশি ও জ্ঞানিতে আসে। আর কাজি যেমন মনজায় থেকে পৌঁছায় যে তাহ বুঝিতে আইসে না।

ঐ কেতাবে,—যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" মেটে কয় তাহার গুনা হইয়া যায় এই কলেমা নিবা বলই কঠিন ব্যারামের দাওয়া, যন্ত্রের আদনা;—গম।

হজরত ফরমাইয়াছেন ; এই কালমা বক্ত যে কয় মোহ তাজের আফত থেকে আল্লা বাঁচায় আবার ফরমাইয়াছেন,—এই কালমা বেহেস্তের গজের এক গজ ইহার অর্থ, নাই গোনা থেকে বাঁচিবার কিন্তু আল্লা

তুই আপন কুউয়াত দিয়, আমাকে গোনা থেকে বাঁচা। আর নাই কিছু তাকত, আমা থেকে তাহাতে বাঁচিবার কিম্বা তোর কুউয়াত ও মদতের দাবায়

ওয়াজেদের বয়ান, অর্থাৎ আল্লার প্রেমেতে বেহুস হইয়া, নাচা, কোঁদা, গজল গাওয়া কাঁদা ইহার আদবের বিষয় একছিব লেখায়েছে ছামাব বয়ানে দেখ ইহাকে হারাম বলা যাতা ওয়াজেদ এক প্রেমের ফেল সে এক হাল, আসমে গায়েব থেকে আসিয়া, জাকেরের দেলে পয়দা হয় সে আল্লার এস্কের এক আগুন দেলকে এমন ছাপ করে, যেমন আগুনে চাঁদি পুড়িয়া ছাপ হয়। কোন্ রেয়াজতে [illegible] ইহাদে বক্তকে [illegible] কিছুই মোদ বোধ থাকেনা। সে সময় তাহাদের শরীরে কিছুই বল থাকেনা পড়িয়া যায়, বেহুস হইয়া যায়; দুঃখ ও সুখের [illegible] কেন এ জিনিষ উহাদের জন্য [illegible] দেখোন [illegible] হইয়াছে ও তাহাদের মধ্যে লোকছের বদমায়েসী আছে ও [illegible] ছুড়ে নহে তাহাদের জন্য [illegible] চেয়ে লোকসান বেশ।

এই মকছুর তরিকার বোজর্গ লোক, দেল পাক হবার জন্য [illegible] তৈয়ব এক্তিয়ার করিয়াছেন 'লা'এর বাড়ু দিয়া দেল ছাফ না করিলে আল্লার তজল্লির মোকাম পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে না। আল্লার এস্কের আগুন, যে দেলে তেজ হইয়া উঠে, মাশুক ব্যতীত সব পোড়াইয়া ছাফ করিয়া দেয় 'লা'র তলওয়ার দিয়া গয়েব হক্ক কাটিয়া ফেল, তার পর দেখ কি থাকে মাত্র আল্লা সঙ্গে থাকে, আর সব চলিয়া যায় তখন খুসি হও, যে এই এস্ক তোমার মধ্য হইতে সমস্ত গয়েরেক জ্বালাইয়া পাক করিয়া দিল এসম্বন্ধে হজরত মৌলানা সাহেব বলিয়াছেন।

[illegible]

হজরত [illegible] ফরমাইয়াছেন, [illegible] ও প্রকৃতিতে অর্থাৎ [illegible] আছে, [illegible] দেহ [illegible], ও ঐ সমস্ত [illegible] দেখা [illegible] ঐ সমস্ত [illegible] করিয়া দাও

[illegible] অর্থাৎ [illegible] আনওয়ার ও তাজাল্লিয়াত আদেমে [illegible] হইতেছে [illegible] সমস্ত [illegible] পৌঁছায় ও [illegible] অর্থাৎ আদেমে [illegible] সকল [illegible] সে [illegible] কামালের [illegible] পৌঁছায়

হজরত [illegible] ফরমাইয়াছেন — [illegible] করনেওয়ালা [illegible] বাদশাহ কিছু দেখে ও চিনে, তাহা [illegible] অর্থাৎ মোরাকেবাতে নিজকে [illegible] করিয়াছিলে [illegible] পাক বলিয়াছেন "তোমাদের দেহের ভিতরে [illegible] আছে, তোমরা বুঝিতে পার না, [illegible] বেচেহারা ও বেনিশান [illegible] ঐ রকম বেনেশান হইতে না পারিলে বেনেশানের নেশান পাইতে পারিবেক না।

এখন ছায়ের ও ছলুকের কথা। নফছ পাক করা আর দেলকে এমন ছাফ করা, যে বাতুনের রোগ সকল দূর করিয়া দেওয়া। মানুষের দেহের ভিতরে কত রকম রোগ আছে যে মনুষ্যকে আল্লাহতালার

আজাবে পৌঁছ হবে সেই সমস্ত রোগ ও গুনা মনের ভিতর হইতে বাহির করিয়া দেওয়া, ঐ কে তরিকতে জমানের জুরত বলে অর্থাৎ দেলের হালাতে কামেল ও তোলওয়ার এরিকেনের হামানেব হয়

তৌহিদ দুই রকমের তৌহিদ অজুদি ও তৌহিদে সহুদী তৌহিদে অজুদি মৌজুদ জানা, আর তাহার গায়ের অর্থাৎ কিছুই নাই এ কাশফ হবে তবে বাঁচাক এসে সরিয়তের খেলাফ হইয়া পরে এই হেতু কে হজরত মনছুর রঃ [illegible] পাইয়াছেন ও সহুদ, এক আল্লা কে দেখা অর্থাৎ চাখোকের নজর আল্লা ব্যতিত কোন দিকে না যায় আবদ মাবুদের পারক এমানে হাছেল হয়। এই ঠিক সরিয়তের বস্তু আর এই হইতে রছুল পাক ছঃ আঃ শিক্ষা দিয়াছেন পীরের সঙ্গে রাবেতা যার ঠিক আছে সেই সহুদিতে বাস্ত পায় ও যে পীরের রাস্তা কাটিয়া দেয় সে অজুদি কিম্বা অন্যান্য বেসরিয়তি বেসরাহিতে পড়িয়া নষ্ট হয়।

হজরত খাজা নগাবন্দ র. আঃ হের নিকট একজন ছওয়াল করিল, কে ছলুক ও জজবার মকছুদ কি? কে মরেফতে এলাহি হয়ীনে আল্লা কে হক চেন যাহ এলেমের বয়ানে জম করা হইয়াছে তাহা খুলিয়া যাওয়া, ও যাহা দলিলের দ্বারায় শুনিয়া বিশ্বাস করিতে হয় তাহা খোদ দেখিয়া লয়। অর্থাৎ সরিয়তের মছলা দলিলের দ্বারা জানে তাহা ছলুকে কাশফের দ্বারায় জানে যেমন হজরত এলেম অহি দ্বারা পাইয়াছেন বোজর্গানে তরিকা ঐ এলেম হজরতের অছিলায় এলহাম ও কাশফ দ্বারা পান সরিয়তের কেতাব ও কোরাণ শরিফ আছমান হইতে কাগজে কেতাবে নামে নাই অহি, ফেরেস্তা দ্বারায় হজরতের মুখে ও কানে ও বুকে পৌছে তাহাকে অহি বলে আর হজরতের অছিলায়, অলি আল্লা দিগকে পৌছে তাহাকে এলহাম ও কাশফ বলে।

[illegible]

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ۝ قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله

[illegible] সোনা, রূপা, ঘোড়া, গরু, ক্ষেত, ইত্যাদির [illegible] দিয়াছে [illegible] তাহার নিকট [illegible] সুন্দর নারী, সুন্দর সুন্দর বিবি, [illegible] সেই সুখে থাকিবে

সে কথা কুরানে আছে এইমত, —

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء

অর্থাৎ, মোছলমান কাফেরকে [illegible] যে দুই কাজ করিবে তাহা [illegible] দোওয়া করিবা [illegible] পরওয়ারদেগার [illegible] আমার [illegible] করিব [illegible] তাহাকে দোজখের আগুন হইতে

[illegible] ছুরাহ [illegible],

[illegible] (১)

[illegible] আমার পরওয়ারদেগার [illegible] যখন আমাকে [illegible] কবির [illegible], [illegible] হইতে [illegible]

[illegible],

[illegible]

لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت (سورة بقر)

অর্থাৎ, [illegible] বাহাকে, কিন্তু ঐ [illegible], যেটুকু সে পারে। [illegible] করিবে, তেমনি [illegible] হবে। ক্ষমতা থাকিতে না পারে, তবে গেরেপ্তার হইবে [illegible] আর পরওয়ারদেগার আমার ভুল চুক ধরিও না [illegible] পরওয়ারদেগার আমার উপর ভারি বোঝ দিও না, যেমন দিয়াছিলা আগের উম্মতের উপরে [illegible] পরওয়ারদেগার আমাকে দিয়া, [illegible] জিনিস উঠান না, [illegible] আমি [illegible] আর বখশিয়া দে আমাকে, আর রহম কর আমার উপর তুই আমার [illegible] মদদ দে [illegible] কাফেরের [illegible] উপর

তাঁর পরিবর্তে কেবল কি আল্লাহ ব্যতীত কেহ কোন বস্তু দেখিতে পারিবে না পারে।

তুমি যখন কে [illegible] বুঝিবে [illegible]

১২ মকছুদ [illegible] বর্ণনা [illegible] যাহা [illegible] আলমে থাকে আর পাঁচ কদম [illegible] আলমে [illegible] তজলি [illegible], তজলি জেন্দেগী, তেজলী [illegible] হইতে [illegible] জাজির [illegible] থাকে এই রকমে দরজা বদরজা [illegible] কদমের কদমে নিজকে দূর করায়, আল্লাহ নিকটবর্তী হওয়া এই সমস্ত কদমের শেষ বাদে ফানা শেষ হয় ও বকা কায়েম হয় এই ফানা বকা রেখে হকিকতে মহম্মদী ও আহম্মদীতে [illegible] পৌঁছিলে হয় তাহার উপর ছালাত ও ছালাম এই ফানা ও বকা সম্বন্ধে হজরত মওলানা রুম ছাহেব মছনবী শরিফে বর্ণনা করিয়াছেন।

[illegible]

[illegible]

মোখাম্মছ [illegible]।

[illegible]

[illegible]

১৩৭ মকছুদ [illegible] অর্থাৎ [illegible] কোন ব্যক্তি যাহার [illegible] দুনিয়া [illegible] গিয়াছে, আর আল্লাহর [illegible] গরম হইয়া গিয়াছে

[illegible] সমস্ত [illegible] অর্থাৎ [illegible] আর সেই দুনিয়ার [illegible] সমস্ত [illegible] হজরত [illegible] করিয়াছেন দুনিয়া ও দুনিয়ার মত জিনিষ মাত্র উন

১৩০ মকছুদ হুসিয়ার হইয়া জান, যে তোমার নেক বখতি ও [illegible] আওলাদ [illegible] নেকবখতি, ও সকলের খায়ের, ও আজাব [illegible] বেহেস্ত [illegible] আপন মওলা বা [illegible] পারায়

সাধ্য অনুসারে সমস্ত সমাহেত জেবেরে [illegible] এক [illegible] তাহার নাম তুমিব [illegible] [illegible] অর্থাৎ [illegible] মনে হয় এই [illegible] প্রথম [illegible] [illegible] চাই তার পর [illegible] [illegible] । [illegible] [illegible] সমস্তকে এই [illegible] [illegible] অনেক উত্তম, [illegible] আবশ্যক । অর্থাৎ [illegible] আছেন । [illegible] না করিলে কোন [illegible] যোগ্য হইবেক না [illegible] উচিত, যেহেতু [illegible] অধিক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উচিত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আর সম্পূর্ণ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] তার তাহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পূর্বে [illegible] [illegible] [illegible] কোনও [illegible] [illegible] জারি হইবে। [illegible] [illegible] [illegible] তাহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পায় আমিলো তাহার পাক [illegible] ও পাক [illegible] দরবার হইতে [illegible] [illegible] [illegible]

জেকের করিবার সময় [illegible] [illegible] হয়, তাহাতে কোন [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

আহার দরবার ও [illegible] থাকিবার কথা তাঁহার দ্বার পায়, ও মাদদও সাহস উহার বাবা আসিলে [illegible] আর পীর যদি কোন কাপড় ও বাবরক দেন, এই তকদির ও এখলাছের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখা [illegible] আর উহার [illegible] পবিত্রতার যে সকল ওয়াকেয়াত লোকের [illegible] তাহার উপর এতেমাদ ও এতেবার করিতে [illegible] ঠিক জ্ঞান [illegible] বেশ উন্নতি ও ফায়দা ঠিক মরিদের [illegible] [illegible] দোনের সঙ্গে [illegible] ও [illegible] আদায় [illegible] ও শেষ [illegible] [illegible] ও [illegible] আহকাম [illegible]।

পীর জামাল, [illegible] ও [illegible], আমাদের নিত্য [illegible] ও শেষ কামালে পৌঁছিবার সময়, পীর আপনা বাহির করিয়া [illegible] [illegible]

[illegible] করিয়া তরিকা বাদশ দেখিতে [illegible] তাহাকে [illegible] করিয়া দিয়া এই বলিয়া যে, আমার নিকট আমার [illegible] দিতে [illegible] আপন পোষাক [illegible] থাকিবে? ইহাতে আমার সমস্ত হুকুম মানিয়া লইবে। বুঝিয়া দেখ, দুনিয়ার কাজে যেমন এত আদবের আবশ্যক, [illegible] করিবার জন্য কত আদবের আবশ্যক। পীর যেখানে বসেন সেখানে বসিতে নাই। তাহার ছায়া মাড়াইতে নাই। তাঁহার জায়নামাজে পাও দিতে নাই। [illegible] তাঁহার বাসন ব্যবহার করিতে নাই। তাহার সামনে ভাত পানি খাইতে নাই, কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে নাই, কাহারও দিকে একটুও মতওয়াজ্জা হইতে নাই। তাহার গায়েবেতে অর্থাৎ বিনা উপস্থিতিতে যে যায়গায় তিনি থাকেন সেদিকে পা দরাজ করিতে নাই। সেদিকে থুক

ফেলিতে নাই। আর পীরের দ্বারায় যাহা কিছু পাক রূহ তাহাকে চৌধারি নিবের যদিও অজ্ঞেরেতে তাহা ভাল দেখায় না। যাহা বলেন একেবারে হইতে করেন। পীরের হুকুমে বাজ করেন যদি কোন খাতাও দেখা যায় তাহা দেখেন না, তবু পয়গম্বর আ ছাঁ দেরও হইয়াছে তাহাতে মনোমাত কিন্তু কেন এমন করিলেন এটুকুও মনে করা জায়েজ নাই। বরাবর দেখ যখন পীরের সঙ্গে মোলাকাত হইল তখন মাহবুবের দ্বারায় যাহা কিছু প্রকাশ হয়, মোরেদের চক্ষে যে সমস্ত কাজ মাকরুহ দেখায়। তাদেরের যাহা কিছু কাশফ হয়, তাহার ভাল মন্দ পীরের কাছে জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইবে। নিজের কাশফের উপরে কোনই বিশ্বাস রাখিবে না। পীরের বিনা হুকুমে তাহার নিকট হইতে উঠিবেক না। ও তাহার ছামনে উচ্চ আওয়াজে কথা বলিবেক না। ও পীরের সঙ্গে চিল্লাইয়া কথা কহিবেক না। ও যেখানে ও যখন যে ফয়েজ পাইবে, পীরের অছিলায় পাইতেছে এই বিশ্বাস রাখে। যদি কখন কোন পীরের কাছেও থাকে কিম্বা কোন মাজার শরিফে যায়, সেখানে যদি কোন ফয়েজ ও ফায়দা বেশী পায় তাহাও বুঝিবে যে পীরের দ্বারায় পাইতেছে। আর জানিতে হইবে যে আমাদের জমে কামালাত ও ফইউজ যাহা পীরের সঙ্গে এতেকাদ ও মহব্বত মজবুত রাখে কোনই বেহুদা পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে না। কিন্তু ভুল বশতঃ কোন কছুর হয় তাহাতে ভয় নাই। যদি কোন আদবে ভুল হয় আর লজ্জিত না হয়, তাহা হইলে ফেউজাত হইতে বরকত হাছেল করিতে মাহরুম হইবে। এত সমস্ত আদবের বাবৎ এই যে, আমার মহব্বত ও হুজুরী ও বেজামন্দির মোকাম হাছেল করিবার পর পীর আমার জাত পাক হইতে যাহা কিছু ফয়েজ ও বরকত তাদেরের দেলে পৌঁছে পীরের অছিলায়। এ অবস্থা অত্যধিক কছুর থাকিলে বরকত হাছেল করিতে মহরুম থাকিবে। যেহেতু পীরের জাত হইতে পার

হইতে পৃথক নহে।

সরিয়ত হইল ফুল আর তরিকা হইল মগজ হজরত মোজাদ্দেদ আলফেছানী রাঃ আঃ তাঁহার মকতুবাতের জেলদে দুই এর ৪৬ মকতুব মৌলানা হামিদ বাঙ্গালীকে লিখিয়াছেন সরিয়ত যেমন নামাজ রোজা তাহার ছিলে কামালাতে নবুয়ত ও বেলায়েত হয় তরিকার পাবন্দ হয়, যেমন তাহারাত তরিকার কাজ করা যেমন, দুই দেলের জাহের ও বাতেন মাছেওয়া আল্লা হইতে পাক করা আর সরিয়ত যেমন নামাজ, সে দেল পাক হইয়া হুজুরের উপস্থিত হইয়া হাজির হওয়া। তবে সরিয়তের সমস্ত কামালাতে বেলায়েত ও নবুয়তে বুঝিয়া লও যাহার সরিয়ত ঠিক নাই তাহার তরিকায় ফায়দা বুজুর্গী সমস্ত মরদুদী যাহাদের সরিয়তের সঙ্গে তরিকা ছোড়া হয় তাহারাই কামেল বেদাতী সরিয়ত যেমন নামাজ, নামাজ ঠিক জেলে মোমেনিন উপরের মনে সমস্ত ত্যাগ করিয়া আল্লার তরে আল্লার কোরব হুজুরিতে মন ও দেল তন চরণে রাখিয়া হাজির হওয়া এই হইল বেলায়েতে নবুয়তের কামালাত এই হকে কামেল সরিয়ত বলে সরিয়ত অতি আশ্চর্য চিজ ছিল তাঃ ছঃ হজরতের নিকট জানিয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই।

তোয়াজ্জোর বারে হজরত মৌলানা শাহ আবদুল আজিজ মোহদ্দেছ দহলবী ছাহেবের তফছীরে বিশেষ রূপে লিখিত আছে। যে হকিকতে তোয়াজ্জো, ও মোবারেক, মোসাহেদ, ও মোকাশেফা ও ফায়েজের নজুলের অবস্থা খুলিয়া যাইবে তোয়াজ্জো চারি শ্রেণীর একের পরে এক প্রথম এনেকাছি,—তাছির জন্য দ্বিতীয় এলকায়ী, —দেলোনম তৃতীয় এছলাহী, —ছালেকরা চতুর্থ এত্তেহাদী, —আল্লার হুজুরী আর ইত্তেহাদী জেবাইল আঃ ছঃ ছালামের ছিনার ভিতর মারফত ঢালিয়া দিয়া, হজরতের ছিনার ভিতর এমনভাবে পৌঁছাইয়া দিবেন যে, যেমন দুধে ও চিনিতে মিলিলে মিষ্ট ও মজা হয়,

এবং তাহার চেয়েও উৎকৃষ্ট হও ও মিসক [illegible] হইলে [illegible] তোর হয় বলে।

এই তোমজ্জা উপযুক্ত কামেল মোরশেদ পীরের দোয়া ও তাঁহার শিক্ষা ব্যতীত কেতাব দেখিয়া বা নিজে নিজে চেষ্টা করিয়া, সিদ্ধি লাভ করা যায় না। কামেল মোরশেদ পীরের নিকট হইতে তরিকা লইয়া তাহার আদেশ ও শিক্ষানুযায়ী কার্য্য যোগে আধ্যাত্মিক জগতে গমন এবং ক্রমে ক্রমে খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভের জন্য পথ অতিক্রম করাবার নাম ছয়েরও ছলুক।

ছয়েরও ছলুকের মকছুদ এই যে, নফছকে পাক করা। আর কলুবের আখলাক ও ব্যারাম দূর করা। ব্যারামেতে দুঃখ হয়। [illegible] আহলাদের নিশান। আর তাঁহারা কেরামকিরাম বলিয়াছেন "ফিকলুবিহিম মরজোন" দেলে মরজের রোগ আছে। ছুফীগণ [illegible] [illegible] হইয়াছেন যে, মারেফাত যাহা কেতাবে দলিলের দ্বারা জানেত হইয়াছে তাহা ছয়েরও ছলুক (ছলুক মানে আধ্যাত্মিক চলন) ও কাশফের দ্বারা (কাশফ অর্থাৎ দেলের চক্ষু একিনের নূর) নূরে তজল্লি [illegible] [illegible] দ্বারায় একিনের নূর পাইয়াছেন। ছয়েরও ছলুক [illegible] [illegible] ও কাশফ [illegible] (১) ছয়েরও ছলুক [illegible] [illegible] [illegible]

(১) কাশফ অনেক রকমের হয়, শয়তানী কাশফ অর্থাৎ শয়তানের মদদে দুনিয়ার জন্য যে সমস্ত রেয়াজত [illegible] দের ও আমেলদের অর্থাৎ যাহারা দুনিয়ার সুখের জন্য কোরান শরিফ ও দরুদ শরিফ ও আছমার আমল করে অর্থাৎ খোদা তায়ালার বিশেষ বিশেষ নাম মন্ত্রের মত পড়ে তাহাদের আখেরাতে কোনই অংশ নাই। ইহাদের উপরেও কাশফ হয় কিন্তু তাহাকে এস্তেদারাজ বলে। ছালেকরা তাহার শেখকে ছাদেকে তাঁহার মদদের দ্বারায় তাহার রেজামন্দের মোকামে নিজকে পৌঁছাইবার জন্য যে, রেয়াজত করে, তাহাতে তাঁহার তাইদের দ্বারায় [illegible] [illegible] তাহাদিগকে জানায় তাহাতে শয়তানের দখল নাই। তাহাতে আছলাম সব মজবুত থাকে আম্বিয়া, আওলিয়া ও ফেরেস্তা ও আল্লার কওমাত এই সমস্ত অছিলাদ্বারা যে কাশফ হয় [illegible] [illegible] নিজেই কোরান শরিফে ইহার [illegible] দলিলে এরশাদ ফরমাইয়াছেন,—'আ [illegible] [illegible] এনছানো মালাম ইয়ালাম' অর্থাৎ এনছানকে [illegible] [illegible] আল্লা জানাইতে চায় [illegible] কালাম কে বিশ্বাস না করিলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

আনার পক্ষে [illegible] দেশে আ[illegible] ক[illegible] [illegible] কল্পনা করিলা, [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] চক্ষে মাহবুবের [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] ব্যতীত আর [illegible] [illegible] করিবে, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উদ্দেশ্য [illegible] [illegible] [illegible] করিতে থাকে [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] থাকে

ডাক্তার অর্থাৎ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও ঘোড়াগুলো সহিসের নিকট [illegible] [illegible] করিয়া সকল সময়ে বুদ্ধি, সাহস, আদব ও সহানুভূতি [illegible] চরিত্র [illegible] বিশেষ [illegible] [illegible] করিতে হইবে [illegible] চরিত্রের একটার অভাব হইলে তরিকার ফায়দা পাওয়া যাইবেনা [illegible] [illegible] [illegible] দাগ, ইয়াদ দাগ, [illegible] দারদম [illegible] [illegible], [illegible] জানা [illegible] ও [illegible] [illegible] প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যে [illegible] [illegible] আমল না করিলে তরিকার কোন ফায়দা পাওয়া যাইবে না। অতএব উপরোক্ত বিষয় সমূহের প্রতি প্রত্যেক [illegible] বিশেষ ভাবে তাহাদের সহিত লক্ষ্য রাখিতে হইবে

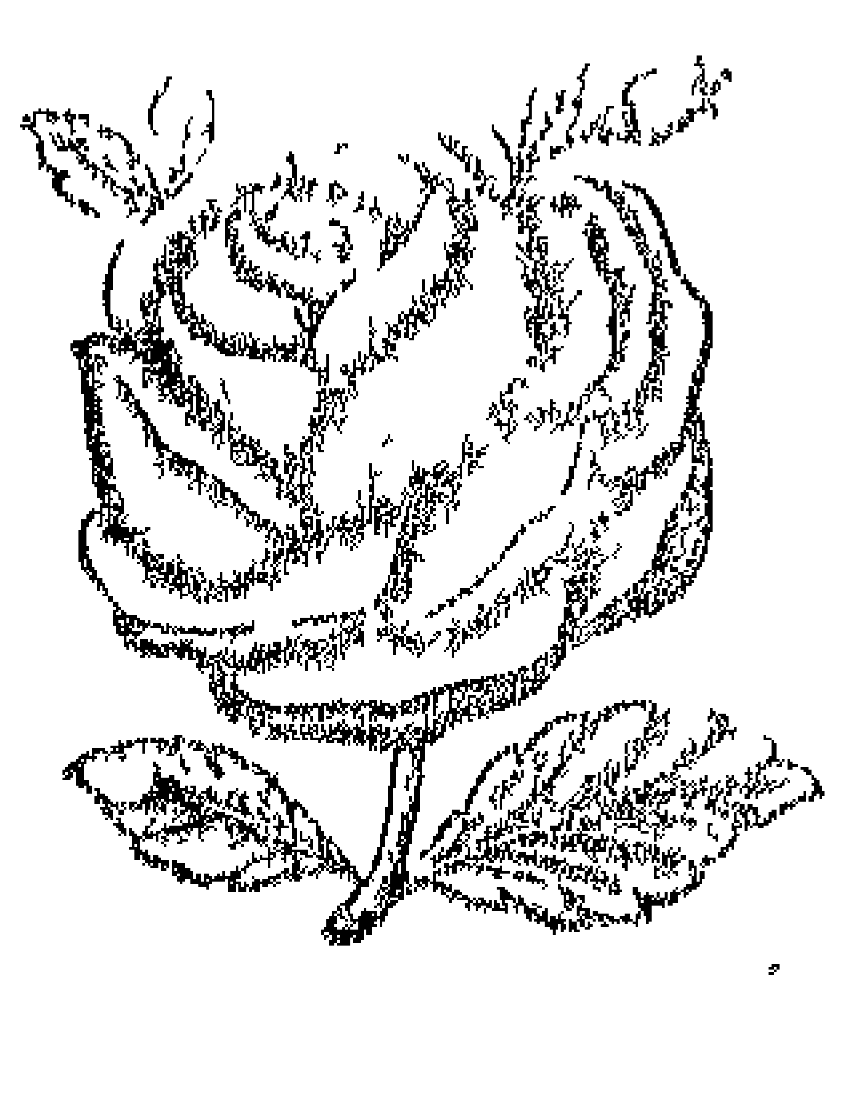

ছুলুক ও মোকামাদি

"নেছবতে মোজাদ্দেদিয়া ছুলুক শব্দ, [illegible]
কাদেরের অর্থাৎ শরীর [illegible]
করা হইয়াছে। অধিকন্তু শরীরের প্রত্যেক অংশের উপাদান এবং তাহার
গুণ আত্মার এই দশ দরকার [illegible] করা হইয়াছে। অর্থাৎ শরীর
দ্বারা কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি [illegible] এবাদতগুলি
করিতে হইবে এবং আত্মা [illegible] কামেল মোকাম্মেল পীরের
সাহায্য ব্যতীত [illegible] আত্মাকে চিনিবার জন্য জেকের [illegible]
পারিলে, [illegible] ইত্যাদি আধ্যাত্মিক [illegible] হাসিল
হইবে। সুতরাং [illegible] স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, শুধু নামাজ, রোজা
হজ্জাদি বাহ্যিক এবাদত করিলেই, আত্মার [illegible] শেষ হইল না,
উহা শরীরের এবাদত হইল। ইহা ব্যতীত আত্মার এবাদত করিতে
হইবে। খোদাওন্দ করিম ইনসানের, কলব, রুহ, ছের, খফি, আখফা
ও নফছ এবং আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস এই দশ লতিফা অর্থাৎ
পবিত্র বস্তু সমূহ দ্বারা সৃজন করিয়াছেন। উপরোক্ত দশ লতিফার
বিষয় জানা ও চেনাই ছুলুকের উদ্দেশ্য — ও মোকামাদি ইহার
উদ্দেশ্য [illegible] নিজেকে চিনা [illegible] আল্লাহতায়ালাকে [illegible]
হুজুর পাক হাদিছ শরিফে ফরমাইয়াছেন যে,—"মন আরাফা নফছাহু
ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু" অর্থাৎ নিজেকে [illegible] চিনিতে পারিবে সেই
আল্লাকে চিনিতে পারিবে। উপরোক্ত দশ লতিফা সমুদয় মনুষ্য
শরীরেই বর্তমান আছে; কিন্তু [illegible] কামেল পীরের নিকট
তোয়াজ্জোহ না লওয়া হেতু বুঝিতে পারে না। পীরের তোয়াজ্জোহতে ও
খোদাতায়ালার অনুগ্রহে ঐ সমুদয় লতিফা জেন্দা হইয়া ক্রমে জারি
অর্থাৎ আল্লাহ আল্লাহ নাম জেকের করিতে থাকে। তখন উপরে [illegible]

ঐ আবিদ মুরিদ অন্তরের ভিতর নিজ খাত দেখিতে ও অনুভব করিতে পারে। নফ্‌ছকে দেখিতে ও চিনিতে পারিলেই খোদা তায়ালাকে চিনিতে ও তাহা অনুভব করিতে পারে। [illegible] আবরাব, কল্‌ব, রুহ, ছের, খফি, আখ্‌ফা [illegible] লতিফা [illegible] তাহাদের এবং জাহেরা, আদমের খাকী ৪টি [illegible] লতিফা [illegible] পাইবেন।

মকছুদ তালেবের মকছুদ অর্থাৎ খোদা তায়ালাকে অনুসন্ধান করিবার পথের সুবিধা ও উপকারের জন্য উপরে [illegible] লিখিলাম, দায়ের ও মোকামাতের বিষয় যত সত্ত্বর হইতে পারে নিম্নে উল্লেখ করা হইল। [illegible] তাহাদের কথঞ্চিৎ উপকার হইলেও নিজকে কৃতার্থ বোধ করিব।

লতিফা [illegible] জানা উচিত।

১। লতিফা কল্‌ব। উহার স্থান বাম স্তনের দুই অঙ্গুলী পরিমাণ নীচে ও দুই অঙ্গুলী পরিমাণ পার্শ্বে অবস্থিত। এই লতিফা হজরত আদম ছফিউল্লাহ [illegible] এই লতিফা [illegible] তাহার অনুগ্রহে [illegible] তাহাকে [illegible] দেখিবেন।

২। লতিফা রূহ। ইহার স্থান, দক্ষিণ স্তনের দুই অঙ্গুলী পরিমাণ নীচে ও দুই অঙ্গুলী পরিমাণ সম্মুখে অবস্থিত। [illegible] হজরত নূহ [illegible] ও হজরত ইব্রাহিম [illegible]। এই লতিফার খোদাতায়ালার অনুগ্রহে [illegible] তাহাকে [illegible] দেখিবেন।

৩। লতিফা ছের। বাম স্তনের দুই অঙ্গুলী পরিমাণ উপরের দিকে দুই অঙ্গুলী পরিমাণ সম্মুখে ইহার স্থান [illegible] কদম

ছেদন [illegible] অনুগ্রহে [illegible]

৪। [illegible]

[illegible] তাহাকে [illegible]

৫। [illegible] আশ্লেষা। [illegible] কর্ক ইহার ঠিক মধ্যস্থলে কর্কট উপরিভাগে অবস্থিত [illegible] কদম [illegible] [illegible] মক্কেলের [illegible] তারাগুলি [illegible] মস্তক [illegible] [illegible]

৬ [illegible] ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত [illegible] কদম [illegible] "[illegible]" [illegible] নিজেই [illegible]

কারণে [illegible] উপরোক্ত [illegible] করিয়া [illegible] "[illegible]" [illegible], তাহাকে [illegible] ও সেই [illegible] [illegible] মস্তক থাকিবে [illegible] সকল [illegible] ভেকের [illegible] থাকিবে, যেমন আষাঢ় মাসে বৃষ্টি হওয়ার পর ভেক সমূহ আনন্দে মাতিয়া রব করিতে থাকে

লতিফায় মোরাকেবার ও এছমে জাত জেকেরের নিয়ম,

—মোরাকাবার এবাদত —

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

সালেক যখন লতিফায়ে কাল্‌বের মোরাকেবা করিতে আরম্ভ করিবে, তখন প্রথম নিজের কল্‌বের ভিতর খেয়ালের নজরকে মজবুত ভাবে বসাইবে। বসিবার সময় পশ্চিমের দিকে [illegible] বসিবে। তৎপর ঐ কাল্‌বকে নিজের পীরের কাল্‌বের দিকে খুব আদব, মহাব্বত ও তাজিমের সহিত রুজু করিতে হইবে। তাহার পর পীরানে পীর রঃ আঃ দিগের কাল্‌বের দিকে রুজু হইয়া হজরত রছুল ছঃ আঃ মোবারক জাত কাল্‌বের ভিতর ও সামনে লইয়া তাহার অছিলায় আল্লাহ তায়ালার [illegible] উমেদারের সহিত ভিক্ষুকের ন্যায় কাল্‌বকে আল্লাহর হুজুরে তাবেদারীর হালতে খাড়া করিয়া রাখিতে হইবে। তাহা হইলে জাত পাক হইতে হজরত রছুল মকবুল ছঃ আঃ এর অছিলায় পীরানে পীর রঃ আঃ এর কাল্‌বের অছিলায় আনওয়ারে জেকেরের ফয়েজ সালেকের কাল্‌বে পৌঁছিবে, [illegible] ও সওয়াবের সহিত পড়িবে। সেই সময় আল্লাহর জেকেরের ফয়েজে তাজা হইয়া কল্‌বের মুখদিয়া "এছমে জাত" অর্থাৎ আল্লাহ আল্লাহ জেকের জারি করিতে থাকিবে। ঐ দেলের [illegible] তাহার জামানের হউজে দিন রাত চাহিয়া থাকিবে। আল্লাহ যেমন জুলমাত, রঙ্গ ও মেছালী [illegible] জুলমাত, রঙ্গ ও মেছাল হইতে পবিত্র এইরূপ ভাবে রুহ, ছের, খফি, আখফা ও নফ্‌ছ এই পাঁচ লতিফা দ্বারা উপরোক্ত নিয়মে ক্রমান্বয়ে মোরাকেবা ও জেকের করিতে হইবে। তাহা হইলে ছয় লতিফার জেকের জারী হইবে।

"নফি এছবাত জেকের ও মোরাকেবার নিয়ম

উপরোক্ত ছয় লতিফায় [illegible] জাত জেকের করা হইলে কামেল মোরশেদ তালেবকে "নফি এছবাত" অর্থাৎ "লা এলাহা এল্লাল্লাহ" এই জেকের শিক্ষা দেন। এই নফিয়েছবাতের জেকেরে কামেলের জাহের ও বাতেন হইতে আল্লা ব্যতীত যত নাম ও যত মহাব্বত সমুদয় ফানা হইয়া একমাত্র আল্লাই কায়েম থাকে। এইরূপ ফানা ও বাকা না হইলে নফিয়েছবাত জেকের ঠিক হইবে না। "নফিতে" সমস্ত নাই করিয়া দিয়া আল্লার "বাকার" এছবাত হাছেল করায়।

তালেব যখন "নফি এছবাতের" মোরাকেবা আরম্ভ করিবে তখন প্রথম নিজের ছয় লতিফার ভিতর সমভাবে খেয়ালের নজরকে বসাইতে হইবে। তৎপর নিজের ঐ ছয় লতিফা অর্থাৎ কালব, রূহ, ছের, খফি, আখফা ও নফছকে নিজের মোরশেদের উক্ত ছয় লতিফার দিকে পূর্ণ আদব মহাব্বত ও তাজিমের সহিত রুজু করিতে হইবে। [illegible] পীরান পীর বঃ আঃ আজমাইন দিগের ছয় লতিফার দিকে [illegible] হইয়া হজরত রছুল মকবুল ছঃ আঃ মোঃ মোবারক [illegible] নিজের ছয় লতিফার ভিতরে [illegible] অজিদ [illegible] কেছাবি ও [illegible] সহিত মিলিতের [illegible] ছয় লতিফাকে তাহার হুজুরে সমভাবে [illegible] আশাধারী হইয়া রুজু করিয়া রাখিতে হইবে। তাহা হইলে আনওয়ারে নফিয়েছবাত জেকেরের ফয়েজ [illegible] মহাব্বতের সহিত আল্লার জাত পাক হইতে [illegible] রছুল মকবুল ছঃ আঃ মোঃ [illegible] পীরান পীর বঃ আঃ দের ছয় লতিফার [illegible] নিজের মোরশেদের ছয় লতিফা হইয়া তালেবের ছয় লতিফায় পড়িয়া 'নফিয়েছবাত' অর্থাৎ "লা এলাহা এল্লাল্লাহ" এর পবিত্র জেকের জারি হইবে।

"লা এলাহা" লা মকছুদ "এল্লাল্লাহ"। অর্থাৎ আল্লা ব্যতীত কোন মকছুদ নাই।

[illegible] রাখিতে হইবে। যে প্রথম ধনুকে তার যোজনা করা তাহা ঐ নাভি হইতে "বাণ" তার [illegible] দিয়া, নাভিকে [illegible] ভেদ করিয়া একটুকু নাভিকার মধ্যে থাক [illegible]

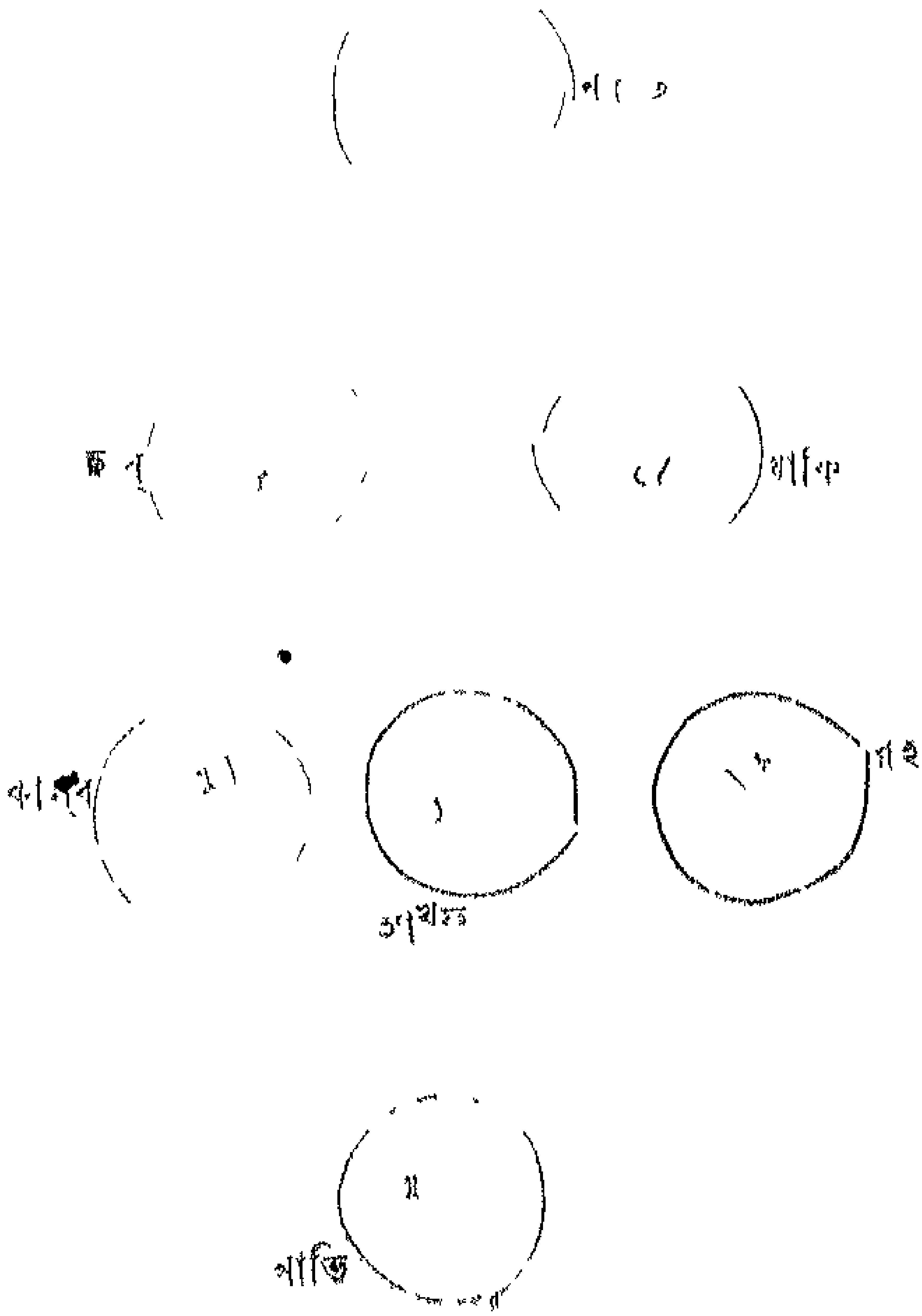

ও আর ডুবানে ওরে যত জুলমাত আছে তাহাদিগকে "নূর' তের ওয়ালে কাটিয়া ছাই করিয়া নষ্ট করিয়া দিয়া '৫ মোকাম'এর শুরু চলিয়াছেন "লেহাব' তীর [illegible] হইতে আরম্ভ করিয়া লতিফায় খাফির মধ্য দিয়া [illegible] কত ভেদ [illegible] উপরে [illegible] ভিন্ন লতিফায় আরও [illegible] যত [illegible] এবং [illegible] নেওয়া [illegible] জুলমাত আছে তাহা ছাই করিয়া নষ্ট করিয়া দিয়া [illegible] দিকে [illegible] এক জমিন ও আসমানের [illegible] ছাই করিয়া চলিয়া গেল। অবশেষে "[illegible]" তীর [illegible] হইতে [illegible] অর্থাৎ মধ্য দিয়া লতিফা [illegible] ভেদ করিয়া, লতিফা [illegible] শেষ হইবে। শেষে মহাশয়ের বক্ষদেশ উপর হইতে [illegible] ভেদ করিয়া কাঁধের [illegible] ও [illegible] তাহাতে [illegible] ও আর ডুবানে ওয়ালা যত জুলমাত পুড়িয়া ছাই হইয়া [illegible] পাকের [illegible] না হইয়া মিশিয়া রহিবে একমাত্র আল্লাহ বাকি [illegible] কায়েম থাকিবে। এই মোকামে [illegible] দিন [illegible] নামাজের পূর্বে [illegible] প্রত্যেক নিশ্বাসে [illegible] লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমা জেকের করিয়া "মহম্মদ রছুলুল্লাহ' [illegible] প্রতিয়াক্ষজাতের [illegible] নিশ্বাস ছাড়িয়া দিবে এইরূপ দৈনিক পাঁচশত বার করিয়া পড়িতে থাকিবে। কোন অবস্থায় বাদ না যায়।

"নফসে জাত" জেকের [illegible] আপনি [illegible] "নফি এছবাত" জেকের ও [illegible] করিতে হইবে। উপরোক্ত ছয় লতিফায় ছালেক মোরশেদ কামেলের অছিলায় খুব পরিশ্রমের সহিত রীতিমত মোরাকেবা করিবে। প্রত্যেক লতিফায় ভিন্ন ভিন্ন রঙের নূর দৃষ্ট হইবে। [illegible] এই [illegible] নূর পৃথক রঙের দৃষ্ট হইবে।

সকল শরীরের [illegible] হইতে [illegible] আহওয়াল।

কোরাণ শরিফে খোদা তালা [illegible] পাক ফরমাইয়াছেন,—'ফ্‌মা ওবিলা ফজ্জুদোছুম ও কণ্ঠেম এলা [illegible]' অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত জিনিষ সমস্ত পোষাক সমস্ত [illegible] আমার জেকেরের নরম হইয়া তাহার দিকে ঝোঁকে। ইহার পূর্বে ছয় লতিফার বিবরণাবলি ও তাহাদের অবস্থিতির স্থান সাত [illegible] উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ ছয় লতিফা ছাড়া আরও চারি লতিফা ১ হাওয়া, ২। আতশ, ৩ পানি [illegible] ৪ মাটি এই চারি লতিফা ও পূর্ব্ববর্ণিত লতিফা নফ্‌ছ এই পাঁচ লতিফা, পাঁচ নবি আলায়হেচ্ছালাম এক্তিয়ার করিয়াছেন। হজরত আদম আঃ ছাঃ লতিফা নফ্‌ছ এক্তিয়ার করিয়াছেন হজরত এব্রাহিম আঃ ছাঃ লতিফা হাওয়া এক্তিয়ার করিয়াছেন। হজরত মুছা আঃ ছাঃ লতিফা আগুন এক্তিয়ার করিয়াছেন হজরত ঈছা আঃ ছাঃ লতিফা পানি এক্তিয়ার করিয়াছেন এবং লতিফা মাটি আমাদের হজরত রছুল মকবুল ছাঃ আঃ এক্তিয়ার করিয়াছেন এইজন্য তাঁহার দরজা সমস্ত নবি আঃ ছাঃ হইতে বেশী। এই চারি লতিফা মনুষ্য শরীরে [illegible] না থাকে সর্ব্ব শরীরে পয়দা আছে।

ঐ ছয় লতিফা এবং এই চার লতিফার এক এক লতিফার সহিত এক এক লতিফার সম্বন্ধ আছে। লতিফা কলব, লতিফা নফ্‌ছের সহিত;—লতিফা রুহ লতিফা বাতাসের সহিত লতিফা ছের লতিফা পানির সহিত, লতিফা খফি লতিফা আগুনের সহিত; এবং লতিফা আখফা লতিফা মাটির সহিত তাল্লুক অর্থাৎ সম্বন্ধ রাখে। পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে এই দশ লতিফা যোগে আল্লাতায়ালা মনুষ্য শরীর সৃজন করিয়াছেন।

উপরে ঐ ছয় লতিফা ধরন যেমন নিজের পীর ও পীরের পীর সাহেবদের ও হজরত নবি করিম ছঃ আঃ যেন আছি করে জেকের করিতেছে হয়; তদপর এই চারি লতিফা ধরন ও যেখানে প্রথম হাওয়া, তদপর আগুন, তদপর পানি ও তদপর মাটি একের পর এক, পৃথক ভাবে মোরাকেবা করিয়া জেকের করা হইবে, ছবক তখন ঐ ছয় লতিফা এবং এই চারি লতিফা একত্রে দশ লতিফা দ্বারা সমভাবে জেকের শুরু করিবে তখন এই দশ লতিফা মিলিত হইয়া এক হইয়া যাইবে হইলে নাম হবে ... তাহাতে অক্ষাশী "ইহান মোবারকের ... যাহা" ছবক নিজের পেরাণের নজর ধর মাথা হইতে পা পর্যন্ত সকল বাদের ভিতরে, উপরে, নীচে ডাইনে, বামে, সম্মুখে ও পশ্চাতে এই ছয়দিক ঘেরাও করিয়া, নিজের মোরসেদের সকল শরীরের ... আছি পীরানপীর সাহেব রঃ আঃ দের সকল শরীরে আছি তাহারা হজরত রছুলে মকবুল ছঃ আঃ যেন মোবারক জ্যোতি সকল শরীরের ভিতরে ও বাহিরে ... সকল শরীর তাজিজি ... সমুদ্রের ... চিজের ন্যায় ... করিবে ... করতে হইবে যে ... সকল শরীরের জেকেরের ... পাক হইতে হজরত রছুল পাক ছঃ আঃ যেন ... পীর রঃ আঃ দের অজিফার নিজের মোরসেদের সকল শরীরের ... ছালেকের উপর শরীরে পুঁটিয়াত, বাহুতে ও মহববতের সহিত পড়িতেছে তখন মাথার চাঁদি হইতে পায়ের ... পর্যন্ত সকল শরীরের ... পোরজার আল আল্লা জেকের হকতের সহিত জারি হইবে এমন ভাবে জারী হইবে যেমন ... তাসের সময় সমুদ্রে ঢেউ উঠে সেই রূপ জেকেরের ঢেউ ছালেকের মাথা হইতে পা পর্যন্ত, সর্ব শরীরে হরদম বহিতে থাকিবে তাহাতে ছালেক মগ্ন থাকিবে। তখন ছালেক উপরোক্ত "কুল্লা ... জাহুদে ... ও ... এক।

জেকরেল্লাহ' এই আয়েত শরিফের মানে অর্থাৎ [illegible] কালবে আল্লাহ তাআলা এই পবিত্র হাদিস শরিফের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে পারিবে। ঐ সময় বেকারারী দূর হয়, তখন সর্বশরীরের চর্ম আদি সমস্ত রগে ও দম তাহার জামালের হাউজে মগ্ন থাকিবে। ইহাকে মোশাহেদা বলে।

এই মোকামের নফি এছবাত এই নিয়মে করিতে হইবে, — "লা মওজুদ "ইল্লাল্লাহ" অর্থাৎ আল্লা ব্যতিত অর্থাৎ আল্লা ব্যতিত মৌজুদ আর কেহই নাই। যখন সমস্ত শরীরে নফি এছবাতের জেকের জারী হইবে, তখন ছালেক অসংখ্যক আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া নিজকে ফানা করিয়া আল্লাকেই বাকী অর্থাৎ কায়েম বুঝিতে থাকিবে। এই মোকামে ছালেক দৈনিক সাত শতবার করিয়া নফি এছবাতের জেকের করিবে। কোন অবস্থায় বাদ না পড়ে।

'ছেলতানীনা জাকের জেকেরের তাওহিদ'

[illegible]; লেহু মাফিচ্ছামাওয়াতে ওমাফিল আরদ' অর্থাৎ সাত তবক আছমান ও সাত তবক জমিনের মধ্যে যত কিছু সৃষ্ট বস্তু আছে সমস্তই আল্লা পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে অর্থাৎ আল্লা পাকের জেকেরে মশগুল আছে। ইহাকেই ছোলতানোল আজকার বলে।

এই মোকামের চারি লতিফা যথা, হাওয়া, আগুন, পানি, ও মাটি পূর্বোক্ত সমস্ত শরীরের চারি লতিফা ছালেকের ভিতরে এবং অত্র মোকামের লতিফা চতুষ্টয় ছালেকের বাহিরে অর্থাৎ সমস্ত আছমান ও সম্পূর্ণ জগতের সর্বত্র স্থানেই ঘেরা। প্রথমে ছালেক এই চারি লতিফার একটা একটা করিয়া পৃথক ভাবে প্রত্যেকটার দ্বারা জেকের করিয়া জেকের জারি হইলে পরিশেষে চারি লতিফা একত্রে লইয়া, সমভাবে জেকের করাকে ছোলতানোল আজকারের জেকের বলে।

"[illegible] নিয়ম"। প্রথম [illegible] নিজ খেয়া [illegible] দিয়া জাত বাড়াইতে হইবে যে, [illegible] সাত [illegible] ও সাত তবক জমিন [illegible] নজরে [illegible] যায়। [illegible] করিবে যে [illegible] আজকা [illegible] উপর [illegible] সজিদ হইয়াছে। [illegible] আজকারের [illegible] সাত তবক জমিনের নিম্ন [illegible] পর্য্যন্ত ও পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর ও দক্ষিণ [illegible] চর্য্যদিক এবং [illegible] মধ্যে জালেক নিজে একদিক, যেমন পানির মধ্যে মচ্ছ ডুবিয়া থাকে সেইরূপ ভাবে [illegible] আজকারের মধ্যে ডুবিয়া থাকিবে [illegible] সপ্তদিক [illegible] পারিলে এই মোকামের [illegible] জারি হইবে [illegible] হইতে [illegible] সপ্তস্তর [illegible] ও [illegible] হইতে [illegible] সমুদয় সৃষ্টি জগৎ [illegible] যাইবে [illegible] তাহার যত [illegible] আছে, [illegible] জালেকের নূরে ও জ্ঞানে আসিবে [illegible] মোকামে [illegible] হইয়া অনেক মহাত্মা [illegible] গিয়াছেন ;—

"[illegible] নজরে [illegible]
[illegible] দর্শবেস্তু [illegible]"

অর্থাৎ, জ্ঞান চক্ষু যখন [illegible] হইলে তখন দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, [illegible] এই মোকামে [illegible] বর্ণের [illegible] প্রকাশ পাইবে। এখানে [illegible] সহিত জেকের জারি হইবে যে, প্রবল বন্যা [illegible] সমুদ্র আন্দোলিত হইলে যেমন হয় ; সেই রূপ জেকেরের ঢেউ সমুদয় জগতে জারি হইবে।

ছালেক নিজ ছোলতানোল আজকার বে নিজ মোরশেদের, তাহার নোল আজকারের শামিলা করিয়া পীরান পীর রঃ আঃ দের ছোলতা-নোল আজকারের অছিলায় হজরত রছুল মকবুল ছঃ আঃ সের মোবা-রক রুহ ছোলতানোল আজকারের ভিতরে ও মারফত হইয়া, তাহার অছিলা করিয়া ছোলতানোল আজকারকে আজিজি ও কাঁদ কাটির সহিত আল্লার জাত পাকের দিক রুজু করিতে হইবে। তাহা হইলে জাত পাক হইতে আনওয়ারে ছোলতানোল আজকার ফেকেরের ফয়েজ হজরত রছুল মকবুল ছঃ আঃ ছাঃ সের অছিলায় পীরান পীর রঃ আঃ দিগের ছোলতানোল আজকারের শামিল হইয়া নিজের ছোলতানোল আজকারে বড়ই তেজ, লজ্জত ও মহাব্বতের সহিত আসিয়া পড়িতেছে। এইরূপ ভাবে ফিকের চেষ্টা পুনঃপুনঃ মোরাকেবা করিলে ফেকের জারি হবে।

এই মোকাম [illegible] হইবে। [illegible] অর্থাৎ তাহা ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্য নাই। যখন ছোলতানোল আজকারে, নফি এছবাতের জেকের জারি হইবে তখন ছালেক বর্ণনাতীত স্বাদে বিভোর হইয়া নিজকে ফানা করিয়া, আল্লাতেই বাকা অর্থাৎ কায়েম বুঝিবে। এই মোকামে ছালেক দৈনিক এক হাজার বার নফি এছবাতের জেকের করিবে যেন কোন অবস্থায় বাদ না পড়ে।

“তৌবার মোকামের আহওয়াল

“আল্লাহ ইউহেব্বো তাওয়াবিনা ওয়া ইউহেব্বোল মোতাহ্-হেরিন” অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা দোস্ত রাখেন তৌবা কারনেওয়ালা দিগকে এবং দোস্ত রাখেন যাঁহারা পাকির সঙ্গে থাকেন তাহাদিগকে। সে পাকি কি? গায়ের আল্লা ও গায়ের মহাব্বত দেল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া। অর্থাৎ; আল্লা ও রছুল পাকের মহব্বত ব্যতীত যত কুমন্ত্রণা আছে, তাহা এবং যে সমস্ত জিনিষ ঐ পবিত্র মহাব্বতু

নাভের অন্তর যা তাহা দেল হইতে বাহির করিয়া দিলে দেল পাক হয়। তৌবা কি ? দেলের ভিতর হইতে পাপের ইচ্ছা, হাওস ও লজ্জত অতি সত্বরে বাহির করিয়া দেওয়া। এইরূপ ভাবে খাঁটি তৌবা করিলেই দেল পরিষ্কার ও পাক হয়। দেল এইরূপ পরিষ্কার না করিলে শক্ত ও পাপের স্থান হইয়া যায়। ইহার মোরাকেবার নিয়ম, ছালেক খেয়ালের নজরকে খোদা পাকের কুদরতে দিয়া সমস্ত দিক হইতে ফিরাইয়া নিজের কালবের মধ্যে মজবুত করিয়া বসাইয়া কালবকে নিজের মোরশেদের কালবের দিকে রুজু করতঃ পীরানে পীর রঃ আঃ দেবের কালবের অছিলায় হজরত আদম আঃ ছাঃ দের অছিলায় ও হজরত মহম্মদ ছাঃ আঃ দের মোবারক জাত কালবের ভিতরে ও কালবের মাথায় লইয়া তাহার অছিলায়, হাকিকী কালবকে ঠিক সম্মুখের চাঁদির ন্যায়, উর্দ্ধে নূর নোক্তা, অর্থাৎ তৌবা কবুলিয়তের দুয়ার আরশ খেয়াল করিয়া, সেই দুয়ারে আজিজি, এনকেছারী ও কাঁদা কাটির সহিত রুজু করিয়া রাখিবে। তাহা হইলে হকিকতে তৌবা কবুলিয়তের মোকাম হাজেরের ফয়েজ জাতে পাক হইতে তৌবা কবুলিয়তের মোকাম নোক্তা বা সেই দুয়ার হইয়া হজরত রছুল ছাঃ আঃ অছিলায়, হজরত আদম আঃ ছাঃ অছিলায় পীরানে পীর রঃ আঃ দের অছিলায় নিজের দেলে পড়িতেছে। এখানে এই আয়েত শরিফের মোরাকেবা করিবে ও কাঁদিতে থাকিবে। "আস্তাগ ফেরুল্লাহ রাব্বি মেন কুল্লে জানবেঁও ওয় আতুবো এলায়হে" অর্থাৎ; হে আমার প্রতিপালক আমি যত প্রকার পাপ করিয়াছি সমুদয় পাপ হইতে তোমার নিকট মাফ চাহিতেছি। হে দয়াময় তোমার হবিব পাকের অছিলায় আমার তৌবা কবুল করিয়া আমাকে মাফ কর। আরও এই আয়েত শরিফ পড়িতে হইবে ও কাঁদিয়া কাঁদিয়া মাফ চাহিতে হইবে "রাব্বানা জালামনা আনফোছানা ওয়া এন্ লাম তাগফেরলানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মেনাল খাছেরিন"।

অর্থাৎ হে [illegible] তোমাকে আমি [illegible] কর [illegible] নাই [illegible] নিজেই অত্যাচার করিয়াছ। তুমি যদি [illegible] যদি [illegible] কর তবে আমি [illegible] হইয়া থাকিব। [illegible] আমি [illegible] সহিত কাঁদিতে হইবে ও [illegible] ঢাকিতে হইবে এবং বহু বহু মোরাকেবা করিতে হইবে। তাহা হইলে তৌবার হকিকত [illegible] পারিবে। অর্থাৎ দেলের [illegible] বাতেনের মধ্যে [illegible] ও [illegible] জঙ্গল আছে ও লোভ [illegible] দেল শক্ত হইয়া, পাথরের ন্যায় জমিয়া, ভারি হইয়া রহিয়াছে, তাহা সমস্ত তৌবা অর্থাৎ অনুতাপের আগুনে পুড়িয়া, গলিয়া [illegible], নরম ও পরিষ্কার হইয়া আল্লার পাক দিদার বা আরশ মজিদ [illegible]। এইরূপ পরিষ্কার হইলে এই মোকামে হজরত আদম আঃ [illegible] হইবে। তবে হইলে তাহার উপদেশ তরক্কি করিতে সক্ষম হইবে।

এই মোকামের নির্দিষ্ট বাতেন নিয়ম, "[illegible]" [illegible] মতলুব "[illegible]" আল্লা [illegible] [illegible] [illegible] উদ্দেশ্য নাই। এক জায়গা হইতে মুরিদের যে কাম আরম্ভ। এই মোকামে ছালেক পুরা মেহনত করিলে খোদাতালার অনুগ্রহে বাতেনে মুরিদ হইবে। এই মোকামে ছালেক দৈনিক এক হাজার বার নফি এছবাতের জেকের করিবে। কোন অবস্থায় বাদ না পড়ে।

২য় দায়রা, এমকান্

আল্লাতায়ালা কোরান শরীফে ফরমাইয়াছেন

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق

অর্থাৎ; —আমি দেখাইয়া দিব, আমাকে যে জানেওয়ালা দিগকে আমার নেশানী অর্থাৎ আমাকে পাইবার খবর ছায়ের আফাকি অর্থাৎ আলমে খাল্‌কে ছায়ের আনফোছী অর্থাৎ আলমে আমরে এইহাকেক দেখাব যে খুলিয়া যায় তাহাদের উপরে যে আমি হক

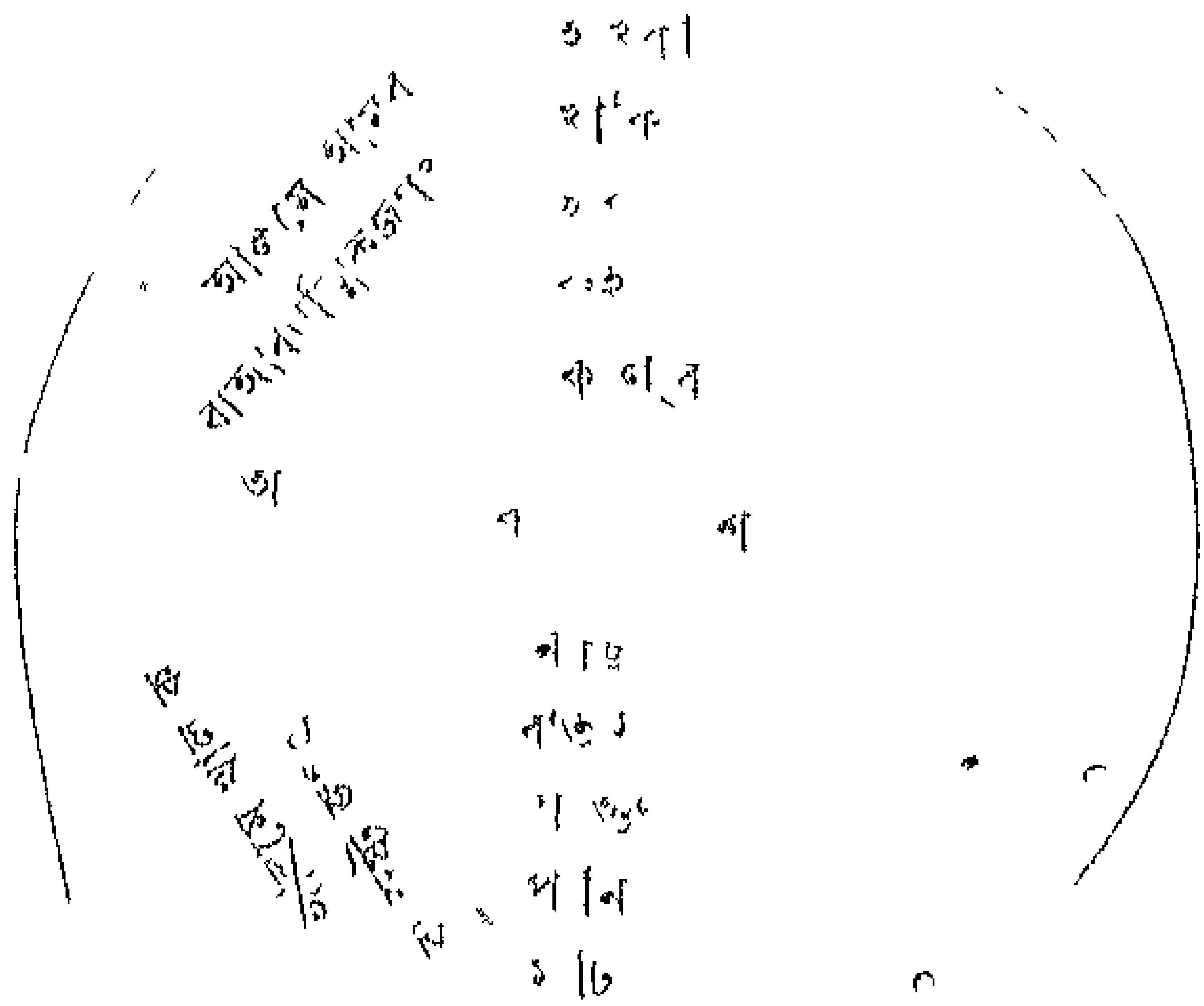

১৩। ... ... হইতে ছুট ... ইহাকে

মোকামে ... অর্থাৎ ... মধ্যে আনা।

আরশের নিচে ... সাত তবক আসমান, জমিন, ... এবং জমিন ও যত জিনিষ আছে ... ইহার ভিতরে রাখিয়াছে। আরশ পর্য্যন্ত এই ... বলে ... হইতে দেলের ছাদের ... আফাকিতে আফাকি বলে সাত তবক আচ্ছমান ও সাত তবক জমিন ও যত জিনিষ তাহার মধ্যে আছে আর মোরাকেবা হুয়াজ্জাহেদের অর্থাৎ দেলের ডাহের আজিজির সাথে ও এন্তেজারীর সহিত চাহিয়া থাকিবেক আল্লার জাত পাকের দিক। সেই জাত পাকের নাম হুয়াজ্জাহের এই মোকামে হুয়াজ্জাহের নাম ডাকিয়া

দেলো [illegible] করিবার অর্থ [illegible] [illegible] অর্থাৎ [illegible] কুদরতের [illegible] দিয়া, সমস্ত কাজ [illegible] [illegible] ও দেখাইতেছে [illegible] অর্থাৎ [illegible] ইন্‌কে জানাতে [illegible] [illegible] [illegible] মোজ কালেবের জাহেরে পড়িতে [illegible] তৌহিদ আফয়ালি [illegible] [illegible]

মোরাকেবা [illegible] [illegible] নিজকে [illegible] ভুলিয়া [illegible] সঙ্গে [illegible] দেলের জাহেরের [illegible] [illegible] [illegible] দেলের জাহেরকে [illegible] দেলের আনোয়ারে [illegible] [illegible] [illegible] দেলের [illegible] যে দেলকে [illegible] চিন্তা হইতে খালি করিয়, দেলের [illegible] সঙ্গে [illegible] ও [illegible] নিজের দেলকে আপন পীর দস্তগীরের দেলের সঙ্গে [illegible] ও [illegible] আর্জিলা করিয়া, [illegible] দেলের আজিলা [illegible] [illegible] [illegible] হইয়া তাহার আজিলা দেলে [illegible] করিবে [illegible] কবুল হয়। আর মেরা মোরাকেব [illegible], দেলের জাহেরের ভিতর ও মাথায় লইয়া তাহার কদমের নিচে [illegible] হইবা [illegible] মোরাকেব দেলের আজিলা করিয়া আরশের [illegible] দেলের জাহেরকে মোতওয়াজ্জা করিয়া আল্লার জাত পাকের দিকে দেলকে সম্পূর্ণ আজিজি ও কাঁদা কাটির সহিত মিছাকিনের ন্যায় রুজু রাখিবেক এই রকম মোরাকেবার নিয়ম [illegible] আনওয়ারে তৌহিদে

জা কথা লিয়া এলাহির ফয়েজ তাহাদের অন্তিমাব তালেবের কালবের জাহেরে জাসিতে থাকিবেক

যখন তৌবার মোকাম হাছেল হইবে, তখন এইরূপ জানিবেক যত কিছু করিতেছে আল্লা তায়ালাহ করিতেছে আর কাহারও সাধ্য নাই তখন তালেবের দেলের হাল এমন খাছ হইবে, আর তাহার সহিত এমন মহব্বত হইবে, যে দুনিয়ার কোন কষ্ট তাহাকে কষ্ট বোধ হইবেনা। তালেবের যখন হউস হইবে, সেই হাউসে এমন ফেকের হইবে যে হরহালে আল্লার উপরে রাজি থাকিবে ও আল্লা যাহা কিছু করিতেছে তাহাতে রাজি ও খোশ থাকিবেক দেলের এই রকম হাল হইলে তবে তাহাকে দুর্লবর ও আল্লার দরবার হইতে নীচে পড়িবেন কোনও কাজ করিবেক না ও গোনা করিতে পারিবেক না ও অনিত্যের খেয়াল পয়দা করিতে পারিবেক না ও এখানে এই আয়েত সরিফের মোরাকেবা করিতে হইবে "রবনা জলমনা আন্‌ফোছেনা ওয়া এনলাম তাগ ফেরলানা ওয়াতার হামনা, লানা কুনান্না মেনাল খাছেরিন"

এখানে কালবের উন্নত হয় কালের আর এদের সরার ভুলিয়া, দুনিয়ার সমস্ত ভুলিয়া আল্লার নুরের দরবারের দুয়ার আরশের খোলায় পৌছিয়া তাহার জাত পাকের দিকে একাগ্রচিত্তে হাজির থাকে উন্নত কাহারও বিজলির ন্যায় আদি উঠিয়া যায় কাহারও আস্তে আস্তে উঠে। যখন এই মোকামে নুর ছায়ের ও কামাল ফানা হাছেল হয়, তখন সাত তবক আছমান ও জমিন ও আরশ মজিদ দেলের ভিতর মালুম হয়, দেল এত বড় হইয়া যায় তখন হজরত আদম আঃ ছাঃ মের জেয়ারত হয় কালবের সঙ্গে কহ, ছের, খাফি, ও আখফা পাক হইতে থাকে

এই মোকামে নফিয়েছবাত এই রকমে করিতে হয়। "লা এলাহা" লা মাবুদ "এল্লাল্লাহ" আল্লা ব্যতিত অর্থাৎ সেই এক আল্লার হাতে সমস্ত

কাজ হইতেছে। পাশ্চিবছর ও দৈনিক ১৫০০ দম হইতে ৩০০০ হাজার পর্যন্ত। দম বন্দ করিয়া ক্রমশে তিনবার সশব্দভাবে ছাফ ছাফ নিশ্বাস ছাড়িবার সময় দেহের ভিতরের সমস্ত দোষ বদলুলা ওকুফ কলবের সহিত পড়িয়া ছাড়িবে।

আনওয়ারে তৌহিদ আফ্‌য়ালিয়া এলাহিব ফয়েজ অর্থাৎ এক জাত পাকের জাত হইতে তাহার ফয়েজ অর্থাৎ কুদরতের হাতে তাঁহার হুকুমে সমস্ত কাজ হইতেছে। অর্থাৎ জীবন দেওয়া, মউত দেওয়া, শুমানি দেওয়া, নজর দেওয়া, টের পাওয়া দেওয়া, ইচ্ছা করা দেওয়া, বাঁচিতে দেওয়া, এ সমস্ত দেওয়া আল্লার কাজ। এ সমস্ত কর্জা ধন, জীবন পর্যন্ত এই কর্জ ধন দিয়া বেপারে লাভ করিয়া সুখের বেহেস্তে যাইবার জন্য দিয়াছে ও এই সমস্ত ধন খাটাইবার জন্য শরীয়ত ও দিয়াছে। এই ধন দিয়া লাভ বেপার হয় কুবেপারও হয়। শরীয়তে কুবেপার নিষেধ ও ভাল বেপারের হুকুম। এখন শরিয়ত যাহার যে টুকু আবশ্যক, তাহা ভাল মত শিখিয়া শরিয়তের হুকুম মত কাজ করিবে, তবে কায় ভাল ফায়দা হইবে।

আলমে খাল্কে সকল সময় সকল অবস্থায় এই রকম খেয়াল রাখিতে হইবে। কেবল অ বশের নোক্তা ধরিয়া, আল্লার এস্কে আল্লার জাত পাকের দিক, কজ্‌ কবির। বাঁধিয়া রাখিবা। যেন দেল আল্লার হুজুর হইতে না ছুটে ও না ভুলে। আর সতত এই মনে রাখিয়া বুঝিতে থাকিবে যে "আনওয়ারে তৌহিদ আফায়ালিয়া এলাহিব" ফয়েজ আল্লার জাত পাক হইতে হামেশা ও হরহালে আমার দেলের উপরে আসিতেছে ও আল্লা সকল সময় আমার দেলকে দেখিতেছে। এই খেয়াল রাখিলে, সতত ফয়েজ বুঝিতে পারিবা ও ভয় থাকিবে আল্লাকে কখন ও ভুলিতে পারিবানা। তখন আল্লার জাত পাক হইতে তোমার দেলে এমন জোড়ে ফয়েজ পড়িতে থাকিবে, যে তুমি আল্লার জন্য অস্থির থাকিবা ও সেই ফয়েজ তোমার

দেশকে [illegible] উঠিয়া [illegible] [illegible] দিবেন। [illegible] পাক [illegible] করিতে [illegible] ও শ্রম যোগ করিয়া [illegible] পাইবা [illegible] ও সুবিধের যোগ ।

এখন ভারতের উপকারের জন্য

[illegible]

[illegible] অর্থাৎ [illegible] জাতির [illegible] আরম্ভ [illegible] এক [illegible] পারেন [illegible] "আনন্দের [illegible] [illegible] কারখানা [illegible] [illegible] পারেন [illegible] [illegible] পারিবেন পাইতে

সম্মুখের [illegible] হইতে [illegible] হয়, [illegible] পৌছে তাহার [illegible]। [illegible] দেশ [illegible] কথা, [illegible] থাক, উচ্চারণ কর, [illegible]; [illegible] দিনের জন্য মাজেনা হয় অর্থাৎ জীবন পর্য্যন্ত [illegible] তাহাকে নিজের খুব চাহিনা [illegible] হইয়েছে [illegible] দিনের জেলোদির [illegible] কাজ করিবার জন্য পাইতেছে তখন বাঙ্গা [illegible] জানিয়া [illegible] তাহার নিক আজিজির [illegible] তাবেদার হইয়া দেশের [illegible] আর [illegible] [illegible] কথা

করিতে হয় "[illegible] মান আনোয়ার কালেও [illegible] উঁহার ওয়াজেজু [illegible] বারাই [illegible] এই [illegible] [illegible] আছে [illegible] হইবে [illegible] ওয়াব [illegible] মুর্শিদ [illegible] দেনেওয়ালা ছাড়েন [illegible] ফয়েজ [illegible] তে ছবুতিয় [illegible] করেন সঙ্গে [illegible] আছে আর এই ফয়েজ [illegible] নাতিম [illegible] শেরা হইলাম হয় এই জন্য [illegible] কেবার তরিকা এই যে আপনার কালবের নাতেন কে ঐ সঙ্গে [illegible] পীরান পীর [illegible] কালবের বাতেনের [illegible] করিয়া, আমাদের হজরত বচ্চু [illegible] পাক [illegible] আঃ [illegible] পাক [illegible] পাকের [illegible] করিতে হয় আর সামনে খেয়াল করে, ফয়েজ দেনেওয়ালা ছারকারকে অর্থাৎ জাত পাককে আর আজিজিল সঙ্গে [illegible] ইয়া [illegible] চেহারাতে ছবুতি [illegible] হইবে [illegible] হইতে [illegible] পৌঁছিতেছে। পীরান পীর [illegible] আনন্দের [illegible] [illegible] হইতে [illegible] তখন [illegible] হইতে থাকে তখন [illegible] কাঁদিতে হয় [illegible] আপন [illegible] ও তামাম [illegible] লোমের [illegible] সেই ওয়াক্ত [illegible] জানিতে পারে

এই মোকামের নাম [illegible] এই [illegible] খেয়াল করিতে হইবে "[illegible]" [illegible] "[illegible]" আল্লাহ ব্যতীত অর্থাৎ নাই কেহই কোন [illegible] দেনে [illegible] কিন্তু [illegible] সেই আপনা [illegible] দেয় "[illegible]" নিজের ও কুল আলমের গুণের [illegible] পর্যন্ত [illegible] অর্থাৎ [illegible] না হয়, "[illegible] সর্ব্ব [illegible] না। আর দেলের [illegible] মাছেওয়া আল্লা হইতে পাক হইলন ও এই মোকামে নিজের ও [illegible] আলমের গুণের কাজের আমীর দেনেওয়ালা এই [illegible] ও [illegible] আপন [illegible]

বরাতে এমন হইবেক যে দেলের এক পলকের জন্য আল্লা হইতে গাফেল হইবেক না ও গাফেল হইতে পারিবেন না। অবশ্য যে পর্যন্ত দেলের বাতেনে না হয় সে পর্যন্ত বাকার মোকামে অর্থাৎ জামেয়া তজল্লীর মোকাম হয় নাই। এবং হুজুরের সহিত নফি এছবাত করিতে হইবে। যে পর্যন্ত ঐ কাবার মোকাম হাছেল হয় ফানা না হইলে বাকার মোকামে পৌছিবেক না। বাকার মোকামে না পৌছিলে দায়রা হাছেল হইবে না। এখানে দেলের বাতেন উরুজ করিয়া দায়রার মাথায় মোকাম পৌছিয়া থাকিবে। তাহার পর চারের আনফুছির ছায়ের হইবে। দেলের বাতেনকে ফানাফেল্লেফাত হইলে আনওয়ারে হকুক জেলালে এলাহিয়ে মনেজ্জা, মানে এবং আর ফয়েজ আল্লার জালাল্লা ও জমালারগের তাজিরের দেলের বাতেনে আসিতেছে। ছায়েরে আনফুছী মানে অ লমে আমর আল্লার গুণের তাজিরের মোকাম। এই মোকামে দেলের বাতেন ছায়ের করিয়া বুঝিবেক ও হক্কানি লেকিনের কামালের মোকামে পৌছিবেক। ও দেলের বাতেন একিনের সহিত জানিবে যে আল্লাতায়ালার তাজিরের সঙ্গে কাহারও কিছু গুণের তাছির নাই।

এই মোকামে "নফি এছবাত এক নিশ্বাসে দম বন্ধ করিয়া, এক দমে তিনবার স্পষ্টভাবে করিতে হয়। যে ফানা ও বাকার মোকাম হাছেল হয়। তিন হাজার হইতে পাঁচ হাজার বার পর্যন্ত প্রত্যেক দিন করিতে হয়। যেমন জেকের আপনি জারি হয়, তদ্রূপ নফিয়েছবাতও আপনিই জারি হয়। যখন নিশ্বাস পাকা হয় একদমে পঁচিশ বার পর্যন্ত নফিয়েছবাত করিয়া নিশ্বাস ছাড়িবার পূর্বে মহম্মদ রছুলুল্লা বলিয়া ছাড়িবেক। প্রত্যেক বার অল্প সময় দম দিয়া দেখিবে নফি এছবাত আপনি হইতেছে ও দেলের বাতেন আল্লার সঙ্গে সহজে ধরিয়া গিয়াছে। এই সহজ ভালমত মতলব বুঝিয়া নফি এছবাত করিতে হয়।

এখানে এনায়েতের মোকাম হাছেল হইবে অর্থাৎ দেলের বাতেনে উড হইবে। যে আল্লা হজরত আমাকে দেখাইতেছে আর তাহার গুণের ভাছিরের ফয়েজ হজরত আমার দেলের বাতেনে দৌলত দিতেছে। যাহার দ্বারা আমি দুনিয়ার জেন্দেগীর কাজ করিতে পারিতেছি। সে আমাকে ভুলেনা আমি তাহাকে ভুলিলে নেমক হারাম ও গোনাহগার হইব এই উড বাড়িতে হইবে তবে দেল এখলাছের সহিত আল্লার মুখের দিক চাহিয়া থাকিবার চেষ্টা করিব। আল্লার কোন ছুরত রঙ্গ মেছাল করিবেনা। এমনি চাহিয়া থাকিবেক আর কোন দিক দেলের বাতেনের চঞ্চলতা যায় যদি আল্লার ছাড়া তার কোন জিনিষ দেলের বাতেনের ভিতরে আইসে তবে নফি দিয়া না হক করিয়া এছবাতে আল্লার দিক দেলের বাতেন ঠিক রাখিয়া দিবে কারণ তার কোন মকছুদ না মাত্র আল্লার দিদার মকছুদ এইরকম করিতে মরাকবা পাকা ও খালেছ হইবে এ এক মুরিদের মোকাম

২রা দায়রে জেলাল

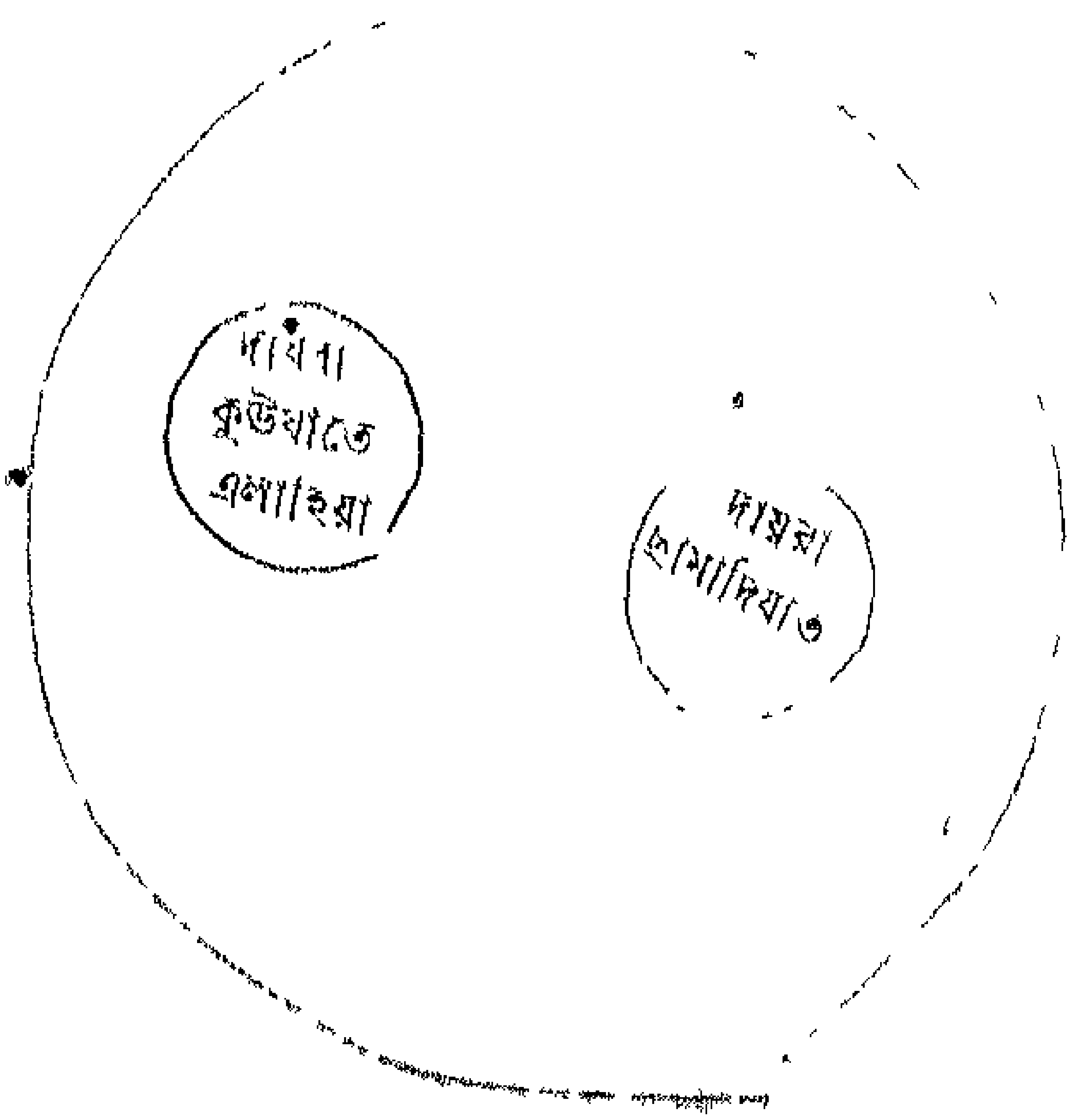

দোওরা দায়রা কেবল অর্থাৎ বেলায়েতে ছোগরা যাহাকে বেলায়েতে ওউলিয়া ও দায়রায় মহব্বত (ম০) সঙ্গে ও দায়রা মহাব্বত বলে ইহাতে ফয়েজ আইসে কলবের উপর ও বাতেন জুয়ের উপরে ইহাতে জেকর নফি এছবাত ও জেকরের কামালাতের ... মোরাকেবা করা চাই "ওয়া হুয়া মায়াকুম আয়নামা কুনতুম" অর্থাৎ আর তোমার সঙ্গে আছেন যেখানে ও যে হালে তুমি থাক।

আর কলবের সঙ্গে নফি এছবাত করিতে হয় দম বন্দ করিয়া ... এক নিশ্বাসে ২৫ বার ... করিবে সে তামাম পাবে ... দেলের ... হইতে ... আর ... দেলের ... আর ... ব্যতিত আর কোন মহব্বত, দেলের জাহের ও বাতেনে ... করিতে না পারে আর যখন পাঁচ লতিফা কালব, রুহ, ছের, খফি, আখফা পাক হয় এই দায়রার ... আর যদি আর দুনিয়া হইতে মন উঠিয়া যাইবে এই সমস্ত ফল হইবে আর রাতদিন ... হইতে বেজার ও মাহজুন হইবে আর এই দায়রায় চারের তিন কদমে হয় দেলের ছবরের কদমি, ছাবেরের নজার ও জায়েরের মোকাম হয় এই দায়রায় সমস্ত অলির মোকাম, তাহাদের জেয়ারত হয় ও তাহাদের নেছবত অর্থাৎ তাহাদের আল্লার সঙ্গে কোরব মহব্বত, সেই কোরব মহব্বতের তাছির ধরিবেক আর এখানে সমস্ত জালালি ও জামালি ছেফাতের জহুর দেলে জাহেরে ও বাতেনে হয় আর এই দায়রার ভিতরে আরও দুই দায়রা আছে এক দায়রা ছুম্মদিয়াতের যাহাকে "ছায়েফ কাতেহ" বলে। অর্থাৎ কাটনেওয়ালা তলওয়ার নফছের কুখাহেশ কাটিয়া বাহির করিয়া দেয় দোছরা দায়রা কুওয়াতে এলাহিয়া অর্থাৎ

আল্লার জালালি ও জামালি এই উভয় প্রকার তাজেল্লির খোলেব কালে মনছুর মজাবেক হবে। চাই জালালি হউক চাই জামালি হউক, কিন্তু ছেফাতে জামালি তোমাদের মতে দুনিয়ার ও আরাম আর্ সয়া, আউলিয়া আম্বিয়ায় ভরপুর। এ দোনো মজাবেক পৌছে আর ছেফাতে জালালির জহুর সমস্ত শয়তান ও কেফার, তাহাদের উপরে জহুর হয়। যখন দেলের জাহের, বাতেন, বদ খাছলত ও শয়তানের দখল কবিবিন হয় তখন জালালি যাহের হয়। তাহাতে দেলের কষ্ট দূর হয়। আর যখন জামালি যাহের দেলের জাহের বাতেনে পড়ে তখন আল্লাহ পাকের এশক ও মহব্বতে অর্থাৎ আল্লার সঙ্গে দেলের জাহের বাতেন মিলন হইয়া আরাম ও সুখ পায়। তবে জটছেফেতের যে জবর এরশাদ, কোতয়াল খাহেশ, গজব, কোতর, অবদল্ল, তাবা, নোকবা, অভেদ এই জাত দরজা এই দায় দায়ে জোলালের দরজা। সমস্ত এই দায়ের ভিতরে। কারণ এই দায়রায় যে সমস্ত কামালাত হাছেল হয়। তাহাকে তৌহিদ “এলাল্লাহ” বলে অর্থাৎ আল্লার সঙ্গে দেল সহজে মতওয়াজ্জা থাকে। আর বেলায়েত এই যেখানে নফ্ছে ফানি, অর্থাৎ নফছে কবুর, কাশফে কবুর, বাশেরে দেজল, কলবে বেষ্টিত হয় যাহাকে আল্লা চাহে আর তৌবা খালেছ হাছেল হয় তার দুই মোকাম হাছেল হয়, এনাবেত ও জেকর এনাবেত, দেলে জাহের ও বাতেন পিছল দেওয়া হইতে সরম পাইয়া আল্লার নিকটে পানা লইবে, হামেশা খওফ ও আল্লার নিকটে লাগিয়া থাকিবে। দোছরা মোকাম জোহদ অর্থাৎ দেলের জাহের বাতেন আল্লার সঙ্গে থাকা ভাল বাসিবেক। আর কিছু ভাল বাসিবেক না।

আর নফি এছবাত এই মানে মতলব করিয়া করিবেক “লা এলাহা” লা মাহবুব “এলাল্লাহ” আল্লা বাতিত। অর্থাৎ আল্লা

ব্যতিত বেহ মাহবুব মই [illegible] এমন [illegible] চেষ্টা [illegible]
এছবাত করিবে যে দেলের জাহের ও বাতেন ও [illegible]
বাতেন হইতে আল্লা ব্যতিত সমস্ত মহবুব নফি হওয়া [illegible] আর
আল্লার মহব্বত ভরিয়া [illegible] পায়
এই রকম খেয়াল ও চেষ্টার মধ্যে থাকিবেক [illegible]
ফয়েজ দেলের জাহের ও বাতেনে জারি হইবে, তখন খানা, পিনা ও
কথা বলার ইচ্ছা থাকিবেক না [illegible] ৪০ দিন
তক না খাইয়া ও পিইয়া রহিয়াছেন [illegible] কুদরত [illegible]
ফয়েজ জোর করিবে, তখন [illegible]
আর আল্লার কুদরত [illegible]
যখন [illegible] আর মাহবুব [illegible] মন আল্লার সঙ্গে [illegible]
আল্লা সঙ্গে আছে [illegible] অর্থাৎ [illegible] হরহালে হামেশা থাকে
তবে মানুষ এই অবস্থায় পৌঁছিলে [illegible] করিতে পারেন
আল্লা তায়ালা আমাদের সকলকে [illegible] হাছিল [illegible], এক [illegible]
এনায়েত ফরমান [illegible] দরুদ ও ছালাম [illegible]
ছালাম ও তাহার আল [illegible] উপর [illegible]
হইতে হামেশা পৌঁছে [illegible] এই দায়রার [illegible] রকম [illegible]
দেলের জাহের ও বাতেন খুব বড় [illegible] আর দায়রা
জেলালে যে সমস্ত [illegible] ও ছেফাতের [illegible] হাকে
খুব বড় খেয়াল কর। আর দায়রার উপরে এক নোক্তা খেয়াল
করিয়া, দেলের জাহের বাতেনকে দায়রার নীচে [illegible]
মাথায় সেই নোক্তা ধরিয়া আল্লার জাত পাকের দিকে দেলের পুরা
সাহসে মহাব্বতে ও আজিজি ও উম্মেদওয়ারীর সাথে দেলের
জাহের ও বাতেনকে রুজু রাখ আর খেয়াল কর জাত পাক
হইতে হজরত রছুল পাক ছঃ আঃ এর অছিলায় পীরান পীর রঃ আঃ
আজমাইনদের দেলের জাহের বাতেনের অছিলায় আনওয়ারে

জেলাল গওছা ছেনাত ও রেসালাতের মজমুন ফায়েজ অর্থাৎ আনওয়ারে তাজাল্লিতে ব্যক্তি তার সমস্ত জালালি ও জামালি নাম এলাহির [illegible] তেজ আমার বান্দার জাতের ও বাতেনে ও মেশা [illegible] যেখান সং দির বাঁধ রাখিতে হইবে তাহা কষ্টে [illegible] আলর ছারা ধরিয়া উকজ হইয়া আল্লার সঙ্গে বাঁধিয়া থাকিবেক ও নিজিয়ান মান জিয়ানের [illegible] হইবে তাহা হইলে এই মোকামে হাছেল হইবেক কখন আমাকে আর ভুলিবেক না গোনা করিতে পারিবেক না এই অবস্থায় পৌছিলে যাহা করে আল্লাহি করে বুঝিতে পারিবেক ও সেই ব্যক্তি দ্বারায় দুনিয়ার কাজকর্ম আল্লাতালা করায়। তাহাতে এই মোকামের [illegible] এই বুঝ হয় যে, আমি কিছু নয় আল্লাহি সমস্ত করিতেছে [illegible] গুণের জাহের হইতেছে এক রকম পুরা হইলে ওকেবর, কেনা, হাছাদ, সেহাবি কাজ হইতে বাঁচিবেক। তবে আল্লার অলি হইবেক এখানে বুঝিবেন যে কাম শেষ হইবে।

[illegible] দায়রার নোক্তে কোনটা

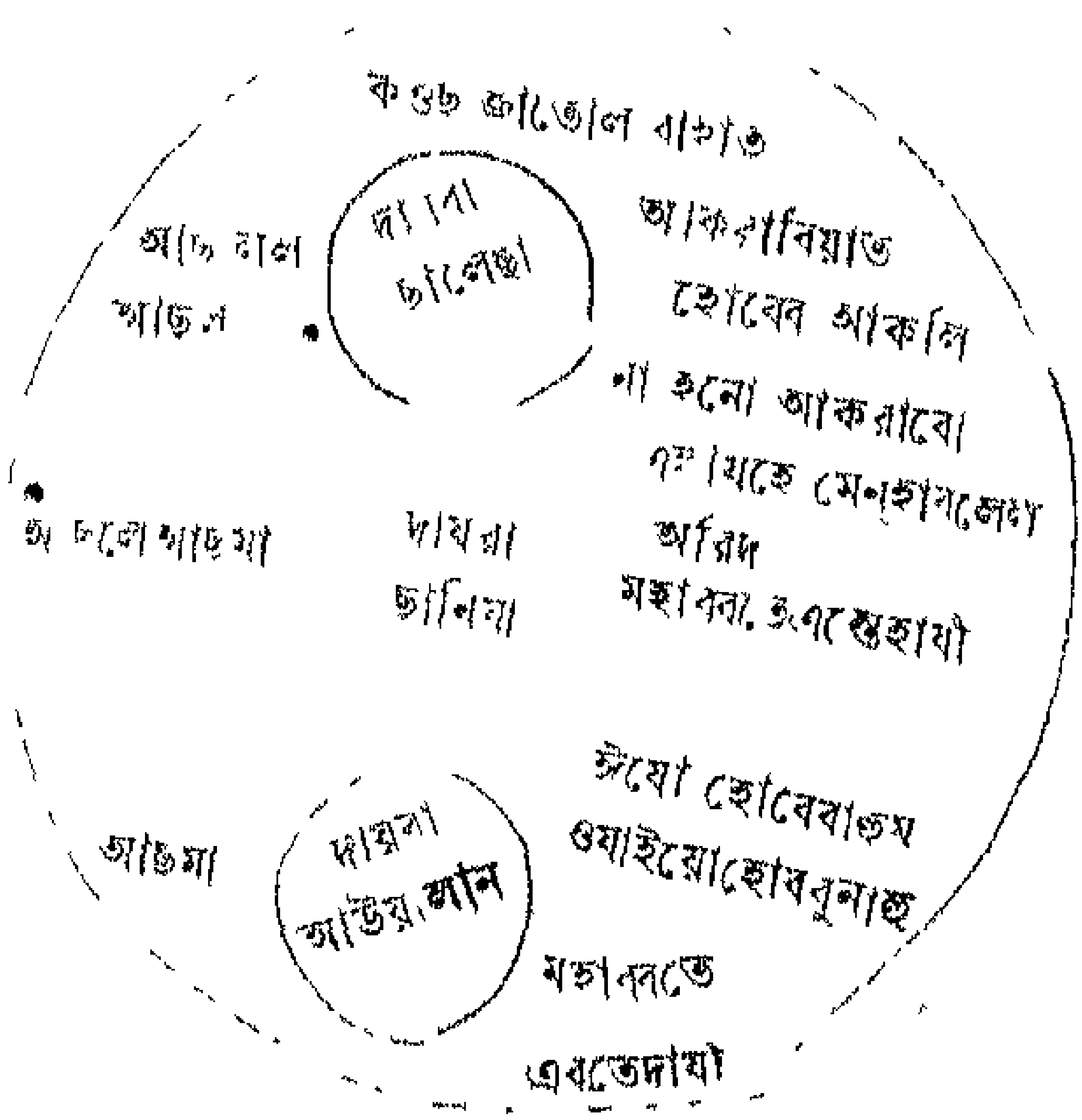

ফেক্‌ল ও মোশাহাদা

দায়রা বেলায়েতে কোবরা বা মাম আম্বিয়া আঃ ও সঃ দের বেলা-য়েতের দায়রা । ইহাকে দায়রা বেলায়েতে কোবরা বেলায়েতে আম্বিয়া দায়রা [illegible] ও [illegible] তোহেদ আকলি বলে। এখা-নকার সয়েরে ফায়েজ নাজেল হইবার [illegible] জাতি রয়েছে জহুর হয়। এই দায়রার ভিতর তিন দায়রা ও এক কওছ আছে দায়রা আউয়ালান দায়রা ছানিয়া ও দায়রা ছালেছ অর্থাৎ [illegible], আর আছলে আছম আর এক নোকতা [illegible] করেছেন [illegible] এইরূপ [illegible] দায়রা বেলায়েতে কোবরা [illegible] দায়রা আউয়ালান হইতে ফয়েজ [illegible] কাছেমার, জাতোবারির [illegible] [illegible] নাম [illegible] ফয়েজ এই দায়রা [illegible] [illegible] [illegible] দায়রাতে দেল ও [illegible] অর্থাৎ [illegible] মাথা নাই [illegible] অর্থাৎ [illegible] তুলনা নাই [illegible]

[illegible] এই রকম করিতে হইবে।

১লা দায়রা [illegible] ([illegible]) ইহোতোহেরাতম ওয়া ইহে হেবরাও" এই মোরাকেবা করিতে হয় অর্থাৎ আল্লাহ দোস্ত রাখেন মোমেনকে আর মোমেন দোস্ত রাখেন আল্লাহকে। মহাব্বতে এতেক্কী দেছরা দায়রা ছানিয়াকে মোরাকেবা আছলেআছমা ও আনকবিশাতে অর্থাৎ "নাহনো আকরাবো এলায়হে মেনহাবলেল ওয়ারিদ" এই মোরাকেবা করা চাই আল্লাতায়ালা বলেন "আমি বান্দার কন্ঠের জানের রগের চেয়ে [illegible] এখানে খুব মোরাকেবা করা চাই ফানা ও কোবরে কামাল [illegible] হাছেল হয়। তেছরা দায়রা আকরো বিয়াতে ও আছলোল আছলা এই ফয়েজ আছমা ছেফাতের জাতোল নাহাত

হইতে, এই ফয়েজ আসিতেছে খেয়াল কর। এই মোরাকেবা নফ্‌ছ বস্তুত অনুকরে বয়েতের সহিত করা চাই। প্রথম খুব জোর জরব ছাড়েল হইবে। এই নেছবত জাতি ফয়েজ হাছেল। দায়রা জানিয় ও দায়রা জ্বালেছারে জোরে থাকিবে সে বাবে। অর্থাৎ মোরাকাবা বেকারার হইবে না। বুদ্ধি কাবু হইবে না। দায়রা জেলালে বুদ্ধিহারা ও বেকরার হইতে এখানে তাহা হইবে না। জ্বলা পোড়া, জোশ, খরশ, এখানেও আছে। দেলের ভিতরেই থাকিবেক। দায়রে জেলালের মত প্রকাশ হইবে না। এখানে ঠাণ্ডা ফয়েজ এই কথা দেলে জড়কিন থাকে। এখানে ও তরিকে আলিয়ার কোরবে মহাব্বত হাছেল হইবে। আর মোকাম কেনায়াত, মোকাম ছবর ও মোকাম শোকর এই তিন মোকাম হাছেল হইবে। আর ফানা ও বাকা খুব হাছেল হইবে। আর তামাম আম্বিয়া আঃ ও ছাঃ দের মোকামে উরুজ হাছেল হইয়া, তাহাদের জেয়ারত করে ও তাঁহাদের নেছবত অর্থাৎ আল্লার সঙ্গে কোরব ও মোহাব্বত হাছেল হইবে। এখানে নফি এছবাত ৫০০০ বার পর্যন্ত খুব ধীরে ধীরে বলিতে হইবে। "লাএলাহ" তে আকেনেবো "এল্লাল্লাহ" আল্লা ব্যতিত অর্থাৎ এক আল্লাই কবির থাকিবে। আর যত কবির দেলে ও চক্ষে আছে সব "লাএলাহ দিয়া নাফির করিয়া দিবে। আল্লার সঙ্গে নফ্‌ছ বাঁধিয়া যায় এইরূপ করিবে। এখন ছুলুকের আহওয়াল এই দায়রা আউয়ালান জানিয়া ও জালেছা ও করেচ চারি মকামের ফয়েজ জাতোল বাহাত হইতে নফ্‌ছের উপরে, হজরতের অছিলায় পীরান পীর রঃ আঃ দের নফ্‌ছ হইয়া নিজের নফ্‌ছে আইসে, তাহা হইলে নফ্‌ছ উরুজ হইয়া দায়েরার মাথায় পৌঁছিয়া থাকিবে। একই সঙ্গে কালবকে অছিলার সঙ্গে জাতোল বাহাতের দিক রুজু রাখিবেক। এখানে নফ্‌ছের সঙ্গে, কালব, রুহ, ছের, খাফি, আখফাকেও জাতোল বাহাতের ফয়েজেতে পাক করে। যে নফ্‌ছের শিহ্‌ওয়াত অর্থাৎ নফ্‌ছের কুখায়েশ সমস্ত বাহির হইয়া

যাইবে আর কদরের পায়ে নিজকে ভুলিতে আরম্ভ করে নিছিয়ান, মানছিয়ান [illegible] হইবে সে সব ভুলিয়া যাইবে অর্থাৎ কে কাহাকে [illegible] করে জানিবেক না। [illegible] এইটুকু মনে [illegible] যেমন [illegible] যে বান্দাকে যেমন অবস্থায় [illegible] দিবেক সে বান্দা [illegible] হইবেক [illegible] দায়রায় [illegible] "আনা অর্থাৎ আমি অর্থাৎ নিজকে ভুলিয়া যাইবেক [illegible] কেবল [illegible] মোরাকেবা আর কোনটা [illegible] করিব, আর কিছু করিব নাই, নিজেও নাই [illegible] ও [illegible] করিয়া [illegible] মদদে এক কালে [illegible] পৌছায় [illegible] ও [illegible] এই তিন কালের [illegible] সে [illegible] দিলে নিজকে ও [illegible] অর্থাৎ [illegible] দিবে সে [illegible] বড় [illegible] উপর আমার একমাত্র মতলব [illegible] তাহারা [illegible] দিয়া [illegible], ও [illegible] বুদ্ধি ও [illegible], [illegible] করিয়া [illegible] আর [illegible] হইয়া যাওয়া। আর বেশী [illegible] থাকে না [illegible] মনে [illegible] রাখে আল্লাকে [illegible] যদি আল্লাকে ভুলিয়া লোকের [illegible] হইবে না [illegible] তবে, মনে মনিবকে ও কষ্টে আল্লাকে [illegible] তাহার উপরে [illegible] দুঃখ প্রকাশ [illegible] গোলাব ফুল আনিতে গোলাবের গাছের কাঁটার [illegible] ফুল [illegible] ও ফুলের [illegible] খোস হয় এই রকম মনে খেয়াল হইবে [illegible] হয়। এমন বুদ্ধি বাড়াবে যে, জিকরে ও [illegible] মোকাম খুলিতে থাকিবে [illegible] যদি মন্দ [illegible] পাওয়া যায়, দায়বায় ফায়দা [illegible] এ সব যে কাম ভাল আকেল ও আলেমদের [illegible] আলেম কাহাকে বলে ?

মাহ্‌বুব মস্তু কাজে আ   বাজি   সমস্ত ফেরেস্তা হইতে, সব চেয়ে ভাল আকান উস্তাদের বাজারা ও ববেগজ মন্দির দিক মশাগুল হইয়া থাকে   এই যে শামস দেল ওক্তে, শয়তান মজে পাবের রহমত, ভক্তি ও সঙ্গিতের নেকায়েত আবশ্যক তবে ওক্তদের নবকতে আছে তবে   নজেল হাদি মোহনতে মাছেতা হয় না

৪ চৌথা দায়রা বেলায়েতে উলিব

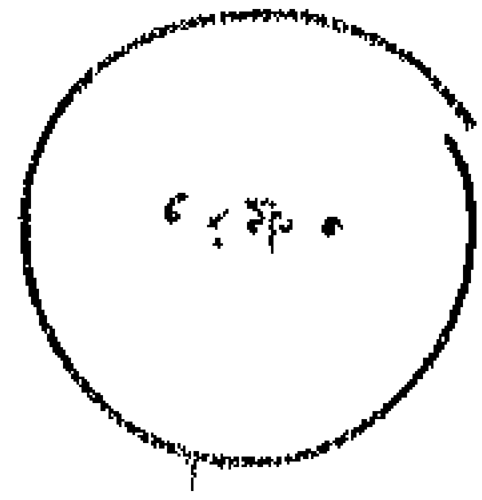

চৌথা দায়রা বেলায়েতে মালায়েক   হক্ক নাম বেন য়েতে উলিয়, ও রে আল্লা বলে   মাথে স আন ঐ সমস্ত ফেরেস্তা যে আলমে থাকে ও আদমে আমরেতে আর ভা হুকুমেতে উদ্দিন পৌছায়   এ মকম বড় উরুজের মোকাম   ফেরেস্তা আউলিয়া আম্বিয়া ও অলিআল্লাদের রুহ উপরে ভাজ করে   কোরান শরিফে ছুব   কালমেতাতে আল্লাতায়ালা ফরমাইয়াছেন, ' তাবাবাজোজ মালায়েক কাভেল আবন্দুক এলায়হে ফি হমাতেন কান মেকদারহু খামছিনা আল্ফা ছানাতেন ' (মানে) চড়িবে উহার দিকে ফেরেস্তা সকল সেই দিন যাহার লাঙ্গাই ৫০০০০ হাজার বৎসরের আছে   চৌথা দায়রা এখানে জাতি ও ছেফাতি ফয়েজ ওয়ারেদ হয়   এই দায়রায় এছমে জাহের ও এছমে বাতেনের মোরাকেবা করিতে হয়   জানা চাই আল্লার প্রত্যেক নামের জহুর বেসোমার আছে। প্রত্যেক জহুরার তস্‌দিক তাহার জাতে মৌজুদ আছে   যত জহুরার বুনা সুজ জেয়াদা হইবে তত কামেল আর ভাল হইবে   আর তামাম নাম পাকের জহুরা তামাম আলম অর্থাৎ জাহানে ও তামাম অজুদে উ তামাম হুকুমে জাহের হইতেছে। যেমন নাম

রাস্তাক অর্থাৎ রেতেক পৌছায় রোন কাদি, অর্থাৎ হেদায়েত করা প্রত্যেক নামের প্রত্যেক শান ও গুণ সকলে বুঝে এ সমস্ত জওবা আছমান হইতে আসিয়া ও বড় বড় রছুলের দ্বারায় পৌছে। এ সমস্ত শান আল্লার তাঁহারই জাত পাক হইতে আমাদের উপরে আসিতেছে আম নম মোজের, অর্থাৎ তামাম করনেওয়ালা, এশান সয়তান লাইনের উপরে সে এক আলমকে গোমরাহ করিতেছে বুঝা যায় এই রকম যেহেতু, দোজখ, আজাব, ছওয়াব, জ কান্দনি মউত, আহওয়ালে হাশর, খাব ও খওয়ফ, এই সমস্ত যত কিছু বেগোমাব জওবা সকল, বেমে মাব তশাদিগের লাগে মোরাকেবা ও কাব জতের দিক ধ্যান করিতে হয় অর্থাৎ ... গ্রন্থের জওবা তহ ন জাত হইতে তশাদিব হইতেছে ... জাত হইতে বাহিরে সকলকে পৌছিতেছে ... তাহার দিক মোরাকেবা করিতে হয় ও ... ও বারিক বুঝা সুঝ হয় যত বেশী মোরাকেবা করিবে ... দিক ও জাত জওবা তাহার মোরাকেবায় তেজ প্রকাশ ... অর্থাৎ বুঝা সুঝ তাহা খুলিবে ও আল্লাকে চিনিবে ও ... বেশ যে আল্লাহ সব করনেওয়াল ... আল্লার বেজার দিব থাকিয়া চিনিবে; আল্লা তাহাকে গোনাহ ... বাঁচাইবে। আর নেয়ামত সব পুরা পুরা দিবেন ... কোন মুস্কিল নয়, যত কঠিন মোরাকেবা ও সমস্ত তফছিল ... মালুম হয়, তাহা এরফান অর্থাৎ বুঝ সুঝের ওছওয়াত ... গেলে সেই বুঝ সুঝের খোলার অন্দাজে মুস্কিল ... থাকিবে এই মোকামে বুঝ সুঝ খুলিতে থাকিবে ... য়ার তালেবের জবান হইতে, "ছোবহান আল্লা" এই রব ... বাহির হইতে থাকিবে এই অবস্থায় পৌছিলে আমে ... চিননেওয়ালার একবারের তছবি, কি এক বারের মোরা ..., কি এক এবাদত

বেযারেফের অর্থাৎ যে আহাকে চিনে না ও তাহার দেখ বুঝিতে পারে নাই তাহার দাম ... তদবির ও এবাদত ও বোবাকেবার চেয়ে তাহা ... কা ... সবকের অপ ... সাপ ... সুরের হোনের আন্দাজ ছওয়াব পাব

এ দায়রা এছমে জাহেরের, তামাম ফয়েজ নাজেল হয় ও তাহা নহে হইয়া ... কারণ এখন লতিফা সকলের ও যে আছে ... ছে লোক লতিফা সকলে হওয়ার কারণ এই যে, লতিফা সকলে তোমার মনুষ্যের দেমাগে আর আকেলের মোকাম ঐ দেমাগে এই জন্য আকেলের সঙ্গে এই দায়রার সমস্ত কারবার ... কারণ এছমে জাহেরের জহুরার তলাদিক আকেলে ও বুদ্ধি ... চাই ... এছমে বাতেনের জহুর ... এছমে বাতেনের জহুর ... দিক ... ও বিনা এলাহ মে বুনা মুস্কিল এই দায়রা জাহেরের ও বাতেনে হরেক ... চাই ... যেমন এক মেছাল ... যে, এক বাদশা এস্তেজামে জাহেরা ও বাতেন। জাহেরা এন্তেজাম ... ফিকিরে, তাহার তদবিরে প্রকাশ হয়। ... তাহার ফিকিরে আছে প্রকাশ হয় নাই এই রকম এছমে জাহেরের সকলের লতিফা যেয়াল ও আকেলে আইসে, ও বাতেনের আছে না যে এছমে বাতেন তাহার ফিকিরের ভিতরে আছে। তদবিরে যে নাই এই বুঝা চাই এই জন্য এই দায়রাকে বেলায়েত উলিয়া মালায়েক আলা বলে। কারণ ফেরেস্তা সকল বাতেনের ... সমস্ত কারবার ও বাতেনের। এছমে জাহের ও এছমে বাতেনের তদবির বাতেনের। আল্লার হুকুমে ঠিক ঠিক দোন জাহেরের কাম সকল অঞ্জাম দিতেছে এই জন্য ফেরেস্তা দিগকে মোদাব্বেরাতে আমর অর্থাৎ তাহাদের তদবির করনেওয়ালা বলা যায়। এসমস্ত কাল পুশিদার এই কারণে এই দায়রায় প্রথম এছমে জাহেরার ফয়েজ। তাহার পর

এছমে বাতেনের [illegible] ওয়াবেদ হয়। তিন লতিফা যে মনুষ্যের শরীরে পুশিদা আছে নাফ হইতে সর পর্য্যন্ত আগুন, পানি, ও বাতাস, এই তিনের উপরে কয়েম করিবার জন্য [illegible] টির উপরে [illegible] এই তিন লতিফার উপর যে সমস্ত ফেরেস্তা যাহাকে মলায়েক আলা বলে, অন্যের তদ্বীর করে [illegible] তাহাদের দখল রহিয়াছে ঐ তিন লতিফার উপরে আছে কিন্তু এছমে বাতেনের [illegible] পর্য্যন্ত না হইবে সে পর্য্যন্ত এছমে বাতেনের ফয়েজ শুরু আরম্ভ হইবেনা আর একনে জাহেরের ফয়েজ পুরা আঞ্জাম হইবেনা যে পর্য্যন্ত ওয়াহেদ, [illegible] ব্যতিত আর কাহারও না থাকে এইতককে এমন পুরা হওয়া চাই যে, সমস্ত চল, ফেল, বাতেন পাক, সমস্ত জাহেরের কারণ ও আচ-রণের কারণ আলেম খালেক ও আলেমে আমরে ও জেসম সবক ও অজুদ সকল ছেড়ে এক জাত ওয়াহেদের আর কিছু দেখাজে কি জ্ঞান থাকিবেনা অর্থাৎ এক জাত পাক ব্যতিত আর কিছু জ্ঞানে [illegible] হইতে, ও আল্লার হুকুম [illegible] থাকিবেন [illegible] হইবেনা আর অজুদ ও আলমের খবর [illegible] কিন্তু এই [illegible] খুব সুখী থাকিবে [illegible] এছমে জাহেরের খবর পাইবে। আর এছমে বাতেনে কিছুই জ্ঞান থাকিবেক না [illegible] আছল [illegible] দায়রে বর হইবে এখানে দায়ের মাথার উপর খেয়াল করিতে হইবে

দায়রা বেলায়েতে উলিয়ার মোরাকেবা এই মত করিতে হইবে লতিফা বাতাস আগুন পানির উপর দায়রা খেয়াল করিয়া, দায়রার মাথার উপর নোকতা খেয়াল করিবা, জাতোল বাহাতের দিক, বাতাস আগুন, পানি রুজু রাখিতে হয় [illegible] খেয়াল করিতে হয়, জাতে [illegible] বাহাত হইতে এছমে জাহেরের মরেক্ক দায়রা বেলায়েতে উলীয়া মালায় আলা হইয়া হজরতের অছিলায় পীরাণ পীর রঃ আঃ আজমাইনদের বাতাস, আগুন, পানি, হইয়া, আমার বাতাস, আগুন ও পানিতে বাক্ত

দিন আসিতেছে। এখানে বাতাস আগুন পানি এই তিন লতিফা জাতের বাতেনের দিক মজবুত করিবা কজু রাখিতে হইবে। লতিফা থাকিতে এই ফয়েজ হইতে [illegible] এখানে জাহির হয় নফি এছবাতে [illegible] বুত কছ্‌বাতের সহিত আমল যোগাতে এবং এবাদতে [illegible] জেকের, কোরাণ তেলাওয়াত, নফল নমাজ, [illegible] তিন লতিফা বাতাস, আগুন, পানি, আল্লার দিক কজু রাখিয়া করিতে হইবে। এখানে এই তিন লতিফা, বাতাস, আগুন ও পানির বদ্ খাছিয়ত খাছলাত পাক হইবে। অর্থাৎ বাতাসের কাম, দুনিয়া তামাতে (লোভ ও লালসে) উড়া। আল্লার তরে দুনিয়ার তামা দূর হইয়া আল্লা পাইবার তামা অর্থাৎ লালস হইবে। পানির বদ্ খাছলাত নীচে পড়া অর্থাৎ কুকামে পড়ে। এখানে পাক হইয়া আল্লাকে রাজি করিবার কাজে কোমর বাঁধিয়া পড়িবেক। আগুনের কাজ গোস্বা ও তকাব্বর অর্থাৎ যে স্বভাব থাকিলে গোনাগার হয় নিজকে সব চেয়ে বড় হইবার চেষ্টায় থাকে। এসব দোষের কাজ ছাড়িয়া দিবেক আর এখানে নফ্‌ছের খাহেশের সহিত গোস্বা করিবেক ও নফ্‌ছকে পাক করিয়া আল্লার দিক কজু রাখিবেক। এখানে "নফি এছবাত" "লা এলাহা" লা জাহেরা "এল্লাল্লা" আল্লা ব্যতিত অর্থাৎ আল্লা ব্যতিত জাহেরে কেহ নাই। অর্থাৎ এমন হওয়া চাই যে আল্লা ব্যতিত আর কোনটার দিক মন নজর ও জ্ঞান না থাকে। তখন তিন লতিফা পাক হইয়া আল্লার সঙ্গে বাঁধিয়া যাইবে। এ অবস্থা হইলে এছমে বাতেনের ফয়েজ এই রকম তিন লতিফার উপরে হবে। আর তাহাতে নফি এছবাত, বাতেনের মানে এই খেয়াল করিতে হইবে, নাই কেহ বাতেন মগর আল্লা। যে জাহের বাতেন দুই আল্লার দিক খুলিয়া যায়। তখন তাহার হাল আলা দরজার হয়। আর ফেরেস্তাদিগের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিতে থাকে। এছমে বাতেনের হাল যাহার উপরে নাজেল হইবে সেই জানে বুঝাইবার ক্ষমতা রাখেনা। নফি এছবাতে দম ছাড়িয়া করিতে হয়। এদায়েরা খুব বড়। এখানে

তাহার কোরান খতম হয় আর জাহের বাতেন সব ফানা হইয়া যাইবে। তাজাল্লি নজরে আসিতে থাকিবে [illegible] জাহের তজল্লা জাহেরাতে হয় [illegible] মনুষ্যের [illegible] যেমন সোনার জিনিস নষ্ট, ঐ রকম মানুষ হইয়া যাইবেক অর্থাৎ সোনার ইচ্ছা থাকিবে না [illegible] মহাব্বতে ডুবিয়া থাকিবে। [illegible] অনেক মোরাকেবায় অনেক খুলিবেক

[illegible]

[illegible]

[illegible]

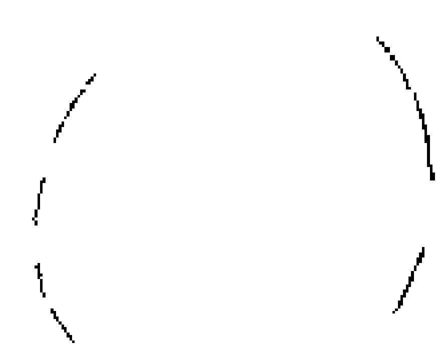

[illegible] দায়েরার মাঝে এক [illegible] জাহোল বাহাতের দিক [illegible] জাহোল বাহাত হইতে [illegible] নবুয়তের ফয়েজ [illegible] আসিতেছে এই খেয়াল করিতে হয়। এখানে [illegible] হয় [illegible] তেলাওয়াতে আর বজুর্গের সহিত নফল নামাজ কেরায়তের সঙ্গে জুজবী ও জোরব ও হরফ ও মতালবের সহিত ধীরে ধীরে পড়িতে হয় এখানে নফি এছবাত করিতে হয় না কিন্তু রাত, দিন, চলন, শয়ন, [illegible] হরঘড়ি মোরাকেবা জাহোল বাহাতের দিক করিতে হয় এখানে এস্তেগরাক অর্থাৎ আল্লার তজল্লীতে ডুবিয়া থাকা হওয়া চাই। যে মনুষ্যের হোস হাওয়াছ না থাকে। এমন যে আপন অজুদ ও সমস্ত আলম হইতে বেখবর হইয়া যায় কিন্তু আপন মাবুদের বন্দেগীতে খুব হোশ থাকে যে এবাদতে কোন বেয়াদবি না হয় আর লোক দিগকে হেদায়েত

করিবার জন্য মন বেকারার থাকিবেক যেমন আম্বিয়া আঃ ছাঃ দের হাল ছিল মিষ্ট বাক্য ও নরম স্বভাব হইবেক যে সকলের নিকট পেয়ার হইবে এখানে ফয়েজ বেকায়েদ ও আল্লার সঙ্গে খব কোরব হাছেল হইবেক অর্থাৎ আল্লাই থাকিবে আর কিছুই থাকিবেক না ঐ প্রকার বেখবর হইবে যেখানে অন্য কোন দাহের জানিতে পারিবেক না ভুলিতে পারিবেক না। বেশরিয়ত কাম করিতে পারিবেক না সতত আল্লার মজ্জিদ দিক থাকিবেক যাহা করে আল্লাই করিতেছে, তাহার মজ্জিদে হইতেছে যেখানে নিজের মজ্জিদ ও [illegible] পারিবে যেখানে দায়েরার [illegible] করিতে আদেশ [illegible] জান বেকারেক

ওইটি দায়রা কামালাতে [illegible]

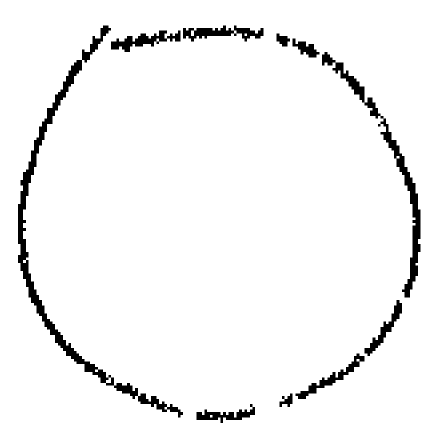

এখানে ফয়েজ আসে হকিকতে আহদানির উপর। হাকিকতে আহদানি দশ তরিকা মিলিয়া হয় যেমন কোন ঔষধ দশ রকমের। জড়ি, বুটি আলেগ আলেগ ছিলিয়া কুটিয়া পিশিয়া জোশ দিয়া ছাপ ধরিয়া একত্র করিলে একটী ব্যারাম সারিবার ঔষধ হয় তেমনি হাকিকতে আহদানি দশ তরিকা আলেগ আলেগ করিয়া কামালাতে [illegible] ও দায়রায় পাক ছাফ হইয়া এক পাক অজুদ কি শরির হয় যে জাত আল্লার দিক রুজু হইয়া যায় ও আখেরাতের দুঃখ হইতে নাজাত পাইবার অছিলা হয় হাকিকতে আহদানির উপরে দায়রা কামালাতে রেছালাত খেয়াল করিয়া দায়রার মাথায় নোক্তা ধরিয়া জাতে আল্লার হাতের দিক হাকিকাতে আহদানী রুজু রাখিতে হয় আর খেয়াল করিতে হয়, সেই জাতে পাক হইতে কামালাতে রেছালাতের ফয়েজ হাকিকাতে আহদানিতে বরাবর আছিলা হইয়া

আসিতেছে খাছ জাতে ফয়েজ বড় বড় নবি আঃ ছাঃ আছেন তাঁহাদের বেলায়েতের যে কাম এখানে কোরব ও মহাব্বত খুব হইবে আর এ দায়রার লোক, সকলকে হেদায়েত করিবে এখানে অত গরক হইবে না অর্থাৎ খুব সঙ্গে থাকিলে এখানে ছিনার ভিতরে ভেদ যেতের খুব চমকিবে হযরত বেলায়েত ও সমস্ত বেলায়েত এ দায়রায় তাকোয়া অর্থাৎ পরহেজগারীর মোকাম হাছেল হইবে এখন যত দায়রা আসিবে সমস্ত দায়র লাইয়াতে অহদানীর উপর আসিবেক কিন্তু হজরত রছুল পাক ছঃ আঃ মের খাছ কামালাতের দুই দায়রা হকিকতে অহদানির উপরে হইবে আর লাইয়াতে অহদানীর উপরে যত দায়র, সমস্ত মাথার উপরে খেয়াল করাতে হইবেক এখানে নফি এছবাত নাই খালি মোরাকেবা।

এস দায়রা লাইয়াতে অহদানীর আদম মোবারক রছুল

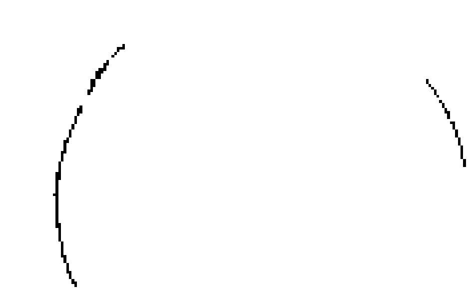

অর্থাৎ ছয় বড় দরজার আলা নবি আঃ ছাঃ দের কামালাতের ফয়েজের জহুর হয় লাইয়াতে অহদানির উপর এই দায়রা খেয়াল করিয়া ঐ রকম দায়রার মাথায় নোক্তা ধরিয়া আত্তোল লাইয়াতের দিগ লাইয়াতে অহদানাকে রুজু রাখিতে হয় আর খেয়াল করিতে হয় যে হজরত রছুল পাক ছঃ আঃ মের তরফ মতওয়াজ্জা থাকিয়া, জাত পাক হইতে তাঁহার অছিলায় ছয় নবি আঃ ছঃ মের অর্থাৎ হজরত আদম আঃ ছাঃ হজরত নূহ আঃ ছঃ হজরত এব্রাহিম আঃ ছঃ হজরত মুছা আঃ ছাঃ হজরত ইছা আঃ ছাঃ হজরত রছুল ছঃ আঃ মের কামালাতের ফয়েজ সকল জহুর হইতেছে লাইয়াতে অহদানিতে। এখানে "নফি এছবাত" নাই খালি মোরাকেবা।

৮ম দায়রা কাইয়োমিয়াত

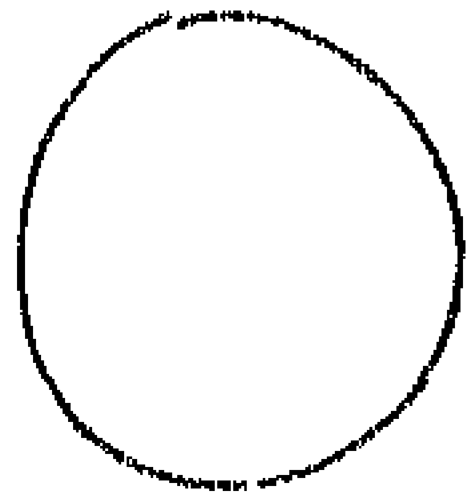

আট দায়রা কাইয়োমিয়াত — এখানে ছালেকের হাইয়াতে অহদানিয়াত উপর ... কাইয়োমিয়াতে এলাহির ফয়েজ আসিতে থাকে ও ... সিতেছে এই খেয়াল সতত রাখিতে হয়। এখানে নফি এছবাত করিতে হয় এই রকম "লা এলাহা" নাই কেহই কাইওম আসিয়া 'এল্লাল্লাহ" মগার আল্লা। অর্থাৎ সেই জাত পাকের কাইউমিয়াতের জন্য তে সমস্ত সব অর্থাৎ বস্তু কায়েম আছে নতুবা সমস্ত জিনিষ ফানা হইয়া যাইবেক। এখানে ফানা ও বাকা খুব হইবে ও আপনা অজুদ ও সমস্ত জাহানেও দেখিবে। এই হাল যে পর্য্যন্ত না হয় দায়রা খুলিবে না। এখানে আল্লার কোরব ও মহব্বত খুব হইবে। আর তাহাতে বুঝা যাইবে যে, তাহার জাত পাককে বাকা অর্থাৎ সতত কায়েম তাহার কায়েমের ছায়া সকল জিনিষের উপর পড়িতেছে সেই কারণে সমস্ত কায়েম আছে* কাইয়োমিয়াতের দায়রা তাহিরের ফয়েজ তাঁহার জাত পাক হইতে ছায়ে আলমে ও সমস্ত সবেতে পড়িতেছে

* তাহা এই মোকামে যে পর্য্যন্ত বুঝিতে না পায়, তাহার দায়রার ফায়দা হাছেল হয় নাই। আল্লাতায়ালা সকলকে তৌফিক দেউক যে ফায়দা হাছেল হয়

৯ম দায়রা খোল্লাত

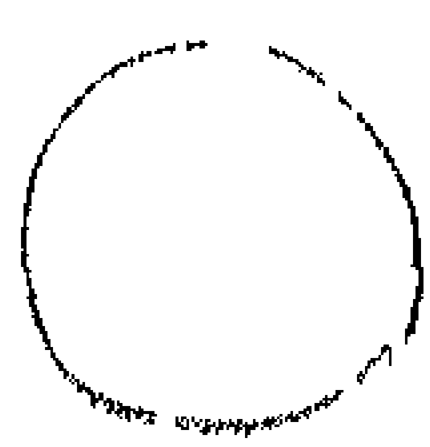

অর্থাৎ বেহেশতে এব্রাহিম আঃ ছাঃ এর বেলায়েত। এখানে হজরত এব্রাহিম আঃ ছাঃ এর কাম লাতের দরজা হইতে তাহাকে রুহ হইতে তদবির উপরে সহজ তাহার জেয়ারত হয়। হজরত এব্রাহিম আঃ ছাঃ কে খলিলোল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর দোস্ত বলে। এই দরজাতে ও ওয়াক্তের মোকাম হাছেল হইবে। অর্থাৎ এ যে কামেল ছালেক নিজকে এমন করিবে যে, হজরত এব্রাহিম আঃ ছাঃ যে সমস্ত গুণেতে খাছ পেয়ারা হইয়াছেন, সেই সমস্ত গুণের দ্বারা সমস্ত কারবারে আপনাকে আল্লাকে সঁপিতে থাকিবে যেমন ফরমাইয়াছেন "হছবি য়েল্লাহ ওয়ালি, এলমেহু বেহালি" অর্থাৎ আমার জন্য খোদাই যথেষ্ট, সে আমার হালের খবর আল্লাকে আছে। এমন দৃঢ় বিশ্বাস ও এয়াকিন সহিত হাছেল হইবে। এখানে এমন বিশ্বাস হইবে ও ছালেক এখানে বুঝিতে পারিবে যে, আল্লা আমার সমস্ত হাল দেখিতেছেন ও জানিতেছেন যখন এই হাল হইবে তখন ছালেক আল্লাকে কখনও ভুলিতে পারিবে না ও সমস্ত বস্তু আল্লাকে সঁপিতে থাকিবে ও আল্লার উপর ভাল ভরসা রাখিবে। যেমন হজরত এব্রাহিম আঃ ছাঃ কে নমরুদ কাফের আগুনে ফেলিয়াছিল ও হজরত এব্রাহিম আঃ ছাঃ আল্লার উপরে নেক ভরসা রাখিতেন সেই কারণে আল্লাতায়ালা আগুন ঠাণ্ডা করিয়া ফুলের বাগান বানাইয়া দিলেন। হজরতকে কোনই কষ্ট হইল না এই মোরাকেবে যখন এক রকম ও ওয়াক্তের হাছেল হইবে তখন ছালেক দোন জাহানে কোন কষ্ট পাইবে না। এ বড় কোদরত মহাব্বত হাছেলের মোকাম আল্লাতায়ালা হজরত এব্রাহিম আঃ ছাঃ কে এই আয়েত শিক্ষা দিয়াছিলেন যখন আগুনে পড়েন। "কোল্‌না ইয়া নারো কুনী বারদাও ছালামান আলা এব্রাহিম।" (মানী) বল; আয় আগুন হইয়া যা ঠাণ্ডা তাহাতে ছালামতে থাকে এব্রাহিম আঃ ছাঃ ছালামতি ঠাণ্ডা। এখানে "মকি

এছবাত" নাই। শুধু জাতোল বাহাতের সহিত মোরাকেবা যতদিন বাজ বাস্তে হইহালেতে করিতে হয় ও তাহাকে সমস্ত কাজে উকিল অর্থাৎ নিজেকে সম্পূর্ণ তাঁহাকে সোপর্দ দেওয়া। ছুরা মজাম্মেল "রাব্বোল মাশরেকে ওয়াল মাগরেবে লা এলাহা ইল্লা হুয়া ফাত্তাখেজহু অকিলা" মানি, মালেক পূরব ও পশ্চিমের তাহার বিনা কাহারও বন্দেগী নাই। তাহাকে সব আপনার উকিল। অর্থাৎ যখন তুমি আপন উকিল খোদাকে বানাইলা তখন সকলের হইতে আশা ও ভরসা তুলিয়া লও। খোদ বিনা কাহারও কোন সাধ্য নাই।

১০ম দায়রা মহব্বতে ছবরা

মহাব্বতে ছবরা যাহাকে খাছ বেলায়েতে মুজাবি বলে। এখানে ছালেকের হাতে শাহদানির উপর ফয়েজ আসিতেছে দায়রা বেলায়েতে মুজাবি হইতে। খেয়াল রাখিতে হইবে। তারও খেয়াল রাখিতে হইবে উপরের চার দায়রা কামালাতে বেলায়েত হইতে। আর সাথের দায়রা মাবুদিয়তে ছরফা পর্যন্ত, ওয়ারিস সূত্রে তার কবল তাবেদারা হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা ছঃ আঃ মের তবায়ি হয় এখানে খুব পায়রবি ছোন্নত অর্থাৎ শরিয়তের করিতে হয় তবে ফায়দা পায়। শরিয়তের বিরুদ্ধ চলিলে কোনরূপ মহাব্বত থাকিবে না এই যে কাম তওয়াক্কালের। কারণ হজরত মুছা আঃ ছাঃ আল্লাতায়ালার উপর এতদূর তওয়াক্কাল অর্থাৎ ভরসা রাখিতেন যে একটু একটু কথার জন্য আল্লার কাছে ছওয়াল করিতেন আল্লার বিনা মর্জি কোন কাজই করিতেন না। এখানে "নফি এছবাত" নাই শুধু জাতোল বাহাতের দিকে মোরাকেবা।

এ সমস্ত দায়রাতে যত মোরাকেব করিবে তত আল্লার সঙ্গে কোরব মহাব্বত বাঁধিয়া যাইবেক যখন এইরূপ মস্ক করিয়া আল্লার কোর্ব ও মহাব্বত বাঁধিয়া যাইবে, তখন ছালেক ঘুমেতে কি মড়াতে আল্লাকে ভুলিবেক না তাঁহাকে যে মরিবার সময় ভুলে না তাহার কত বড় মরতব বুঝিয়া দেখ সে ব্যক্তি না দোনজ হাসে আল্লার পেয়ারা ও এই রকম ব্যক্তি কেয়ামতের দিন হজরতের নায়েব হইয়া হজরতের উম্মত ও আপনার খেস এগানা সাফায়ত আল্লার নিকট করিবেন ইহার পর আমাদের হজরত রছুল পাক ছঃ আঃ ছাহেবের খাছ কামালাত অর্থাৎ কোরব মহাব্বতের মোকাম আসিতেছে। সে সমস্ত মোকাম সকলের চেয়ে বড় দরজার তাঁহা তাআলা আপন হাবিব পাকের খাতেরে আমেক দিগকে তৌফিক দেউন আমিন

১১শ দায়েরে মাহবুবিয়াতে মমতাজেজা

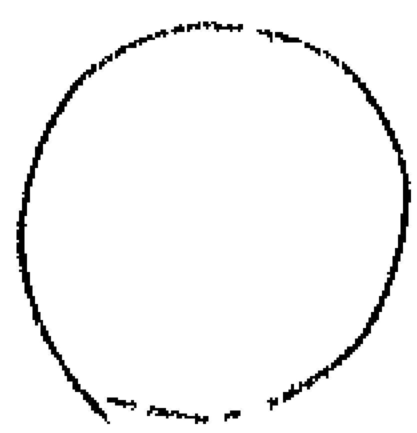

দায়েরা মাহবুবিয়াতে মমতাজেজা অর্থাৎ বেল য়েতে মহাম্মদীয়া ছঃ আঃ যে আল্লার মোহেব হওয়া ও মাহবুব হওয় দোনফয়েজ ছালেকের হকিকতে আহদাণীর উপর ওয়ারেদ হইতেছে এই জন্য এখানে দুই ছবক মোহেব হওয়া অর্থাৎ হজরত ছঃ আঃ যে আল্লার মহাব্বত রাখেন সেই মহাব্বত ছালেকের হকিকতে অহদাণীতে আসিতে থাকে। যখন আল্লার মহাব্বতে কামাল হাছেল হয়, তখন দ্বিতীয় ছবক মাহবুব হওয়া অর্থাৎ আল্লাতালা হজরত ছঃ আঃ মের (দঃ) যে মহাব্বত রাখেন সেই ফয়েজ, ছালেকের হকিকতে অহদাণীর উপর ওয়ারেদ হইতে আরম্ভ হয় এই দায়ের ও ইহার বাদে যে দুই দায়েরা আসিতেছে, এসমস্ত হজরতের (দঃ) কামালাতের জহুরার মোকাম। ও এ দায়েরা হজরতের খাছ বেলায়েতের মোকাম এদায়েরাতে দরুদ

লবিক্ষের কৈফিয়ত, ও হজরতের (দঃ) আবেদ বীন কৈফিয়ত, ও হজরতের (দঃ) মহাব্বতের কৈফিয়ত পাইতে থাকে। এই জন্য এখানে হজরতের (দঃ) দরুদ ১নং ও ২ বেদারী খুব আদবের সঙ্গে পড়া ও করা চাই। এখানে ফয়েজ হকিকতের উপরে আইসে। এখানে মোরাকেবায় বসিবার নিয়ম নিজের খেয়ালের নজরকে নিজের হকিকতে অহদানিতে রাখিবেক। তাহার পর নিজের হকিকতে অহদানীকে পীরান পীর রঃ আঃ হোম দের হকিকতে অহদানীর অছিলায় হজরত (দঃ) ছঃ আঃ ছাহেবের তরফ রুজু রাখিবেক। আর আজিজির সাথে দরখাস্ত করিবেক ইয়ারাছুলুল্লাহ, আপনি যে আল্লার মহাব্বত রাখেন সেই মহাব্বত আমাকে এনায়েত করেন। তখন খেয়াল করিতে হইবে যে হজরত (দঃ) যে আল্লার মহাব্বত রাখেন, পীরান পীর দস্তগীরের হকিকতে অহদানীর অছিলায় আমার হকিকতে অহদানীতে আসিতেছে। যাহাকে এই ফয়েজ হকিকতে অহদানীতে ওয়ারেদ হইতে থাকে ইহার লজ্জত, সেই ব্যক্তি আর কাহাকেও বুঝাইবার সাধ্য রাখিবেক না। কারণ এরূপ মহব্বত পৃথিবিতে কোন জিনিসে নাই। এখানে আল্লার কোরব ব্যতিত আর কিছুই থাকিবেক না। যখন মহাব্বতের কামালে আর ফানা ও আল্লার কোরব দারকোরব কামালের সঙ্গে হাছেল হইবেক; তখন দোছরা ছবক খেয়াল করিবেক।

দোছরা ছবক

হজরত ছঃ আঃ যে আল্লার মাহবুব হওনা ছালেক নিজের হকিকতে অহদানীকে পীর দস্তগীর পীরান পীরের হকিকতে অহদানীর অছিলা করিয়া হজরত ছঃ আঃ মের জুতা মাথায় লইয়া তাঁহার কদম মোবারক হকিকতে অহদানীর হাত দিয়া ধরিয়া আল্লাকে হাজের জানিয়া হজরত ছঃ আঃ মের অছিলায় ছালেক নিজের হকিকতে অহদানীকে আল্লার হুজুরে মিছকিনের ন্যায় পাতিয়া অর্থাৎ রুজু করিয়া আজিজির সাথে

কাঁদিতে থাকিবেক ও দরখাস্ত করিতে থাকিবেক যে ইয়া আল্লা তুই যে হজরত ছঃ আঃ কে যে মহব্বত রাখিস, সেই মহাব্বত আমাকে দান কর। তখন খেয়াল করিবেক, যে আল্লা যে মহাব্বত হজরত ছঃ আঃ রাখেন, সেই মহাব্বতের ফয়েজ সকলের হকিকতে আদমীর অছিলায়, আমার হকিকতে অহদানীতে আসিতেছে। যখন মোহেব হওয়া ও মাহবুব হওয়া দুই ফয়েজ কামেল হাঁছেল হয়, তখন তৃতীয় ছবক এই রকমে খেয়াল করিবেক যে হজরত ছঃ আঃ আল্লার মোহেব হইয়াছেন ও আর মহবুব হইয়াছেন, এই দোন ফয়েজ, সকলের হকিকতে অহদ-নীর অছিলায় আমার হকিকতে অহদানীতে আসিতেছে এই খেয়াল দিবা রাত্রি রাখিবেক যখন মোহেব হওয় ও মাহবুব হওয়া, এই দুই নেছবত ছালেকের হকিকতে খুলিবেক; তখন ছালেক আল্লা ও রছুল ছঃ আঃ কে হক চিনিয়া সে মোকামে পৌঁছিবেক আর ছালেক জানিবেক যে, আমি আল্লাকে মহব্বত করি, ও আমি আল্লার দরবারে আছি ও আল্লার দিকে রাত দিন চাহিয়া আছি ও তাকাইয়া আছি এই মোহেবের মোকাম আর মাহবুব হওয়ার মোকাম তখন ছালেক জানিবেক যে, আল্লা আমাকে মহাব্বত করেন আর আল্লা সকলের নজদিগে আছে, আর আল্লা আমার জাহের বাতেন সব দেখিতেছে; এই বুঝা করিবেক তখন বান্দা আল্লার মহাব্বতে গলিয়া যাইবেক। আর সদাই ডর থাকিবেক আর বুঝিবেক যে, আমি এক নাপাক, আল্লা পাক; সে আমাকে মহাব্বত করিতেছে, ও সে আমাকে সকল সময়ই দেখিতেছেন। যখন ছালেকের মনে এই কথার ধারণা হইতে থাকিবেক, তখন ছালেক আর গোনা করিতে পারিবেক না আর এবাদত বান্দগী আদবের সঙ্গে ও ডরের সঙ্গে করিবেক এই সমস্ত কামাল হাঁছেল হওয়ার পরিক্ষা। এই সমস্ত আদব নিজের মধ্যে না, দেখিতে পায়, আগে ছবক লওয়া উচিৎ নয় এখানে তছলিমের মোকাম হাঁছেল হইবেক তছলিমের মানে খুসির সহিত আল্লার হুকুম কবুল করিয়া লওয়া।

১২ দায়েরা মাহবুবিয়াতে খাছা

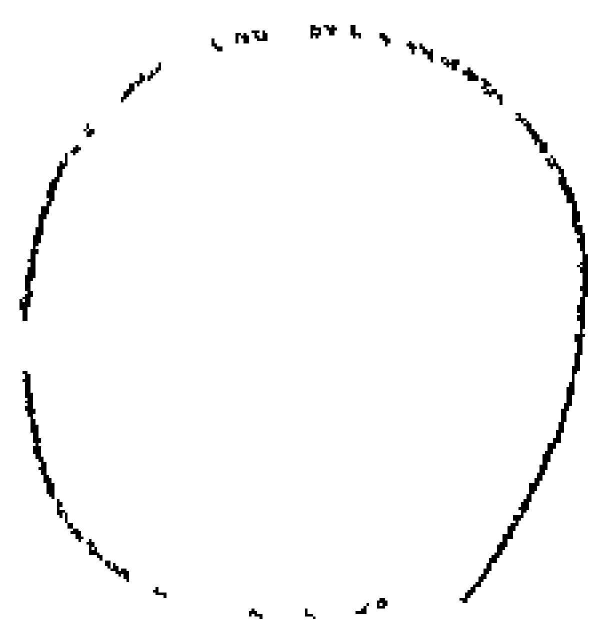

মাহবুবিয়াতে খাছো, যাহাকে বেলায়েতে আহমদী ছঃ আঃ বলে। এ হজরত ছঃ আঃ মের নবুয়তের কামালাতের জহুরাত দায়েরা। আর হজরত ছঃ আঃ তিনি মাহবুবে খাছ হইয়াছেন, আর তিনি বাকি সব আম্বিয়াদের, এ মোকাম সে হইতে মালুম হবে এ মোকাম নবুয়তের মোকাম আর তারা যে আপন খাতিরে পাবেন, ও মহামাদ রাখেন, সেই মোকাম ছালেকের তরিকতে কদম উপর দেখে ১৩ নং বেকারেক। এখানকার কে বলেন মজাই আওলিয়া ও তন তিনিবেন এক এক হকিকত আছে অর্থাৎ অছল এক ছুরতে আছলি আছে, এক ছুরতে মেছালী, এক ছুরতে রুহানী, এক ছুরতে জেছমানী, এক ছুরতে জাহেরা আছে, এক ছুরতে বাতেনী আছে তবে তানিয় নও, ছুরতে এন-ছানী যাহাকে হাইয়াতে অহদানী বলে তাহার আছল উপরোক্ত ঐ ছয় হকিকত। যাহা লেখা হইল এই অন্য দায়ের মহাম্মদী ও দায়েরা আহ-মদীর ফয়েজ হকিকতে অহদানীতে ওয়ারেদ হয় এখানকার আহয়াল বয়ানের শক্তি নাই যাহার খুলিবে সেই বুঝিবে মহাম্মদী জাহেরী নাম, জাহেরী বেলায়েত। আহমদী বাতেনী নাম, বাতেনী বেলায়েত। মহাম্মদী হজরতের বেলায়েতের মোকাম ও আহমদী হজরতের নবুয়তের মোকাম। এখানে তজল্লীয়েন মোকাম হাঁছেন হয়।

১৩ দায়েরা লা তাইয়েন।

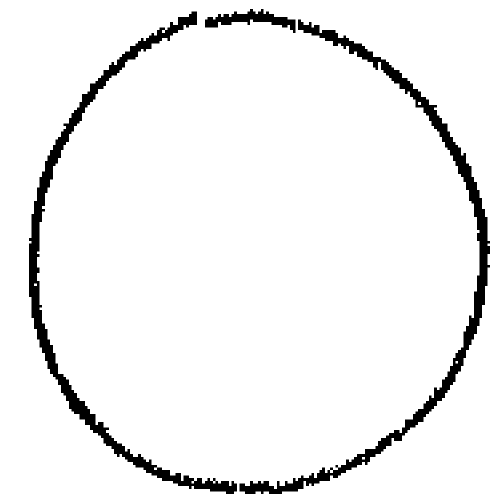

দায়েরা লা তাইয়েন বলে এখানে হজরত ছঃ আঃ মের মোতা-বেয়াত অর্থাৎ তাবেদারীর দায়েরা হাইয়াতে অহদানীর উপর ফয়েজ আইসে। এখানে কামেল মোরসেদের দরকার কারণ ফয়েজের ওয়ারেদাত বহুত হয় এদায়েরায় ফয়েজ, নুর, ও আহয়াল রং বেরঙের হইতে থাকে। এখানে সয়তান ধোকা দেয় এই জন্য এখানে প্রত্যেক কথা, কামেল পীরের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া হুওয়ার হাজত থাকে এখানে সমস্ত লা তাইয়েন ফয়েজ ওয়ারেদ হয়। অর্থাৎ হজরত ছঃ আঃ মের উপর ফয়েজের তাইন নাই অর্থাৎ বেহেছাব লাতাইয়েন ফয়েজ পড়িতেছে। এগার, বার, তের, এই তিন দায়েরা হজরত ছঃ আঃ মের কামালাতের জহুর খালি লা তাইয়েন ফয়েজ অর্থাৎ বেহেছাব ফয়েজ ওয়ারেদ হইতে থাকে আর কামালাতের জহুর হইতে থাকিবে। এখানে তছলিমের মোকাম হাছেল হইবে।

১৪ দায়েরা হকিকতে কাবা।

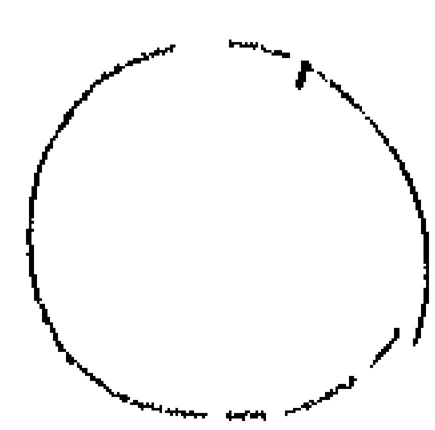

জাতোল বাহাত হইতে ছালেকের হাইয়াতে অহদানীতে, হকিকতে কাবার ফয়েজ আসিতেছে; এই খেয়াল করিবেক। আর এখানে নুর ও কোরবে এলাহি ও জেয়ারতে কাবা, ও নেদা, ও পোকার এই সব হইতে থাকিবেক। অর্থাৎ হজেতে মোমেন হাজিদের, কাবা সরিফেতে যে যে হাল হয়, সেই সমস্ত হইবে। অর্থাৎ আল্লার ভয়

হইবে দুনিয়ার বাড়ী, ঘর, আয়েস, আরাম ভুলিয়া যাইবে প্রাত দিন ফয়েজ, আনওয়ার ধুমের সঙ্গে ওয়ারেদ হইতে থাকিবেক ছালেকের হাইয়াতে অহদানীকে পাক করিয়া, মহাব্বতে ডবুজ হইয়া যাইবে। জাতোল বাহাতে ডুবিয়া আনা ফানা হইয়া যাইবে। এ আলমের কোন জ্ঞান থাকিবেক না, মহাব্বত ও কোরবে ডুবিয়া যাইবেক হুজুরি এমন হইবেক যে ছালেক গোনা করিবার, ফোর ছত ও পাইবেক না। গোনা করিবার হাউসই থাকিবেক না। এই সব দায়েরার ফায়েদা হাঁছেল হইবার নেশান। এখানে তছলিমের মোকাম হাঁছেল হইবেক

১৫ দায়েরা হকিকতে কোরাণ।

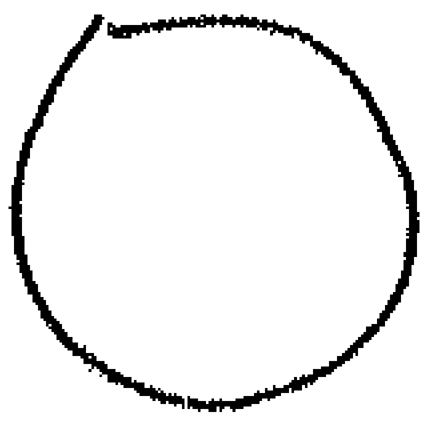

জাতোল বাহত হইতে, হকিকতে কোরাণের ফয়েজ, ছালেকের হাইয়াতে অহদানীর উপর আসিতেছে হকিকতে কোরাণ যে কালামে-কদিম আছে। ইহাতে শান, আজমত কালামে এলাহি। আর প্রত্যেক হরফ কোরানে, আল্লার কামালের সাথে আছে মালুম হয়। আর এমন মালুম হয় যে, আমি যে কোরাণ সরিফ পড়ি, সমস্ত আল্লা শুনিতেছেন আর আমাকে দেখিতেছেন। মোরাকেবা ও মোশা-হেদা ও কোরব ও মহাব্বত খুব হইতে থাকিবে। এত কোরব ছালেকের দরিয়াফতে একিন হইবে যে, আল্লা ছালেককে দেখিতেছেন। ছালেক আল্লাকে দেখিতেছে একিনের নজরে। আর হায়বাত খুব হইতে থাকিবে। এখানে তছলীমের মোকাম হাঁছেল হইবে।

১৬ দায়েরে কবি কাতে ও নাত

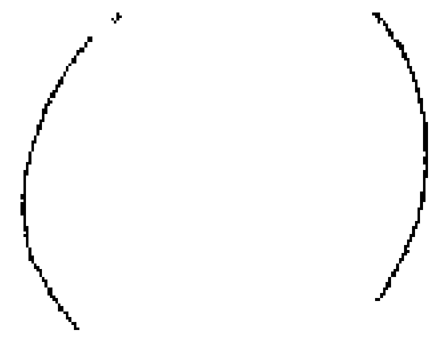

এ দায়েরা [illegible] কে [illegible] কি [illegible]

ছালেক [illegible] জানিতে [illegible] মোরাকাবে মেহাজোল [illegible],

অর্থাৎ আল্লার কোন [illegible] দিকে [illegible] থাকে নামাজের

নুর, কোরান [illegible], হাবরাত, কাবা দরজার অজিজি

মানুষ হইতে থাকিবেক নামাজে লতিফা সমস্ত উদ্ধত হইয়া, সাত

তবক জমিন নিচে [illegible] হয়, [illegible] আল্লার বেজাে আছমতের

চৌকাঠে [illegible] করিবে [illegible] আসি বলে, তাহার পাক

করাের [illegible] দুয়ারের চৌকাঠে, [illegible] ছেজদা [illegible] চৌকাঠ

না দুয়ারকে ছেজদা করিবে তাহা নহে, [illegible] ছেজদা করিবে,

কিন্তু ঐ দুয়ারে। [illegible] মোরাকাবে নামাজের

মারেফাতের [illegible] সাক [illegible] উদ্দিন [illegible] ওয়া-

রদিব এখানে নুর, ফয়েজ, [illegible] হইবেক সে

সমস্ত বেকায়েফ এখানে রাত দিন এই রকম খেয়াল করিবেক যে,

দায়েরার উপর [illegible] হইতে, [illegible] ছালেকের, অর্থাৎ

নামাজের ফয়েজ, ছালেকের হাকিকাতে অহদানীতে আসিতেছে। ও

ছালেকের হাকিকাতে অহদানী, মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত, আদবে জাত

পাকের ধ্যানে, তাঁর কোরবে ফানা ফানা হইয়া থাকিবে তবে

ছালেক আল্লা ব্যতিত, কাহারও জেকের মনে রাখিতে পারিবেক না।

এখানে তহলিমের মোকামে হাছেল হইবে

১৭ দায়েরে মহব্বতের ছের।

এ দায়েরায় পৌঁছিলে সেরা হইতে শেষ পর্যন্ত তরক্কিতে যাহা বুদিয়তের চিহ্ন হাছেল হয় সে সকলের হাকিকতে অহদানী অর্থাৎ বেচুনের অজুদ, সেই মাবুদের মতলবের, মতলক কামালাতের জহুরের আইন হইয়া যায়। যাহার দ্বারায় এবাদত ও বন্দেগীর এস্তেহাব, রেজার মোকাম হাছেল হয়। আর তাহার এবাদত ও বন্দেগীতে বড় মজা পাইতে থাকে। সে মনিবের রেজামন্দির উপর বান্দা রাজি আছে। এই রকম মতে এবাদতের হাউস হইবে ও এবাদতের ফয়েজ, নূর, লজ্জত, তজল্লি, কেফিয়ত ও বরকতের জওক, এমন ভরপুর থাকিতে উচিত হইবে যে, আর কোন কাজে মন যাইতে চাহিবে না। এই রকম অবস্থা যে পর্যন্ত না হয়, বুঝিবেক যে তাহাকে দায়েরার ফায়দা হয় নাই। এখানে সমস্ত শেক যেন হয় এবাদত করিবে, মন ভরিবে না ও এবাদতের হুজন বাড়াতে থাকিবে আজিজি এত হইবেক যে ছালেকের মনে আফছোছ থাকিবে যে, আমি আপন মাবুদের এবাদত উহার লায়েক হইবার যোগ্য করিতে পারিলাম না। এই অবস্থায় আল্লার বড়াই ও নিজের আজিজি, তাহার পাকী ও নিজের গোনাহ ; নজরে আসিতে থাকিবে। সেই জন্য সেই হালে রকম রকমের আজিজি করিবে, মন পরিতৃপ্ত হইবে না ও ছালেক উন্নতি করিতে থাকিবে। আর যখন আজিজির সঙ্গে ছেজদাতে কোরব হাছেল হয়, ছালেক ছেজদাতে যতই আজিজি করে, মন ভরে না, আরও আজিজি করিতে ইচ্ছা হয় তখন ছালেক আপন জাহের বাতেনকে পাক করিবার খেয়ালে হরদম

চেষ্টা থাকে, তাব ছালেক জাতের বাতেন পাক হইবাব তৌফিক ও মদদ পাইতে থাকে। তখন ছালেক বলে, আয় রব পাক খোদাতা তুমইগুণ আমি বন্দা কখনও পাক হইতে পারি না। কিন্তু মন চায় যে তোর পাকজাতে তব অহদত্ব দেখিবার জন্য, তার তুমি একবারই সব কাজ করিতেছ, তুমি এক এক লোককে মনে কর, এই মনের ইচ্ছা। আমি তো গোনাগার বন্দা, আমার দেক নাপাক বদন, যাহাতে নানা রকমের মহাব্বত আছে, তবে সমস্ত নাপাক মহাব্বত মনে তোর পাক মহাব্বত কিরূপে মনে রাখি। আমার দেলকে পাক করিয়া এক তোরই মহাব্বত ভরিয়া দে [illegible] আমার দেলেও সেহের মহব্বত না আসিতে পারে। আমি তোর ভিন্ন বতিত অন্য কাহারও ভয় মনে না থাকে। এ অবস্থায় ছালেকের দেল, কলবে দরজার বেগ ও নোবর ও ওহীবা মোকামে পৌঁছিয়া এবাদত করিতে থাকিবে। এ লোক যে ছালেকের নাম ছাবেত হইবে এবাদতের চাহিনাও তার কলব এ মোকামের ছালেকের [illegible] তাহার কোন [illegible] দেল তার আছে ও অন্যান্য আবেদের এবাদতে [illegible] দেখে, মহব্বতে [illegible] জারিতে হাজের রাখিতে পারেনা এখানে [illegible] ছাড়িয়া খেয়ালের দ্বারায় করিতে হইবে লতিফার [illegible] করিতে হইবেন। এই সমস্ত মোকামে পৌঁছিলে [illegible] সমস্ত আলম জাহের বাতেন এক হইয়া যায়। আল্লাহো আকবর তাহার জাতের নড় হইতে পৃথক হইয়া যায়। অর্থাৎ দুনিয়া সমস্ত নাশ হইয়া যায়। মাত্র এক তাহার জাতপাক একা এ ছালেকের [illegible] থাকিয়া [illegible] নফি এছবাতের মানে, নাহি কৈ মাবুদ সেওয়াব আল্লা মহবুব মাবুদ "লাএলাহা" নাহি কৈ মাবুদ "এল্লাল্লাহ" সেওয়াব আল্লা। অর্থাৎ আল্লা ব্যতিত আর মাবুদ মাহবুব নাই। এ দরবার মোরাকেবার নিয়ম [illegible] আহদানার উপর দখেয়ালে মাবু-

দিয়াছে তরফা খেয়াল করিয়া, দরবেশগণ মাথা নেকাব দিকে হাইয়াছে অক্ষদণীকে অঙ্গুলি দিয়া, আঙ্গুলির সঙ্গে ... হাতের দিক ওমোদ ওয়াব ... কে ... লার করেন যে, আতে ... বাগ তহলতে, আতিফয়েজ তজল্লির ..., হজরত ... হাতের ... তে আহদ ... তে আসিতেছে এই সমস্ত ফয়েজ হাইবতে আহদানী অর্থাৎ দশ লতিফা ছালেকের পাক ও ... হয় ... জাত পাকের ... ধার জাত পাক হইতে, দিব ... জাতি ফয়েজ ছালেকের হাইয়াতে আহদানিতে আসিতে থাকিবে এক দম ছালেককে গাফেল হইতে দিবে না। যে পর্যন্ত এই রকম হাল না হয়, ছালেক না মেল তজল্লির যে বাগে পৌঁছে নাই। এই যে ছালেক হরহালে, চক্ষু খুলিয়া, কি চক্ষু বন্ধ করিয়া যে কোনো অবস্থায়, দিনরাত কাটাইবে এই সব দায়েরা পর্যান্ত কেবল খবর পাওয়া যায়। এ জামানায় এতব দায়েরা পর্যান্ত পৌঁছে এরূপ লোক অনেক কম পাওয়া যায়। যদিও পাওয়া যায়, তবে হজরত মোজাদ্দেদ ... কোতবোল আলম ... চুড়ি ফতে ওআলী ছাহেব বোদ্দেছাছেন ... হজরত ... ছাহেবের সাগরেদ নের মধ্যে ও সাগরেদের সাগরেদের মধ্যে অতি কম পাওয়া যায় কিন্তু এ মোকাম পর্যন্ত তাহারা পৌঁছেন এরূপ লোক যাদের মধ্যে, তাঁহারাই আছেন, যাহারা এজাজ নামকে তরবোল আহওয়াল, আফজালে আমানিয়াত; বলিলে মোকামিয়াত ... হেকে নেছবতে আমেয়র নিকট, কতু আনিয়াছেন ও শিক্ষা পাইয়াছেন; তাঁহারাই এসব মোকামে পৌঁছিতে পারেন এবং তাহাদের নিকট ভাল ফায়দা ও বুঝা সুঝা পাইতে পারে। ইহা ব্যতীত আর যাহার দাবি করেন, তাহারা কেতাব দেখিয়া, ও শুনা মেল দাবি করেন। তাহাদের নিকট ছবিবশ দায়েরা কখনও হইবে না। ও বুঝা সুঝা খুলিবে না। এসব মোকাম এরফানের, এরফান মানে বুঝা সুঝা, বুঝা সুঝা না হইলে ফায়েদা কি? এরফান না খুলিলে আরেফ কি রকমে হইতে পারে। আরেফের মানে আল্লাকে

চেলুসে ওয়ালা সে স্থানয় চিনে না, সকল দেকিলে মোকামে পৌঁছিয়া চিনিতে হয় তবে আবেক বলা যায় হজরত দাদাপীর দস্তগীর কোতবোল এরশাদ শাহ আবো জাম নিয়ান, কাদেরা ছের কজর কহানী তালিমছিলেন সেই কারণে ৯ তম দায়েরা, পরে চল্লিশ দায়েরা পর্যন্ত এই রকম তালিম হন। এবং এই প্রণালীতে তাহার মুরিদানকে শিক্ষা প্রদান করেন এই ৯ তম দায়েরার মধ্যেই চল্লিশ দায়েরা ৯ তম দায়েরা শামেলিয়াতে জরুরি উপরে আর কোন দায়েরা নাই ১৮ আঠার দায়েরা হকিকতে ছওম এবাদতের দায়েরা মধ্যে পাওয়া যায় ও ১৯ উনিশ দায়েরা বেলায়েতে কুবরা, আম্বিয়া আঃ জাঃ দের কামালাতের দায়েরা মধ্যে পাওয়া যায় কিন্তু হজরত নবুয়ত আঃ সের কামালাতের অন্তর্গত যে তিন দায়েরা ১১ ১২ ১৩ দায়েরা উক্ত ১৩ দায়েরা তাহার নিচে [illegible] সকল নাবউ [illegible] উপরে [illegible] ও [illegible] ১

২১ দায়েরা হকিকাতে কাবা

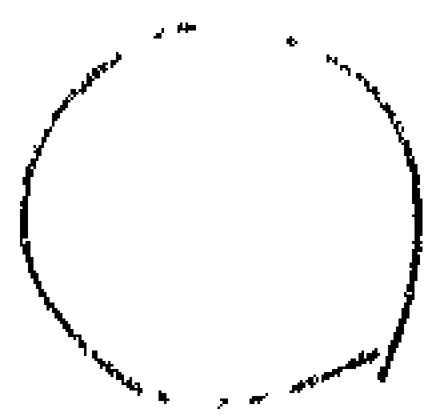

বোজার হকিকত তাতো বাহাতে হইতে ছালেকের হইয়াতে অতদানিতে আসিতেছে এ কিছুদিন সেবীকের বাবিলে হয় এদায়েরার উকত খিলা তা হইতে থাকিবে রোজ কিং উত্তম নেয়ামত, আর রোজাতে আহার কোরব মহব্বতের লজ্জত এত হইবে যে, রোজকে ছাড়িতে দোজখ বাসিবেন আর রোজা [illegible] জারি করিবে কারণ বেশি কোরব মহাব্বতের লজ্জত ছেড়ে ও তাশেক দের, [illegible] আর কিছুতেই হয় না। তবে যখন আমার কোরব মহাব্বতের লজ্জতে পৌঁছিতে পারে, ও যাহার এত বড় তকদির হয়, তারকে জাহান্নাম ও কবরের আজাবের, ভয় কি

হইতে পারে? বরঞ্চ সেই ব্যক্তি হাসরের দিন, হাজার হাজার গোনাগারকে, জাহান্নামের আজাব হইতে হজরতে ছঃ আঃ অছিলায় আল্লার অনুগ্রহে সাফায়াত করিয়া, বেহেস্তে পৌছাইবে। হাদিসে মাহ সবের কেতাবে লিখিত আছে ৫৪ পাতে

১০ দাগে লেখা আছে দেখ ইহাঁর

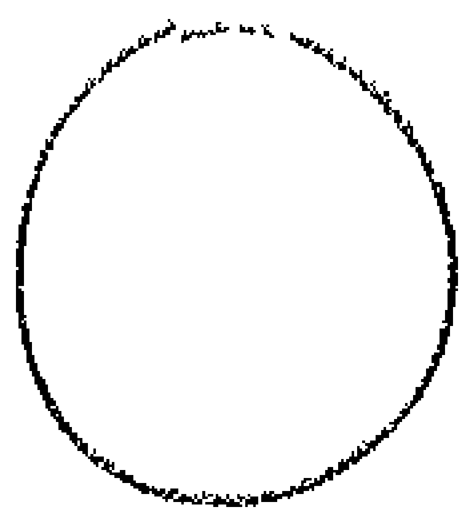

অর্থাৎ হজরত ইছা আঃ ছাঃ এর খাছ বেলায়েত আর খাছ কামালাতের ফয়েজ, ছালেকের হাকিকাতে আহদানীতে আসিতেছে। এইজন্য যে কিছু দিন মোরাকেবা করিলে, তাঁহার নেছবত অর্থাৎ আল্লার কেবর মহব্বতের কমাল হাছেল করিতে পারে। যে তাঁহার কামেল হইবে, তাহার রুহ বড়ই পাক। আল্লা এরূপ পোরা বিনা বাপে আল্লাতালা রুহে পয়দা করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার নাম ইছা রুহুল্লা। ইহ মানে নাম ভালা করনে ওয়ালা, মোরদাকে জেন্দাকরনে ওয়ালা কোরান সরিফের তফছিরে আছে, কোন জেন্দাকরনে ওয়ালা; মোরদা দেলকে আল্লার জেকেরে জেন্দা করনেওয়ালা। যে আবেদল আবাদ জেন্দা থাকে। লতিফা কখন মরে না মানুষের জেছেম হইতে রুহ এন্তেকাল হয়। রুহ অর্থাৎ লতিফা সকল জেন্দা থাকে। কথা কয় কথা শুনে, তোমরাই দেখিতে পাও না ও বুঝিতে পাও না। কারণ দুনিয়ার মহাব্বতের পরদা তোমাদের চক্ষে, কানে পড়িয়াছে। আম্বিয়া ও রছুল ছঃ আঃ এদের যাঁহাদের পরদা খুলিয়া গিয়াছে, তাঁহারা জেয়রত পায়। আল্লা সকল মোমেনকে তাঁহার হাবিব পাকের অছিলায় এই নছিব করুক। আমিন।

২০ ২১ দায়েরা জেলালের মধ্যে পাওয়া যায় জাম দিয়তের দায়ের ও বুউইয়াতে এফাকিয়া দায়েরা ২২ ২৩ ২৪ এই তিন দায়েরা নেয়ামতের খেরাবের মধ্যে পাওয়া যায় দায়েরা ... দায়েরা জালিয়া, ও দায়েরে ... যে উচবিবশ দায়ের হইল। যখন এই চবিবশ দায়েরা হাচেল হয়, তখন ছালেকের মন ইচ্ছা হয়, তাহাকে কখনও ভুলিতে পারে না পর এই চবিবশ দায়েরা আমলের মধ্যে ছালেকের চারি দরজা হাচেল হইবে সে চারি দরজা এই, কামেল, মোকাম্মেল কামালাত, ও এবাদত দায়েরা এমকান ও দায়েরা জেলালে ছালেক কামেল হইবে তেরহা দায়েরা বেলায়েতে কোবরার মোকাম্মেল হইবে চৌদ্দ দায়েরা বেলায়েতে উলিয়া হইতে তের দায়েরা লা তাইয়েন এই সমস্ত দায়েরাতে ছালেকের কামালাত হাচেল হইবে এসমস্ত কামালাতের দায়েরা। এই সমস্ত দায়েরার মধ্যে ১০ দায়েরা হকিকতে মুছাবী দায়েরার উপরে ১১৫ ... দায়েরা মাহবুবিয়াতে মস তা জেতার নিচে, ১৯ দায়েরা হকিকতে ... দায়েরা জানিবেক এসমস্ত দায়েরা কামালাতের দায়েরা ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ এই চারি দায়েরা এবাদতের দায়ের অর্থাৎ হকিকতে কাবা, হকিকতে কোরান, হকিকতে ছালাত, ও মাবুদিয়াতে ছরফা। এই সমস্ত দায়েরার মধ্যে ১৬দায়েরা হকিকতে ছালাতের উপর ও ১৭ দায়েরা মাবুদিয়াতে ছরফার নিচে ১৮দায়েরা হকিকতে ছওম অর্থাৎ রোজার দায়েরা জানিবেক এসমস্ত এবাদতের দায়েরা এসমস্ত দায়েরা হাচেল হইলে, ছালেক পঞ্চম দরজার এবাদতের যোগ্য হইবে ও দশখছলত অর্থাৎ দেলের হাল ভাল হইয়া, দশ বলন্দ মোকামে পৌঁছে। সে দশ মোকাম এই

১। তওবার মোকাম অর্থাৎ আল্লাকে দরদম ডরাইবে, এই হইল মোমেনের মোকাম

২ এনাবত, অর্থাৎ দেলের বাতেন হরদম আল্লার ডরে, গোনা হইতে বাঁচিয়া, আল্লার দিক হরদম থাকিবে

৩ জোহদ অর্থাৎ আল্লাকে ভাল বাসিবেক, দেলে আর কাহারও মহাব্বত থাকিতে দিবেন । দেলের জাহের বাতেন হরদম তাহার সঙ্গে থাকিবে, এই হইল হনবল বেলায়েতের মোকাম

৪ কেনায়াত অর্থাৎ আল্লা যে নেয়ামতই দেয় তাহাকে অনেক জানিবে ও তাহাতে আছুদা থাকিবেক

৫ ছবর অর্থাৎ যে দুঃখই আসে, তাহার তরফ হইতে জানিবেক আর তাহাতে রাজি থাকিবেক। কবিয়া দেখ মাসুক যদি আসেককে মারে, আসেক খোস হয় আসেকের ফখর হয় যে, মাসুক আমাকে চিনে। আর মাসুকের দয়ার হাত আমার উপরে আছে

৬। সোকর অর্থাৎ আল্লাতায়ালা কোন নেয়ামত দিয়া, খোস করিলে, হামেসা সেই নেয়মতের কদর করিতে হবে। আর সেই নেয়ামত হারাইবার ভয় থাকে যে আমার দ্বারা কোন বেয়াদবি না হয় যে দুরের নেয়মত কাড়িয়া লয় এই ভয় থাকিলে আল্লাকে কখনও ভুলিতে পারিবেক। হরদম আল্লাকে রাজি রাখিবার চেষ্টায় জাগেক থাকিবেক

৭ তাকবা অথাৎ পরহেজগাড়ী এই দুই রকমের। জাহেরে হালাল ও হারামের তদবক বাহ ও বাতেনে মাছেওয়াব আল্লা হইতে মনকে পাক রাখা এ বড় কোরবের মোকাম

৮ তওয়াক্কাল অর্থাৎ ভরসা হজরত এব্রাহিম আঃ ছাঃ ও ওহজরত মুছা আঃ ছাঃ যের আল্লার উপর সম্পূর্ণ ভরসা আল্লা ব্যাতিত আর কাহার উপর কোন আস রাখিনা আল্লা ব্যতিত আর কাহাকেও ডরাইবনা আর সমস্ত কাজের উকিল আল্লাকেই বানাইয়, তাহাকেই সম্পূর্ণ সোঁপা, ও তাহাতে নিজের বুদ্ধি দখল না দেয়, আল্লার হুজুরে আদব ও তাজিম, ও বিশ্বাসের সাঙ্গে নেক ভরসা করিয়া থাকা এই অবস্থায় পৌছিলে আল্লাতালা সে বান্দার

সমস্ত কাজ ও ৮০ কিম্বাস লয় ও সে বান্দার কাজ নিতান্ত গরমসহ হরি দিয়া আঞ্জাম দিতেছে।

৯ তছলিম অর্থাৎ আল্লার সহিত শরীর তছলিম করিলা এই মোকাম হজরতে দাউদের ওয়ালারা বুঝে, অপর মনুষ্যকে বুঝান কঠিন হজরত দঃ আঃ যে তাহার মহব্বতে রাখেন, আবার আর যে হজরত ছঃ আঃ যে আল্লার মহব্বত করেন, অর্থাৎ যে হজরত ছঃ আঃ মহব্বত করেন, সে ছেহব ও মাহবুব হইবার যে কাম আর মাহবুবে খাছ হইবার মোকামের অবস্থা তখন খাস হইবার মোকাম এ মোকামের ছালেক ব্যতিত বুঝিবার ও বুঝাইবার ক্ষমতা নাই।

১০ রেজার মোকাম অর্থাৎ আল্লা যে অবস্থায় রাখেন তাহাতে খোস ও রাজী থাকা আবার মাশায়েখদের নোরবুদ্ধ মহব্বতের মোকাম ইহা আরও বুঝান কঠিন যাহারা পৌঁছে হয় সেই বুঝিতে পারে। আল্লা তৌফিক দিউক যেন এমন সকল জিকিরের বেলায়েতের ও নবুয়তের কামালাতের যে কাম অর্থাৎ আল্লাকে রাজি করিবার চেষ্টায় তাহার সঙ্গে থাকা, আল্লাকে এক দম না ভুলে এই তাদের সহজ থাকিবেক।

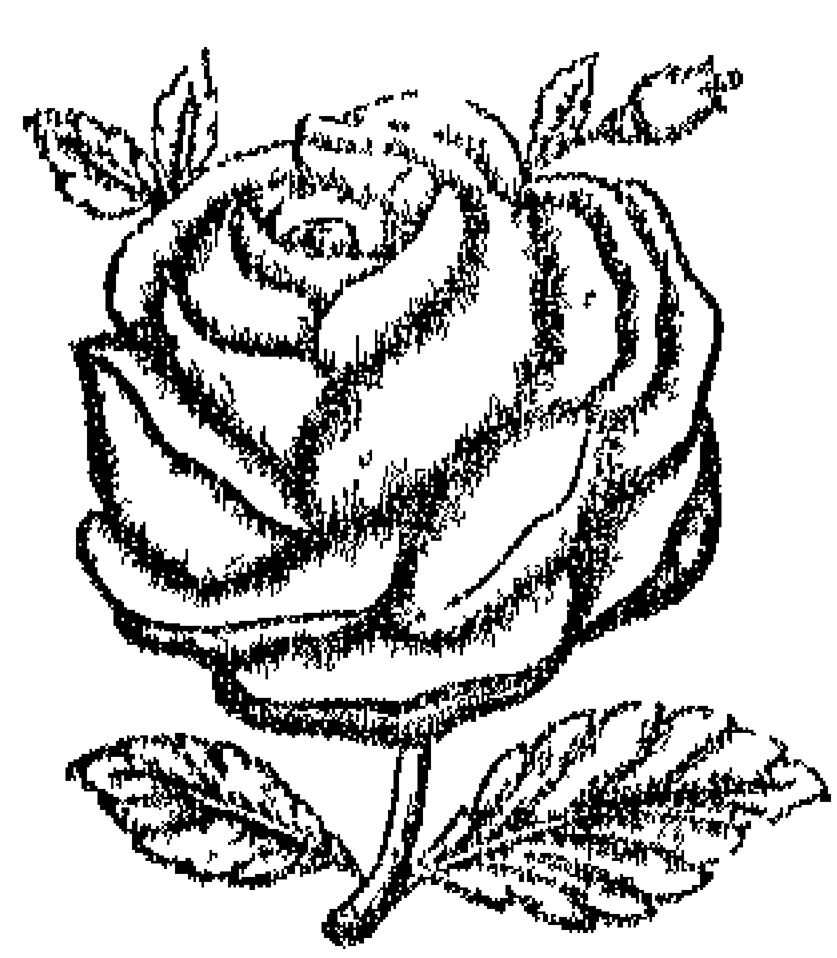

সতর্কতা।

জাকেরদিগকে মোরাকেবায় বসিয়া বায়জ লওয়ার সময় কোন্ দিক হইতে কখন কোন্ ফয়েজ আইসে তাহার তমিজ রাখা উচিত নতুবা খরাবির মধ্যে পড়িবার আশঙ্কা আছে। উপরের দিক হইতে যে ফয়েজ আইসে তাহা আল্লাহ পাকের তরফ হইতে। সামনে হইতে যে ফয়েজ আইসে তাহা হজরত রছুল ছঃ সাঃ তরফ হইতে। ডাইন দিক্ হইতে যে ফয়েজ আইসে তাহা নিজের মোরশেদের তরফ হইতে। বামের দিক্ হইতে যে ফয়েজ আইসে তাহা ফেরেস্তাদিগের তরফ হইতে। পিছন দিক্ হইতে যে ফয়েজ আইসে উহা শয়তানী ফয়েজ খুব সতর্কতা দরকার। নীচের দিক হইতে যে ফয়েজ আইসে উহা দুই প্রকার; এক চিস্তি। নেফছানী ফয়েজ, দ্বিতীয় জেনের ফয়েজ। খুব সাবধানতার দরকার।

পীরান পীর দস্তগীর হজরত দাদা পীর রঃ আঃ হের রুহানি নেছ্‌বত হাছেলের সেজ্‌রা ও বায়েতের সেজ্‌রা।

আরেফে কামেলে মোকাম্মেল হজরত মৌলানা ছৈয়দ ছফী রহমত আলা বাহের [illegible] হজরত [illegible] আঃ নেছ্‌বত হাছেল করিয়াছেন নেছবতে তরিকায়ে মজাদ্দদীয়া আজ রুহানীয়তে হজরত [illegible] মজদ্দাদে আলফেছানী [illegible] নেছবতে তরিকায়ে নক্স বন্দিয়া আজ রুহানীয়তে হজরত [illegible] উদ্দিন নক্সবন্দ [illegible] রাহেম [illegible] নেছবতে তরিকায়ে কাদেরীয়া আজ রুহানীয়তে হজরত গওছোল আজম আবদুল কাদের জিলানী রাহেম [illegible] ও নেছবতে তরিকায়ে চিস্তিয়া আজ রুহানীয়তে হজরত খাজা মইন উদ্দিন [illegible] রাহেমা [illegible] হাছেল করিয়াছেন

সেজ্‌রায়ে বৈয়তা তরিকায়ে নক্স বন্দিয়া ও মজাদ্দাদীয়া।

আরেফে কামেলে মোর্শেদে মোকাম্মেল [illegible] এল্‌কাব্‌ [illegible] হজরত ছুফী ছৈয়দ ওয়াজেদ আলী কোদ্দেছা ছেরকহুল আজিজ ইঁনা আজ মরেদে রব্বানী ওছওয়াতোল মহাকাকিন মাহবুবে ছৈয়দল মোরছালিন কোতবল এরশাদ হজরত ছুফী মৌলানা ছৈয়দ ফতেহ আলী কোদ্দেছা ছেরকহুল আজিজ আখ্‌জে তরিকে নক্স বন্দিয়া মজাদ্দাদীয়া, ও বায়াত বথী তরিকা আজ ও তেছ ছালেকিন জোবদাতোল আরেফিন হজরত ছুফী নূর মহাম্মদ কোদ্দেছা ছেরকহুল আজিজ নমুদান, ইঁন আজ মাহবুবে ছোবহানী

হজরত ছৈয়দ ও হমুদ কোদ্দেছ ছেররুহুল আজিজ। ইশা আজ কোদওয়াতোল ওলমা ওল মহাদ্দেছিন হজরত মৌলানা শাহ আবদুল আজিজ কোদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ। ইশা আজ ওয়ালেদে বেজগওর বে খেদ হজরত শাহ আলি উল্লাহ মহাদ্দেছে দহলবী কোদ্দেছ ছেররুহুল আজিজ ইশা আজ পেদারে বে জগওর বে খোদ হজরত সাহ আবদুর রহিম কোদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ ইশা আজ হজরত ছৈদ আবদুল্লা আকবরাবাদী কোদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ ইশা আজ হজরত আদম বনুরী কোদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ ইশা আজ হজরত এমামে রব্বানী কাইয়োমে জামানী মজাদ্দেদে আলফে ছানী সেখ আহম্মদ ছারহেন্দী রাহেমহুল্লাহ তায়ালা। ইশা আজ মোওয়াইয়েদ উদ্দিন হজরত খাজে মহাম্মদ বাকি বেল্লাহ রাহেমা হুল্লাহো তায়ালা ইশা আজ মৌলানা খাজাকি আমকানকী কোদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ। ইশা আজ হজরত মৌলানা দরবেশ কোদ্দেছ ছেররুহুল আজিজ। ইশা আজ হজরত মৌলানা জাহেদ কোদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ। ইশা আজ হজরত খাজে ওবয়েদুল্লা আহরার কোদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ। ইশা আজ হজরত মৌলানা ইয়াকুব চরখী কোদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ। ইশা আজ এমামে তরিকত হজরত খাজে বাহা উদ্দিন নকশ বন্দ কোদ্দেছ ছেররুহুল আজিজ। ইশা আজ হজরত আমির ছৈয়দ কালাল কোদ্দেছ ছেররুহুল আজিজ ইশা আজ হজরত মৌলানা মহাম্মদ বাবা ছামাছি কোদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ ইশা আজ হজরত আলি উরবা মিতনী কোদ্দেছ ছেররুহুল আজিজ। ইশা আজ হজরত মহাম্মদ আঞ্জির ফাগনুবী কোদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ ইশা আজ হজরত মৌলানা রেওয়াকরী কোদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ ইশা রাইছোত্তে তরিকত হজরত খাজে আবদুল খালেক গাজদেদানী কোদ্দেছা ছেররুহুল আজিজ। ইশা আজ হজরত আবু

ইঁহারা হজরত মহম্মদ বাকী কোদ্দেছ ছেররহুল আজিজ ইঁহা হইতে
সেখ তৈফুর হজরত আবুল হাসান খারকানী কোদ্দেছ ছেররহুল
আজিজ ইঁহা আজ [illegible] সেখ আবুল হাসান খারকানী
কোদ্দেছা ছেররহুল আজিজ ইঁহা আজ ছোলতানোল
আরেফিন হজরত আবু এয়াজিদ বোস্তামী কোদ্দেছা আজিজ ইঁহা
আজ [illegible] হজরত জাফর সাদেক (রাঃ) ইঁহা
আজ জোবাদে তাবেয়িন হজরত কাছেম এবনে মহম্মদ এবনে আবু
বকর ছিদ্দিক (রাঃ) ইঁহা আজ হজরত ছোলেমান ফারছী (রাঃ)
ইঁহা আজ আমিরেল মোমেনিন হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ)
ইঁহা আজ আফজালে আম্বিয়া ওয়া ছরদারে রছুল হজরত মহম্মদ
[illegible] ছাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া ছাল্লাম হজরত আবু
[illegible] [illegible]

মোনাজাত।

হে পরম দয়ালু খোদাওন্দ করিম তুমি দয়া করিয়া মনুষ্যকে, তোমাকে চিনিবার ও বুঝিবার ও সকলকে তোমার জেকের ও ফেকের করিবার জন্য শক্তি প্রদান কর অজ্ঞানতা রূপ অন্ধকার হইতে সকলকে জ্ঞানের আলোতে উদয় কর তোমার অনুগ্রহের দরওয়াজা সকলের জন্য খুলিয়া দাও তোমার অনন্ত জ্ঞান সমুদ্র হইতে সকলকেই জ্ঞান দান কর তোমার উপাসনা, আরাধনা, ধ্যান ও ধারণা, করিবার জন্য সকলকেই প্রণোদিত কর হে দয়াময় তোমার হাবিব পাকের খাতেরে ও তোমার রহমে আমাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সকল দিন মঙ্গল বিধান কর

আমিন আমিন আমিন

সমাপ্ত।